শেখ হাসিনার বারতা
নারী-পুরুষ সমতা

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

সম্পাদনা ঃ পরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটিঃ

১। কামরুন নাহার, উপপরিচালক (প্রশাসন), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

২। মাহমুদা বেগম, উপপরিচালক (রেজিঃও জনসংযোগ), তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য প্রদান ইউনিট, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

৩। আয়শা সিদ্দিকী, উপপরিচালক (পরিঃও মূল্যাঃ), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

৪। কামাল হোসেন, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

৫। খালেদা খাতুন, বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা (তথ্য প্রদান ইউনিট), কম্পিউটার প্রশিক্ষক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

গ্রন্থনা ঃ তথ্য প্রদান ইউনিট

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন ঃ খালেদা খাতুন, কম্পিউটার প্রশিক্ষক
(সংযুক্তঃ বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা)

আলোকচিত্র ঃ মোঃ আবিদ হোসেন খান, আলোকচিত্র গ্রাহক

প্রকাশকাল ঃ ২০২০-২০২১

প্রকাশনায় ঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

মূদ্রণে ঃ

জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সুষম উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্ব শর্ত। এ উপলব্ধি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করেন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ নারী সমাজের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সনে জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রুপান্তরিত করা হয়। সময়ের পথ পরিক্রমায় যা আজ "মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর"। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর 'শেখ হাসিনার বারতা নারী-পুরুষ সমতা' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে নারী উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। উন্নয়নের এই প্রেক্ষাপটে সারা বাংলাদেশের নারী সমাজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

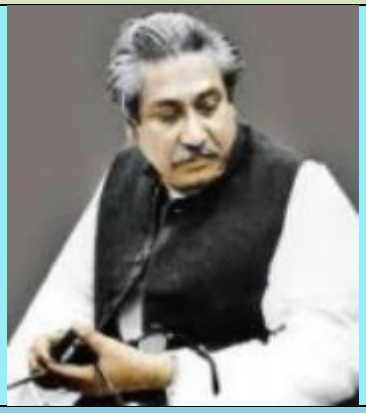

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাণী

ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি
প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত অর্থনীতির মূলস্রোতধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৭২ সালে সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সর্বক্ষেত্রে নারীর বলিষ্ঠ অংশীদারিত্ব রক্ষার্থে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি বিষয়ে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে নারীর অগ্রগতি আজ দৃশ্যমান। যা বিশ্বে রোল মডেল সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন সরকারি নীতি ও কৌশল গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করায় জেন্ডার গ্যাপ সূচকের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরুপ 'প্লানেট ৫০:৫০ চ্যাম্পিয়ান', 'পিস ট্রি', 'এজেন্ট অব চেঞ্জ এওয়ার্ড', 'সাউথ-সাউথ', লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ও এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ রোধ, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট, জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান, নারী উদ্যোক্তা তৈরী, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য মোট ৪৭ টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও সেল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নারী ও শিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষা এবং আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪; বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭; যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১; জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১; শিশু আইন ২০১৩; শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে সমন্বিত নীতি, ২০১৩; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে ও বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভিজিডি, মাতৃত্বকাল ভাতা, ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা প্রদানের মাধ্যমে নারী ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করছে। এ অধিদপ্তর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থান ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে কাজ করে যাচ্ছে। কর্মজীবী নারীদের জন্য কর্মজীবী হোস্টেল ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। জনগণের কাছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্বলিত তথ্যাদির অবাধ তথ্য প্রবাহ সহজলভ্য করা এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ জেলা উপজেলায় তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বহুমাত্রিক কার্যক্রম সম্বলিত এই প্রতিবেদন নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সরকারের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা সর্ম্পকে অবহিত করতে সক্ষম হবে। আশাকরি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন নারী উন্নয়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাফল্যের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচিত হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি

বাণী

মোঃ সায়েদুল ইসলাম
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও অগ্রগতি সম্যক ধারনা পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতি বছররে মতো এবারও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জাতীয় উন্নয়নের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলো নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিতকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সুষম উন্নয়ন। বাংলাদেশ সংবিধানে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আর এই বিষয়টি বাস্তবে রূপ দিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ (আইজিএ) প্রকল্প, কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, মা ও শিশুর পুষ্টি এবং শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়তা করার জন্য মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি, মাতৃত্বকালীন ভাতা, ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি ইত্যাদি চলমান রয়েছে। এ ছাড়া কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য আছে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল। কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের নিরাপত্তা ও দিবাকালীন সেবা প্রদানের জন্য রয়েছে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র। দুঃস্থ মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভিজিডি কর্মসূচি অব্যাহত আছে। জীবন সংগ্রামে সফল নারীদের জন্য জেলা-উপজেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে দেয়া হচ্ছে জয়িতা সম্মাননা। অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নারীদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য যুগোপযোগী বিভিন্ন ট্রেডে যেমন - কম্পিউটার ও মোবাইল সাভিসিং, হাউজ কিপিং ও কেয়ার গিভিং, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ড্রেস মেকিং, মাসরুম চাষ, বিউটিফিকেশন, ফ্যাশন ডিজাইনিং, ইলেকট্রনিক অ্যাসেম্বলিং এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। একই সাথে বাল্য বিয়ে, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম। সদর কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলায় জনগণের কাছে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি যতদূর সম্ভব উন্মুক্ত ও তথ্য প্রাপ্তিতে উৎসাহিত করার লক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বহুমাত্রিক কার্যক্রম সম্বলিত এই প্রতিবেদন নারী উন্নয়নে সরকারের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা সর্ম্পকে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে সক্ষম হবে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন নারীর ক্ষমতায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মোঃ সায়েদুল ইসলাম)

মুখবন্ধ

রাম চন্দ্র দাস
মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের অনগ্রসর নারী সমাজের কল্যাণে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম সমূহের প্রধান বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। শিশুদের কল্যাণে অনেক কর্মসূচির বাস্তবায়নও এ অধিদপ্তরের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। নারীর ক্ষমতায়নে দেশের পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান এ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই দেশের নারীদের, বিশেষ প্রান্তিক জনপদের অনগ্রসর নারীদের কল্যাণে নিরলস কাজ করে চলেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী তথা নারীদের মেধা ও কর্মদক্ষতাকে উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্ত করতে না পারলে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ দর্শনকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নারী-পুরুষ সমতার ধারাটি যুক্ত করেন। সেই থেকে এদেশের নারী-উন্নয়নের যাত্রা শুরু। সাম্প্রতিক সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নারীবান্ধব নীতি ও অগণিত কল্যাণধর্মী কার্যক্রমের ফলে সে অগ্রযাত্রা বেগবান হয়েছে বহুগুনে, বিকশিত হয়েছে বহু মাত্রায়। তারই ফলশ্রুতিতে সমকালীন বিশ্বে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে নারী উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূষিত হয়েছেন বহু নন্দিত অভিধায়।

নারী-উন্নয়ন ও শিশুদের কল্যাণে সরকারের সাফল্যের গর্বিত অংশীদার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপকরতঃ জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রণীত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে এ অধিদপ্তর। সরকারের সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় পরিচালিত 'দুঃস্থ মহিলাদের খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভিজিডি কার্যক্রম', দরিদ্র মাতার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি প্রভৃতি বাস্তবায়ন হচ্ছে এ অধিদপ্তরের মাধ্যমেই।

গ্রামীণ জনপদের দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ও স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রেও এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অসামান্য। নারীর উন্নয়নে গড়ে ওঠা স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠন সমূহের নিবন্ধন, নির্বাচিত সমিতি সমূহের অনুকূলে অনুদান প্রদান, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, পণ্য উৎপাদনে সহযোগিতা প্রদান, উৎপাদিত পণ্য বিপনণের জন্য বাজার-সংযোগ স্থাপন করা-প্রভৃতি বিষয়ে নিষ্ঠার সাথে করে চলেছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

এ অধিদপ্তরের অধীনেই মহিলা হোস্টেলসমূহের মাধ্যমে কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ আবাসন সুবিধা দেয়া, দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মজীবি মায়েদের শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদান প্রভৃতিও পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইনী সহায়তা প্রদান, উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক কার্যক্রমের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিচালনার মাধ্যমে নারীবান্ধব আগামী প্রজন্ম গড়ে তোলা- ইত্যাদিও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের অংশ।

এ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা 'জয়িতা'দের নির্বাচন ও সম্মাননা প্রদান অধিদপ্তরের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' 'বেগম রোকেয়া দিবস'পালন করা হয় এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে। অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সামগ্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক নারীর ভাগ্য পরিবর্তন যেমন হয়ে চলেছে, তেমনই উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে তাদের বিপুল উপস্থিতি দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এনেছে দৃশ্যমান ইতিবাচক পরিবর্তন।

প্রতিষ্ঠানটির বিপুল কার্যক্রম, সেবা প্রদান পদ্ধতি, সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ যাবতীয় তথ্যাবলী সম্পর্কে সর্বসাধারণের জানার অধিকার রয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬(৩) ধারা মোতাবেক তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করা হয়েছে, নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হচ্ছে। উপজেলা, জেলা ও সদর কার্যালয়সহ প্রতিটি স্তরের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্ত করে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের উন্নয়ন এবং রাজস্ব কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা জনগণের তথ্যচাহিদা পূরণে সহায়ক হবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সম্মানিত সহকর্মীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(রাম চন্দ্র দাস)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর পটভূমি, প্রতিষ্ঠা, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য	

ছয়টি গুচ্ছে পরিচালিত মহিলা বিষয়ক অধিপ্তরের কার্যক্রম/কর্মসূচি সমূহ

১) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

১.১ ভিজিডি কর্মসূচি.....

১.২ কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল.....

১.৪ জয়িতা অন্বেশনে বাংলাদেশ কার্যক্রম.....

১.৫ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র, অঙ্গনা .....

১.৬ স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও অনুদান বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য .....

১.৭ দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা .....

১.৮ মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচী .....

১.৯ সেলাই মেশিন বিতরণ .....

২) সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

২.১ জেন্ডার সংবেদনশীল ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম .....

২.৩ বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন .....

৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান

৩.১ জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী.....

৪) দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

৪.১ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ তহবিল.....

৪.২ চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র.....

৫) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম

৫.১ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল.....

৫.২ মহিলা সহায়তা কর্মসূচি.....

৫.৩ মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর.....

৬) প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান

৬.১ কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল কর্মসূচি.....

৬.২ কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র.....

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও অন্যান্য কার্যক্রম

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং

৩। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তথ্য.....

৪। সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (রাজস্ব), পেনশন.....

৫। অডিট.....

৬। বিভাগীয় মামলা., মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় সম্প্রসারণ, সম্প্রসারিত জনবল .....

তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত (তথ্য ও যোগাযোগ)

৭। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনসহ এতদ্‌সংক্রান্ত ফরম.....

৮। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা.....

৯। ই-সার্ভিস.....

সেবা তথ্যের জন্য যোগাযোগ

১০। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর .....

১১। আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী এবং ফোন নম্বর .....

১২। কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল এর কর্মকর্তাদের নাম, পদবী এবং ফোন নম্বর .....

১৩। ৬৪ জেলার উপপরিচালকগণের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর .....

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদত্ত ও ডাউনলোড/ প্রিন্টযোগ্য তথ্যের তালিকা .....

ওয়েব সাইট ঃ www.dwa.gov.bd

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর পটভূমি

জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সুষম উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এ উপলব্ধি থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ নারী সমাজের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সনে জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। যা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আজ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

প্রতিষ্ঠা

১৯৭২	➲ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করা হয়।
১৯৭৪	➲ নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে উন্নীতকরণ করা হয়।
১৯৮৪	➲ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন, মহিলা বিষয়ক কোষ এবং জাতীয় মহিলা উন্নয়ন একাডেমীকে একীভূত করে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠন করা হয়।
১৯৯০	➲ মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।

রূপকল্প (Vision)

জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতায়নসহ উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম/কর্মসূচি

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতা মূলক কার্যক্রম

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান

দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা
বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক
অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা
বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক
অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

ভিজিডি কর্মসূচি

ভূমিকাঃ

ভিজিডি কর্মসূচি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশের গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাস্তবায়িত একটি অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, যা সম্পূর্ণরূপে আর্থ-সামাজিকভাবে দুঃস্থ পরিবার বিশেষত: মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। অতি দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন স্থায়ীত্বের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় প্রতি ২(দুই) বছর মেয়দী ভিজিডি চক্রে সারাদেশ ব্যাপী ১০,৪০,০০০ (দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) জন দুঃস্থ মহিলা মাসিক ৩০ কেজির বস্তাজাত খাদ্য (চাল) সাহায্যের পাশাপাশি উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে জীবনদক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ এবং আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। তাছাড়া, উপকারভোগীগণ সঞ্চয় ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রতি মাসে ২০০/- টাকা সঞ্চয় জমা করে থাকে, যা ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রারম্ভিক মূলধন গঠন হিসেবে কাজ করে। ২০০১-২০০৮ পর্যন্ত জিওবি ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির যৌথ সহযোগিতায় ভিজিডি উপকারভোগীদের খাদ্য ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০০৯-২০১০ চক্র হতে ভিজিডি কার্যক্রম এককভাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বর্তমানে ৬৪ টি জেলার ৪৯ ২টি উপজেলার ৪৫৭২ টি ইউনিয়নে পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

লক্ষ্যঃ বাংলাদেশের দারিদ্র পীড়িত এবং দুঃস্থ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন করা, যাতে তারা বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং নিম্ন সামাজিক মর্যাদার অবস্থানকে সফলভাবে অতিক্রম করে চরম দারিদ্র স্তরের উপরের অবস্থানে/স্তরে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

উদ্দেশ্য: গ্রামীণ দু:স্থ পরিবারসমূহের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা পূরণে সহায়তা করা এবং বিপণনযোগ্য দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা, সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগের প্রারম্ভিক মূলধন সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করা, ঋণ প্রাপ্তিতে সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি গুলোতে অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ভিজিডি কর্মসূচির বাস্তবায়িত উল্লখেযোগ্য কার্যক্রমঃ

বাজেট বরাদ্দঃ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে খাদ্য বরাদ্দ, পরিবহণ ব্যয়, ব্যবস্থাপনা ব্যয়, আপ্যায়ন ব্যয়, অন্যান্য ব্যয় এবং উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ ভিজিডি খাতে মোট ১৮৪০০৫.২৯ (এক হাজার আটশত চল্লিশ কোটি পাঁচ লক্ষ উনত্রিশ হাজার) লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং সর্বমোট ব্যয় ১৮৩৯২৯.২৫ (এক হাজার আটশত উনচল্লিশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) লক্ষ টাকা।

খাদ্য সহায়তাঃ ২০১৯-২০২০ ভিজিডি চক্রের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০,৪০,০০০ (দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) জন ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাকে মাসিক ৩০ কেজি হারে ৩,৭৪,৪০০ মেঃটন চাল বিতরন করা হয়েছে এবং নির্বাচিত ৪৫৬টি এনজিও'র মাধ্যমে আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ভিজিডি কর্মসূচির কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সভা

ভিজিডি অবহিতকরণ সভা

ভিজিডি কার্ডধারী উপকারভোগী মহিলা

৩০ কেজির বস্তায় ভিজিডি খাদ্য বিতরণ।

ক্ষেতলালে ২০১৯-২০২০ চক্রের ভিজিডি সদস্যদের নিয়ে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করণের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন, নির্বাহী অফিসার এ,এফ, এম আবু সুফিয়ান। ছবি- প্রতিনিধি

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণঃ

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের ০৯টি মডিউলের মাধ্যমে জীবন দক্ষতা ও জীবিকা নির্বাহভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে উপকারভোগীদেরকে একদিকে যেমন সামাজিকভাবে সচেতন করা হচ্ছে, অন্যদিকে এই নারীদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

ক) জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণঃ আয় রোজগারের জন্য যেমন দক্ষতা লাগে, তেমনি জীবন ও পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য নানাবিধ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়; যাকে জীবন দক্ষতা বলে অভিহিত করা হয়। উপকারভোগী মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্বাচিত ও চুক্তিবদ্ধ এনজিও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নির্বাচিত প্রত্যেক ভিজিডি উপকারভোগী মহিলা (১০০%) ২ (দুই) বৎসর মেয়াদী ভিজিডি চক্রে ৪৬ ঘন্টার (১৩ দিন) আনুষ্ঠানিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ১৭.৩০ ঘন্টার (৭দিন) রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন করা। মৌলিক প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সচেতন করা হয়, যা দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ পরিবর্তন ও প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ ১) ভিজিডি কর্মসূচি, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ৩) মা ও শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি ৪) নারীর ক্ষমতায়ন ৫) এইচআইভি/এইডস এবং মাদক ও তামাকজাত দ্রব্যের প্রভাব।

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

খ) আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ: আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য চুক্তিবদ্ধ এনজিও'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। নির্বাচিত প্রত্যেক ভিজিডি উপকারভোগী মহিলা (১০০%) প্রথমে কমপক্ষে ৪২ ঘন্টার আনুষ্ঠানিক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ফলোআপ হিসেবে ২১ ঘন্টার রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। এতদ্ব্যতীত ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনাসহ নির্দিষ্ট আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের উপর ধারণা পেয়ে থাকে এবং নিজস্ব দক্ষতা/চাহিদার ভিত্তিতে একটি ব্যবসা পরিকল্পনা করে থাকে। প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ ১) উদ্যোক্তা উন্নয়ন ২) দেশী মুরগী ও হাঁস পালন ৩) বাড়ীর পাশে সবজী চাষ ৪) গরু ও ছাগল পালন।

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

সঞ্চয়ঃ ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাগণ সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় মাসে ২০০/- টাকা হারে তাদের নিজস্ব একাউন্টে সঞ্চয় জমা রাখে, যা ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনায় প্রারম্ভিক মূলধন হিসেবে কাজ করে।

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় রাইস ফর্টিফিকেশন কার্যক্রমঃ

বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির কারিগরী সহযোগিতায় সর্বপ্রথম কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলায় পাইলট কার্যক্রম হিসেবে ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের অনুকূলে রাইস ফর্টিফিকেশন কার্যক্রম শুরু হয়, যা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে সারাদেশে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭০টি ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহযোগিতায় ১৯টিসহ সর্বমোট ১৮৯টি উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের পুষ্টির অভাব দূর করার জন্য পাইলট কার্যক্রম হিসেবে বর্তমানে সাধারণ চালের সাথে ০৬টি মাইক্রো নিউট্রেন্ট (ভিটামিন এ, বি১, বি১২, আয়রন, ফলিক এসিড, জিংক) মিশ্রণপূর্বক পুষ্টিচাল প্রস্তুত করে (ফর্টিফাইড রাইস) বিতরণ করা হচ্ছে। রাইস ফর্টিফিকেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিজিডি কার্ডধারী মহিলার পরিবারসমূহের সদস্যবৃন্দ তথা মহিলা, শিশু ও বয়স্কদের অভাবজনিত অপুষ্টির উপাদানের পরিমাণ কমে আসবে।

কর্মসূচির নাম: দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি)
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের ব্যয় বিবরণী:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কোড নং	খাত/উপখাতের নাম	২০২০-২০২১ মোট বরাদ্দ	২০২০-২০২১ ছাড়কৃত বরাদ্দ	২০২০-২০২১ মোট ব্যয়	২০২০-২০২১ উদ্বৃত্ত/ অতিরিক্ত	মন্তব্য
১	৩৭২২১০১	ত্রাণ কার্য (চাল)	১৭৪৯১৯.৪৩	১৭৪৯১৯.৪৩	১৭৪৯১৯.৪৩	০.০০	অর্থ বছর শেষে খাদ্যের প্রকৃত মূল্য এবং পুষ্টি চাল কার্যক্রমে কার্ণেল ও মিশ্রণ ব্যয় নিরূপনপূর্বক ব্যয়ের প্রকৃত হিসাব প্রদান করার জন্য মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে খাদ্যের প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব প্রেরণ করা হবে। ব্যয়ের হার ৯৯.৯৬%।
২	৩২২১১০৬	পরিবহন	২৮৯৫.০৪	২৮৯৫.০৩	২৮৯৫.০৩	০.০১	
৩	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৩০৫০.৩৩	২৯৯১.৪০	২৯৯১.৪০	৫৮.৯৩	
৪	৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা	২৯৯১.৬৯	২৯৯১.৬৯	২৯৯১.৬৯	০.০০	
৫	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল, এন্ড লুব্রিকেন্ট	৮.০০	৭.৭৬	৭.৭৬	০.২৪	
৬	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন	৩.৩০	১.৬৪	১.৬৪	১.৬৬	
৭	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	১২৫.০০	১১৬.৮৩	১১৬.৮৩	৮.১৭	
৮	৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	৫.০০	১.৭৫	১.৭৫	৩.২৫	
৯	৩২৫৮১০১	মোটরযান	৪.০০	২.৪০	২.৪০	১.৬০	
১০	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৩.৫০	১.৩২	১.৩২	২.১৮	
		সর্বমোট =	**১৮৪০০৫.২৯**	**১৮৩৯২৯.২৫**	**১৮৩৯২৯.২৫**	৭৬.০৪	
		কথায়=	এক হাজার আটশত চল্লিশ কোটি পাঁচ লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা	এক হাজার আটশত উনচল্লিশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার	এক হাজার আটশত উনচল্লিশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার	ছিয়াত্তর লক্ষ চার হাজার	

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি

ভূমিকা:

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নারী ও শিশু। তাই নারীর উন্নয়ন ও শিশুর সঠিক পুষ্টি নিয়ে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন এবং একটি সুস্থ সবল প্রজন্ম গঠনের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর রাজস্ব খাতের অর্থায়নে শহর অঞ্চলে 'কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছর হতে শুরু হওয়া কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মা'দেরকে সরকার নির্ধারিত হারে ভাতা প্রদানের পাশাপাশি শিশুর সঠিক পরিচর্যায় মা'দের ভূমিকা, শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টিমান ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যা সরকারের সামাজিক নিরাপত্তামূলক বেষ্টনী (Social Safety-net) কার্যক্রমের অন্যতম কর্মসূচি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (SDG)অর্জন;
- মা ও শিশুর মৃত্যু হার হ্রাস;
- মা ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ;
- সুস্থ ও সবল প্রজন্ম গঠন;
- দারিদ্রতা নিরসন;
- জীবনমান উন্নয়ন।

কর্মসূচি এলাকা :

- বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রামে অবস্থিত বিজিএমইএ এর ৩৯১টি এবং বিকেএমইএ এর ১১৯টি সর্বমোট (৩৯১+১১৯)=৫১০টি পোশাক কারখানায় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৩৩৯টি সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভায় কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা :

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- এ কর্মসূচিটি পরিচালনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪টি কমিটি রয়েছে। যথা: (১) স্টিয়ারিং কমিটি, (২) বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি (৩) উপজেলা কমিটি (৪) জেলা কমিটি ।
- জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ এই কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করে থাকেন।

কর্মসূচি'র বাজেট:

- কর্মসূচি'র চলতি বছরের মোট বাজেট : ২৭৬,৬৫,০০,০০০ (দুইশত ছিয়াত্তর কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ) টাকা।
- উপকাভোগীর ভাতা বাবদ বরাদ্দ: ২৬৪,০৪,০০,০০০ (দুইশত চৌষট্টি কোটি চার লক্ষ) টাকা।
- প্রশিক্ষণবাবদ বরাদ্দ ১০,৩৮,৫০,০০০ (দশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

উপকারভোগীর সংখ্যা ও ভাতা প্রদান পদ্ধতি :

- বর্তমানে কর্মসূচির মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২,৭৭,১২৫ জন।
- জনপ্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ ৮০০ (আটশত) টাকা ।
- একজন উপকারভোগী একাধারে ৩ (তিন) বছর ভাতা পাচ্ছেন।
- কর্মসূচি'র উপকারভোগীদের ডাটাবেজ করার জন্য একটি MIS প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত MIS ব্যবহার করে গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছর হতে G2P পদ্ধতিতে উপকারভোগীদের নিজ পছন্দের অনলাইন ব্যাংক হিসাব/ মোবাইল ও এজেন্ট ব্যাংক হিসাবে EFT এর মাধ্যমে ভাতার অর্থ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ :

- দারিদ্র নিরসন, মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা প্রদান, গর্ভাবস্থায় এবং প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবা বৃদ্ধি, শিশুর সঠিক পরিচর্যা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, শিশুর অটিজম ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মা'দের জ্ঞান প্রদান, বাল্য বিবাহ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ইপিআই ও পরিবার পরিকল্পনা, শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি এবং জীবন মান উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উপকারভোগীদের ভাতা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী :

		বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম অগ্রগতি/পরিকল্পনা/				
অর্থ বছর	উপকার ভোগীর কার্ডের বরাদ্দ	মাথাপিছু হার (মাসিক)	ভাতা প্রদানের চক্র	উপকারভোগীর ভাতা বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দ (১বছরে)	উপকারভোগীর ভাতার অর্থ বিতরণ (১বছরে)	সর্বশেষ অগ্রগতি
২০০৯-১০	-	-		-	-	এ অর্থবছরে কর্মসূচিটি চালু করা হয় নাই।
২০১০-১১	৬৭৫০০	৩৫০-/	২বছর	২৮,৩৫,০০,০০০	২৮,৩৫,০০,০০০	এ অর্থবছরে কর্মসূচিটি শুরু করা হয়েছে।
২০১১-১২	৭৭৬০০	৩৫০-/	২বছর	৩২,৫৯,২০,০০০	৩২,৫৯,২০,০০০	কার্ড সংখ্যা ১০১০০ বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
২০১২-১৩	৭৭৬২৫	৩৫০-/	২বছর	৩২,৬০,২৫,০০০	৩২,৬০,২৫,০০০	কার্ড সংখ্যা ২৫ বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
২০১৩-১৪	৮৫৮০২	৪০০-/	২বছর	৪১,১৮,৪৯,০০০	৪১,১৮,৪৯,০০০	কার্ড সংখ্যা ৮১৭৭ জন বৃদ্ধি করা হয়েছে
২০১৪-১৫	১০০০০০	৫০০-/	২বছর	৬০,০০,০০,০০০	৬০,০০,০০,০০০	কার্ড সংখ্যা ১৪১৯৮ জন বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
২০১৫-১৬	১২০০০০	৫০০-/	২বছর	৭২,০০,০০,০০০	৭২,০০,০০,০০০	কার্ড সংখ্যা ২০০০০ জন বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
২০১৬-১৭	১৮০৩০০	৫০০-/	২বছর	১০৮,১৮,০০,০০০	১০৮,১৮,০০,০০০	২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬০৩০০ জন উপকারভোগী বৃদ্ধি করা হয়েছে
২০১৭-১৮	২০০০০০	৫০০-/	২বছর	১২০,০০,০০,০০০	১২০,০০,০০,০০০	২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৯৭০০ জন উপকারভোগী বৃদ্ধি করা হয়েছে
২০১৮-১৯	২৫০০০০	৮০০-/	৩বছর	২৪০,০০,০০,০০০	২৪০,০০,০০,০০০	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫০০০০ জন উপকারভোগী বৃদ্ধি করা হয়েছে
২০১৯-২০	২৭৫০০০	৮০০-/	৩বছর	২৬৪,০০,০০,০০০	২৬৪,০০,০০,০০০	২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫০০০ জন উপকারভোগী বৃদ্ধি করা হয়েছে
২০২০-২১	২৭৫০০০	৮০০-/	৩বছর	২৬৪,০০,০০,০০০	২৬৪,০০,০০,০০০	জিটুপি পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

শুরু হতে এ পর্যন্ত মোট ৭,৫৮,৪০২ জন উপকারভোগীকে ভাতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

রাজবাড়ী জেলার সদরস্থ পৌর সভায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপকারভোগীদের অনলাইনে ভাতা পরিশোধের জন্য মোবাইল ব্যাংক হিসাব খোলা হচ্ছে।

ল্যাকটেটিং মাদার কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমস্যা, সমাধান ও নতুন কৌশল উদ্ভাবন সম্পর্কিত বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মশালার তথ্য চিত্র।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান এবং কর্মজীবী ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান কর্মসূচিকে একত্রিত করে NSSS (National Social Security Strategy) এর নির্দেশনা অনুযায়ী মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছর হতে ৭টি বিভাগের ৭টি উপজেলা এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিজিএমইএ এর নির্দিষ্ট ৩টি এবং বিকেএমই এর নির্দিষ্ট ৩টি কারখানায় মাতৃত্বকাল ও ল্যাকটেটিং কর্মসূচির উন্নত সংস্করণ (Improvement Maternity & Lactating Mother Allowance-IMLMA) নির্দেশিকা অনুযায়ী মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আরও ১৮টি উপজেলাসহ মোট ২৫টি জেলা/উপজেলায় এবং চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে আরও ৪১টি জেলা/উপজেলাসহ ৬৬টি জেলা/উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলা/উপজেলায় মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতি মাসে উপকারভোগীদের নিকট হতে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, উপকারভোগী নির্বাচন এবং ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (World Food Programme) এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ

১। কার্যক্রমের নাম : "জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ" শীর্ষক কার্যক্রম।

২। কার্য এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

৩। বাস্তবায়নকাল : রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর ২৫ নভেম্বর হতে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ এবং বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

৪। অর্থ-বছর : ২০২০-২১

৫। আর্থিক উৎস:

ক্রমিক নং	মোট টাকা (লক্ষ টাকায়)	জিওবি (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকায়)	দাতা সংস্থার নাম	মন্তব্য
১.	১৪০.০০ (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ)	১৪০.০০ (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ)	-	-	-

৬। কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জয়িতাদের চিহ্নিত করে তাদের যথাযথ সম্মান, স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে সমাজের আপামর নারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের জয়িতা হতে অনুপ্রাণীত করা;
- নারীর অগ্রযাত্রায় সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে জয়িতাদের অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম করা, ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা;
- আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবসের মূল চেতনার সাথে সংগতি রেখে গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠে দিবসগুলো যথাযথ ভাবে উদযাপন করা।

নীতিমালার আলোকে ৫টি ক্যাটাগরি:

১. অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী;
২. শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী;
৩. সফল জননী নারী;
৪. নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যোম জীবন শুরু করেছেন যে নারী; এবং
৫. সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী।

বাস্তবায়ণ কৌশল :

- প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদ স্ব স্ব ইউনিয়নে এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ স্ব স্ব ওয়ার্ডে ব্যাপক প্রচার ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে আবেদনপত্র আহবান করবে। প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাইপূর্বক প্রতিটি ক্যাটাগরীতে ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ একজন করে নির্বাচিত মহিলার প্রস্তাব সত্যায়িত ছবি ও জীবনবৃত্তান্তসহ উপজেলায় প্রেরণ।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা পর্যায়ের একটি কমিটি ইউনিয়ন পর্যায় এবং ওয়ার্ড পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলোর সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে একজন করে শ্রেষ্ঠ মহিলার প্রস্তাব জীবনবৃত্তান্ত এবং প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।

- জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে গঠিত একটি কমিটি সকল উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রত্যেক ক্যাটাগরীর প্রস্তাবগুলোর সত্যতা যাচাই করে জেলার শ্রেষ্ঠ একজনের (প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে) প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবে।

- বিভাগীয় পর্যায়ে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচনের জন্য বিচারকমন্ডলী বিভাগীয় কমিটি হতে প্রাপ্ত ১০ জন জয়িতার তালিকা হতে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকের সামনে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচন করবেন এবং তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হবে।

৭। <u>২০১৯-২০ অর্থ-বছরে অগ্রগতি:</u>

৮ টি বিভাগের ৬৪ টি জেলা হতে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৬৯৭৫ জনের আবেদন পাওয়া যায়। পরবর্তীতে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ২০৯৫ জন, জেলা পর্যায়ে ৩২০ জন এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ৪০ জন জয়িতা নির্বাচন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ৪০ জন জয়িতার মধ্য হতে ৫ ক্যাটাগরীতে ৫ জন জয়িতাকে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন করা হয়।

<u>২০২০-২১ অর্থ-বছরে অগ্রগতি:</u>

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে জয়িতা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন।

২০১৯-২০ অর্থবছরের বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ৪০ জন জয়িতার মধ্য হতে জাতীয় পর্যায়ে ৫ ক্যাটাগরিতে ৫ জন নির্বাচিত জয়িতাকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১ এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার (৮ মার্চ, ২০২১) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তন প্রান্তে যুক্ত হয়ে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১" উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা শ্রেষ্ঠ পাঁচ জয়িতাদের হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন -ফোকাস বাংলা নিউজ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার (৮ মার্চ, ২০২১) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তন প্রান্তে যুক্ত হয়ে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১" উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা শ্রেষ্ঠ পাঁচ জয়িতাদের হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন -ফোকাস বাংলা নিউজ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার (৮ মার্চ, ২০২১) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তন প্রাঙ্গণে যুক্ত হয়ে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১" উপলক্ষ্যে দেশের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি মেধা পাঁচ জয়িতাদের হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন। পরে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি পদক প্রাপ্তদের সঙ্গে গ্রুপ ছবিতে অংশগ্রহণ করেন -ফোকাস বাংলা নিউজ

বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র 'অঙ্গনা'

ভূমিকা :

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের টেকসই সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে নারী উন্নয়ন। বর্তমান সরকার "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী নারী উদ্যোক্তাদের সুযোগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত করছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তথা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিসমূহের/ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পন্য সামগ্রী বাজারজাতকরণ ও বিক্রয়ের সহায়তা করার মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র "অঙ্গনা" প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উৎপাদিত পন্য বাজারজাত ও বিক্রয়ের সহায়তা করার মাধ্যমে তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।
- অঙ্গনার মাধ্যমে সারা দেশব্যপী নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- অঙ্গনার মাধ্যমে নারীরা আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত হলে নারী ও পুরুষের বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও দেশের দারিদ্র বিমোচন হবে।

মালামাল সংগ্রহ:

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সকল জেলা/উপজেলা কার্যালয় এর প্রশিক্ষন প্রাপ্ত মহিলাদের তৈরীকৃত মানসম্মত যুগোপযোগী দ্রব্যাদি।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধিত মহিলা সমিতির সদস্যদের তৈরীকৃত মানসম্মত দ্রব্যাদি।
- মহিলা উদ্যোক্তাদের স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরীকৃত মানসম্মত দ্রব্যাদি।

মূল্য নির্ধারন ও বিক্রয়:

যাচাই বাছাই কমিটিকর্তৃক যে সব দ্রব্যাদি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয় শুধুমাত্র সেই সব দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের সাথে ৫% মুনাফা যোগ করে দ্রব্যাদির বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

- মালামাল পাকা রশিদের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়।
- মালামাল একদরে বিক্রয় করা হয়, বিক্রিত মাল ফেরৎ নেয়া হয় না।
- অঙ্গনার বিক্রয়বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নির্দিষ্ট নিয়মে ব্যংকের হিসাবদ্বয়ে জমা দেয়া হয়।

বিল পরিশোধ:

অঙ্গনার মাধ্যমে বিক্রয়কৃত মালামালের বিল অঙ্গনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং সহকারী পরিচালক (মার্কেটিং) এর যৌথ স্বাক্ষরে অঙ্গনার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাব হতে A/C Payee চেকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সমিতি/ব্যক্তিকে পরিশোধ করা হয়। মুনাফার অর্থ প্রতি অর্থবছর শেষে সরকারী কোষাগার বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেয়া হয়।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অঙ্গনার আর্থিক অবস্থা

- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অঙ্গনার মাধ্যমে মহিলা উদ্যোক্তাদের সরবরাহকৃত ৬,৪৫,১২৫/- (ছয় লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার একশত পঁচিশ) টাকার মালামাল বিক্রয় করা হয়েছে ।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অঙ্গনার মাধ্যমে বিক্রয়কৃত অর্থের ৫% মুনাফা ৩১,৭৬৬/০১ (একত্রিশ হাজার সাতশত ছেষট্টি টাকা এক পয়সা) টাকা অর্থবছর শেষে চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অঙ্গনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সরবরাহকৃত মালামালের বিল বাবদ ৮,৫১,৬৫৫/-(আট লক্ষ একান্ন হাজার ছয়শত পঞ্চান্ন) টাকার চেক উদ্যোক্তাদের বিতরণ করা হয়েছে।

অঙ্গনার সাফল্য:

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র অঙ্গনার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাগণ তাদের তৈরিকৃত মালামাল সরবরাহ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে। অঙ্গনার মাধ্যমে প্রতিবছর নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবেই অঙ্গনা সরাসরি নারী উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে ও সরকারের বার্ষিক আয়ে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও অনুদান বিতরণ

জাতীয় পর্যায়ে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভূমিকা অপরিসীম। নারী উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে সরকারের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৬৪টি জেলা এবং ৪৩০ টি উপজেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম/ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । তন্মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ের মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনকল্পে এবং তাদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন করা হয়।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিগুলোকে অনুদান প্রদান কার্যক্রম পশ্চাদপদ নারী সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সাল থেকে অনুদান বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে দরিদ্র নারীদের কল্যাণে অবদান রাখছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত অনুদান প্রদান করা হয়েছে:

সাধারণ অনুদানঃ

শ্রেণির ধরণ	টাকার হার	সমিতির সংখ্যা	টাকা
ক শ্রেণিভুক্ত সমিতি	৪০,০০০/-	৯০০ টি (৯০০X৪০,০০০)	৩,৬০,০০,০০০/-
খ শ্রেণিভুক্ত সমিতি	৩০,০০০/-	১১০০ টি (১১০০X৩০,০০০)	৩,৩০,০০,০০০/-
গ শ্রেণিভুক্ত সমিতি	২৫,০০০/-	১৫১৭ টি (১৫১৭X২৫,০০০)	৩,৭৯,২৫,০০০/-
মোট =		৩৫১৭ টি সমিতি	১০,৬৯,২৫,০০০/-

বিশেষ অনুদানঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১২৮টি সমিতিকে ৫০,০০০/- টাকা হারে (১২৮X৫০,০০০/-)=৬৪,০০,০০০/-) চৌষট্টি লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

স্বেচ্ছাধীন অনুদানঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন অনুদান হিসাবে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

দরিদ্র মা র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান'কর্মসূচি

১.	কর্মসূচির নাম	:	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি
২.	বাস্তবায়ন কাল	:	জুলাই ২০০৭-হতে শুরু হয়ে চলমান রয়েছে।
৩.	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ভাতা ভোগীর সংখ্যা	:	৭,৭০,০০০ জন
৪.	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৭৫৩,৯৭,৩০,০০০/-(সাত শত তেপ্পান্ন কোটি সাতানব্বই লক্ষ ত্রিশ হাজার)
৫.	কর্ম এলাকা	:	৬৪ টি জেলা ও ৪৯২ টি উপজেলা।
৬.	কর্মসূচির উদ্দেশ্য	:	ক) দরিদ্র মা ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস
			খ) শিশুর ১০০০ দিনের পুষ্টি নিশ্চিত করা।
			গ) গর্ভাবস্থায় উন্নত পুষ্টি উপাদান গ্রহণের হার বৃদ্ধি।
			ঘ) প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবার হার বৃদ্ধি।
			ঙ)মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি।
			চ) ইপিআই ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার বৃদ্ধি
			ছ)জন্ম নিবন্ধন উৎসাহিত করা।
			জ) বিবাহ নিবন্ধন উদ্বুদ্ধকরণ।
৭.	কর্মসূচির কায়ক্রম	:	১। প্রতি ভাতাভোগী পছন্দ মত মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে মাসিক ৮০০/- টাকা হারে ৩ বছর ভাতা প্রদান। ২।ভাতাভোগীকে শিশু পরিচর্যা, স্বাস্থ্য, টিকা ও জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
৮.	নতুন উপকারভোগী নির্বাচনের অবশ্যকীয় শর্তাবলী	:	ক)কর্মসূচির বিদ্যমান নীতিমালা ও প্রেরিত নির্দেশনা অনুসরন করতে হবে; খ) উপকারভোগীর বয়স ২০ থেকে ৩৫ বছর; গ) প্রথম অথবা দ্বিতীয় গর্ভাবস্থা হতে হবে; ঘ) প্রত্যেক উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র আবশ্যিক; ঙ) প্রত্যেক উপকারভোগীর নিজ নিজ পছন্দের সক্রিয় অনলাইন ব্যাংক অথবা মোবাইল ব্যাংক (বিকাশ/রকেট/শিউরক্যাশ) হিসাবে হবে। চ) প্রত্যেক উপকারভোগীর নিজস্ব মোবাইল নম্বর থাকতে হবে;
৯.	G2P(Government to person) পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান	:	মাসিক ৮০০/-(আটশত টাকা) হারে উপকারভোগীকে তার পছন্দমত নিজস্ব অনলাইন ব্যাংক অথবা মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে G2P (Government to person)পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করা হয়।

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি

১.	কর্মসূচির নাম	:	মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, ২০১৫ নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যমান মাতৃত্বকাল ভাতা ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা ভাতা কর্মসূচির সমন্বিত এবং উন্নত সংস্করণ)
২.	বাস্তবায়ন কাল	:	জুলাই ২০১৮-হতে শুরু হয়ে চলমান রয়েছে।
৩.	কর্ম এলাকা	:	৮টি বিভাগের ৬৬টি উপজেলা এবং গাজীপুর জেলার বিজেএমইএ ও বিকেএমইএ এর আওতাধীন গার্মেন্টসসমূহ।
৪.	কর্মসূচির উদ্দেশ্যে	:	দরিদ্র গর্ভবতী মা ও স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মায়ের গর্ভকালীন যত্ন থেকে শুরু করে শিশুর জন্মের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ১০০০ দিনে শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে অবদান রাখা।
৫.	কর্মসূচির কার্যক্রম ও প্রশিক্ষনের বিষয়	:	১.প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে কর্মসূচির উদ্দেশ্য এবং অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চলবে। ২.গর্ভধারণ নিশ্চিত হওয়া মাত্র দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের পরিবারের মায়েদের অনলাইন ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিমাসে কর্মসূচিতে নিবন্ধিত হবেন। ৩.সুবিধাভোগী মা প্রতি মাসে তার পছন্দনীয় মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে ৮০০ (আটশত) টাকা আর্থিক সহায়তা ৩৬ মাস তার একাউন্টে পাবেন। ৪. এ সময় তারা ৪টি ANC সম্পন্ন করবেন। গর্ভকালীন সময়ের স্বাস্থ্যসেবা ও যত্ন পাবেন, টিকা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, মায়ের বুকের দুধ, পুষ্টি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতায় নিয়মিত অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। ৬. শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন করবেন এবং উদ্দিপনামূলক শৈশবকালীন যত্ন নিশ্চিত করবেন, বুকের দুধ, পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। ৭.গর্ভবতী মা ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য মা ও শিশুর পুষ্টি ও যত্ন সম্পর্কিত আচরণ পরিবর্তন আনয়নের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।
৬.	নতুন উপকারভোগী নির্বাচনের অবশ্যকীয় শর্তাবলী		ক)কর্মসূচির বিদ্যমান নীতিমালা ও প্রেরিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে; খ) উপকারভোগীর বয়স ২০ থেকে ৩৫ বছর; গ)প্রথম অথবা দ্বিতীয় গর্ভাবস্থা হতে হবে; ঘ)প্রত্যেক উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র আবশ্যিক; ঙ) প্রত্যেক উপকারভোগীর নিজ নিজ পছন্দের সক্রিয় অনলাইন ব্যাংক অথবা মোবাইল ব্যাংক (বিকাশ/রকেট/শিউরক্যাশ) হিসাবে হবে। চ)প্রত্যেক উপকারভোগীর নিজস্ব মোবাইল নম্বর থাকতে হবে;
৭.	G2P (Government to person) পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান		মাসিক ৮০০/-(আটশত টাকা) হারে উপকারভোগীকে তার পছন্দমত নিজস্ব অন-লাইন ব্যাংক অথবা মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে G2P (Government to person)পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করা হয়।

সেলাই মেশিন

নারীর আত্মকর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা উপজেলা কার্যালয়ে সেলাই প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষিত নারী এবং সেলাই কাজে দক্ষ দুঃস্থ ও অসহায় নারী সেলাই মেশিনের অভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাদের উৎপাদনের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অনুকূলে প্রতি অর্থ বছর নির্ধারিত খাতে প্রদত্ত থোক বরাদ্দ হতে সেলাই মেশিন ক্রয় করে মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ২৯,২১৮ টি পা-চালিত সেলাই মেশিন ক্রয় করা হয়েছে এবং তা বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া চলতি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩ (তিন) কোটি টাকার ৩,৩২৭ টি সেলাই মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। যা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দের জিও প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিতরণ করা হচ্ছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা সৃষ্টি

নারী অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নে সমাজে ব্যাপকভাবে আলোচিত বিভিন্ন ইস্যুর উপর ইতিবাচক মনোভাব ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা সৃষ্টি শাখার মাধ্যমে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, কর্মস্থলে যৌন হয়রানী রোধ, অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ এবং ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম বিষয়ক ও NCWCD প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে অত্র শাখা হতে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

১। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ : বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের ঘোষিত MDG এর ৮টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বাল্যবিবাহ ও পুষ্টির অভাব শতভাগ পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। ফলে ২০১৫-২০৩০ সালের জন্য ঘোষিত SDG5 এ উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টার সভাপতিত্বে বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত একটি কমিটি রয়েছে। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজের সাধারণ মানুষের মাঝে বিশেষ করে মহিলা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক ও মসজিদের ইমামদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, উঠান বৈঠক এবং অবহিতকরণ সভা, মানববন্ধন, আলোচনা সভা অনুষ্ঠান করা। এছাড়া অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে উক্ত বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- বাল্যবিবাহ পড়ানো হবে না মর্মে কাজী ও পুরোহিতদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নামা গ্রহণ, ভিডিও প্রদর্শনী, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।
- বাল্যবিবাহ রোধে মাঠ পর্যায় হতে মাসিক তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।
- জুলাই'২০ হতে জুন'২১ পর্যন্ত মোট ১৫৭৭ জন শিশু বাল্যবিবাহ হতে পরিত্রাণ পেয়েছে। উক্ত শিশুদের নাম ও ঠিকানা জেলা/ উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

২। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী রোধ:

- কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী রোধে মহামান্য আদালতের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট পিটিশন এর আলোকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে একটি Complaint কমিটি রয়েছে।
- অধিদপ্তরের নীচ তলায় একটি অভিযোগ বাক্স রাখা হয়েছে।
- সংরক্ষিত অভিযোগ বাক্সটির অবস্থান সম্পর্কে সকলকে জানানোর লক্ষ্যে ভবনের প্রতি তলায় ছোট নির্দেশক চিহ্ন সম্বলিত বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- অভিযোগকারী লিখিতভাবে অভিযোগ প্রদান করতে পারেন।
- Complaint কমিটির সভা প্রতি দুই মাস পর পর অনুষ্ঠিত হয়।
- ৬৪টি জেলার উপপরিচালকের কার্যালয়ে Complaint কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৩। অটিজম বিষয়ক :

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি বিষয়ক একটি সেল গঠন করা হয়েছে।

● মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভিজিডি কর্মসূচি, কিশোর-কিশোরী ক্লাব কর্মসূচির প্রশিক্ষণ মডিউলসহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উঠান বৈঠকে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

● মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত মনো সামাজিক কাউন্সিলিং প্রশিক্ষণ কর্মসুচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৩৭ জন জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

● অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি বিষয়ক জুলাই'২০ হতে জুন'২১ পর্যন্ত ৮০১৮টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ৪,২৪,১৯০ জন উপকারভোগীকে সচেতন করা হয় ।

● মাঠ পর্যায় হতে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি বিষয়ক তথ্য সন্নিবেশিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

৪। মানব পাচার প্রতিরোধ:

● মানব পাচার প্রতিরোধে জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ উপকারভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে আলোচনা সভা ও উঠান বৈঠক করেন। মানব পাচার প্রতিরোধে মাঠ পর্যায় হতে মাসিক তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

● মানব পাচার প্রতিরোধ সম্পর্কে জুলাই'২০ হতে জুন'২১ পর্যন্ত ১৬,৬৫০টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ৮,৬৩,৪৭০ জন উপকারভোগীকে সচেতন করা হয় ।

৫। জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) সংক্রান্তঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১১/০২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) এর সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বিস্তারিত) প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমাসে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী সভা আহ্বানের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ এবং ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম বিষয়ক:

● ''শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ" এবং ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরে বিগত ২১/০১/২০২১ তারিখে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে উপপরিচালক, পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা সৃষ্টি দায়িত্ব পালন করছেন।

● উক্ত কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির কর্মপরিধিতে উল্লেখ রয়েছে যে, কমিটি ডকুমেন্টরী ফিল্ম, পোষ্টার, লিফলেট, বিলবোর্ড, ফেষ্টুন, ব্রুশিয়ার ইত্যাদি কার্যক্রম প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ'২০২০ হতে ১৬ ডিসেম্বর'২০২১ পর্যন্ত সময়কে মুজিববর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে অত্র শাখা হতে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যা নিম্নরুপ-

● মুজিব বর্ষের লোগো ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান।
● মুজিব বর্ষ সম্বলিত কোটপিন তৈরী ও বিতরণ ।
● মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ের জন্য অভিন্ন খাম, কলম ও নোট প্যাড তৈরী ও বিতরণ ।
● অধিদপ্তরের প্রতি ফ্লোরে নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান, ছবি, উক্তি ও বাণী ডিসপ্লে।
● ভবনের নীচ তলায় একটি LED TV স্থাপন ।

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

নারী উন্নয়নে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে সামাজিক জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে নারী ইস্যুভিত্তিক ও গুরুত্বপুর্ণ বিষয়াদি তৃণমূল পর্যায়েও গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে এবং সদর কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মহিলা সহায়তা কর্মসূচী সমূহে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন করা হয়।

১৫ আগষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎ বার্ষিকী ২০২০

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎ বার্ষিকীতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর পরিবার, প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪ জেলা ও জেলাধীন উপজেলাগুলোর মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

১৫ আগস্ট সূযোর্দয়ের সাথে সাথে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

১৫ আগষ্ট সকাল ৭:৩০ থেকে কোরআনখানি, ১ মিনিট নিরবতা পালন, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কালো ব্যাজ ধারণ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মন্ত্রণালয়ের সাথে একত্রিত হয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়।।

কোভিড-১৯ এর কারণে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর সংস্থা একত্রিত হয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব বদরুন নেছা।

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস

‘‘জাতীয় কন্যা শিশু দিবস’’ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, মানব বন্ধন, র‍্যালী ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ভার্চুয়ালী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব পারভীন আখতার

এছাড়া ‘‘জাতীয় কন্যা শিশু দিবস’’ উপলক্ষে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়।

বেগম রোকেয়া দিবস

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নারী মুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ বেগম রোকেয়া দিবস ২০২০ উদযাপন করে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সকাল ১০:০০ টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে বেগম রোকেয়া পদক, ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি, উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা নারীর অগ্রযাত্রায় অবদানের জন্য ৫ (পাঁচ) জন বিশিষ্ট নারীকে 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০২০' সম্মাননা প্রদান করেন। আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস

''মহান বিজয় দিবস'' ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয় এবং প্রধান কার্যালয়ে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস (৫ তলা) হলরুমে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এছাড়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে জেলা এবং জেলাধীন উপজেলায় জাতীয় কর্মসূচির আলোকে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অনন্য দিন।

৮ মার্চ সকাল ১০:০ টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ০৫ (পাঁচ)জন জয়িতাকে জয়িতা সম্মাননা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা । সভাপতিত্ব করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Mia Seppo Country Representative, UN women.
স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মাননীয় সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সারা দেশব্যাপি দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার (৮ মার্চ, ২০২১) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তন প্রাঙ্গে যুক্ত হয়ে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১" উপদযাপনের লক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা শ্রেষ্ঠ পাঁচ জয়িতাদের হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন -ফোকাস বাংলা নিউজ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিতভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং অধিদপ্তর ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

এছাড়াও বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা এবং ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দিবসটি উদযাপন করা হয় ।

মহান স্বাধীনতা দিবস

‘‘২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’’ ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে জেলা এবং জেলাধীন উপজেলায় জাতীয় কর্মসূচির আলোকে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

মা দিবস

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে মা-দিবস উদযাপন স্থগিত রাখা হয়।

লাইব্রেরী

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জনসংযোগ শাখায় সংযুক্ত লাইব্রেরিতে সংগৃহীত বিভিন্ন আইন বিষয়ক (চাকুরী বিধিবিধান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন), প্রশিক্ষণ বিষয়ক, কম্পিউটার, জেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত বই পুস্তক মহিলা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান

জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ উন্নয়ন একাডেমী

জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সুবিশাল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে এবং কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নে নিয়োজিত প্রধান কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা কাযালয়, সকল চলমান কর্মসূচিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত মান এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। নারীর সার্বিক উন্নয়নে দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। সে বিবেচনায় তৃণমূল পর্যায়ে স্বল্প শিক্ষত, দুঃস্থ মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ০৭ টি জেলায় আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। যেখানে মহিলাদের আয়বর্ধক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

অনাবাসিক প্রশিক্ষণ :

১। **প্রধান কার্যালয় :** কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭১৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ : স্বল্প শিক্ষিত বেকার নারী কর্তৃক ফি প্রদানের মাধ্যমে ০৪(চার) মাস মেয়াদে দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারী, ব্লক-বাটিক এন্ড টাইডাই ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৪৩ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৭টি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং জেলাধীন উপজেলাসমূহের সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০২টি সেশনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : অত্র দপ্তরের ৯ম তলায় অবস্থিত সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত উন্নতমানের ল্যাব ০৪(চার) মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৬ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

২। **উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC)**

গ্রামীণ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC) একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। ৬৪ জেলার ১৩৬ টি উপজেলায় এ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩ মাস। উপজেলা পর্যায়ে ৩০ জন স্বল্প শিক্ষিত এবং দু:স্থ মহিলাদের দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।

আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :

দেশের সার্বিক উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ আজ দৃশ্যমান। নারীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন ০৭ টি জেলায় ০৭ টি আবাসিক এবং ০১ টি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের স্বল্প শিক্ষিত মহিলাদের কৃষি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ট্রেডে নিরাপদ আবাসন ও নারী বান্ধব পরিবেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের হোস্টেলে বিনা খরচে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।

১। শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী, জিরানী, গাজীপুর

নারীর দক্ষতা ও ক্ষমতায়নে এই প্রশিক্ষণ একাডেমী ১৯৯৮ সনে গাজীপুর জিরানীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ১৮-৩৫ বৎসর বয়সী মহিলাদের বিউটিফিকেশন, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইংমেশিন অপারেটর এন্ড মেইনটেনেন্স ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্ণিত ট্রেডসমূহে ৩মাসে (৪টি ব্যাচে) মোট ১৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের সময় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০ (নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়। সকল ট্রেড কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে এফিলিয়েটেড। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৪৮ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের এর যৌথ উদ্যোগে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৩ মাস এবং প্রত্যেক ব্যাচে ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

২। গ্রামীণ মহিলাদের কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরানী, গাজীপুর (অনাবাসিক)

কৃষি ক্ষেত্রেও নারী সমাজ পিছিয়ে নেই। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মহিলাদের সমন্বিত কৃষি ও মাছ চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ১৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯২ সনে যাত্রা শুরু করে। প্রতি ব্যাচে ১৫ জন করে ০৩ মাস মেয়াদে বছরে ০৪ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকলীন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক ১০০/-(একশত) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৩। মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভার, জিরাবো, ঢাকা

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীরা এখানে মাশরুম ও জৈব চাষাবাদ, পেষ্ট্রী এন্ড বেকারী প্রোডাক্ট, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, বেসিক কম্পিউটার এবং হর্টিকালচার এন্ড নার্সারী বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। পেষ্ট্রী এন্ড বেকারী প্রোডাক্ট ট্রেডটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে এফিলিয়েটেড। বর্ণিত ৫টি ট্রেড সমূহে ০৩ মাস ব্যাপি ০৪ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০ (নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১২০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। মহিলাদের কৃষি কাজে আরো বেশি উন্নত করার লক্ষ্যে সাভার জিরাবোতে বিগত ১৯৮৫ সনে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় এবং ১৯৯১ সনে প্রতিষ্ঠানটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়।

৪। বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিঘারকান্দা, ময়মনসিংহ

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের নামে ১৯৯৫ সালে দিঘারকান্দা, ময়মনসিংহ এ বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কেন্দ্রে হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং, বিউটিফিকেশন, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং (আবাসিক, অনাবাসিক) এবং কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন ট্রেডে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষ জনশক্তিরূপে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিউটিফিকেশন ট্রেডটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এর সাথে এফিলিয়েটেড। প্রতি ব্যাচে ০৪ টি ট্রেডে ১৫০ করে ০৩ মাস মেয়াদে বছরে ০৪ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং

প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০ (নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১৬২ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ।

৫। মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট

খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলাতে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি অবস্থিত। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কেন্দ্রে বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩ টি ট্রেডই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে এফিলিয়েটেড। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০ (নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৫৯ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন । প্রতি ব্যাচে ১০০ জন করে ০৩ মাস মেয়াদে বছরে ০৪ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৬। মহিলা হস্তশিল্প এবং কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর

দিনাজপুর অঞ্চলে স্বল্প শিক্ষিত এবং শিক্ষিত নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ২০০৪ সনে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০১২ সনে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়। এ কেন্দ্রে আধুনিক গার্মেন্টস, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং এবং বেসিক কম্পিউটার ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং ট্রেডটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে এফিলিয়েটেড। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০(নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়। বছরে ০৪ টি ব্যাচে ৬০ জন করে ০৩ মাস মেয়াদে ০৩ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১২০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ।

৭। মা-ফাতেমা (রাঃ) মহিলা প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কমপ্লেক্স সারিয়াকান্দি, বগুড়া

নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন কল্পে বগুড়া জেলাধীন সারিয়াকান্দি উপজেলায় মা-ফাতেমা (রাঃ) মহিলা প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কমপ্লেক্স ২০০০ সনে স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৬ সনে এটি রাজস্বখাতভুক্ত হয়। এ কেন্দ্রে কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক্স মটর সাইকেল সার্ভিস মেকানিক্স এবং ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০ (নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৫০ জন করে ০৩ মাস মেয়াদে বছরে ০৪ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।

৮। মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সপুরা, রাজশাহী

রাজশাহী জেলার সদর উপজেলার সপুরায় মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০১ সনে স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০০৮ এর জুলাই মাস হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তর হয়। এখানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগি প্রশিক্ষণ প্রাদন করা হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৫ দিন। ০৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। বছরে ১৪ ব্যাচে ৬০ জন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২১৩ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০৫ দিন মেয়াদে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩য় শ্রেণি কর্মচারীদের স্টাফ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩৪ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ।

স্মারণী

(জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১)

প্রশিক্ষণ/ উদ্যোগী সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আসন সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীরে সংখ্যা
জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	২৭০	-	৬৯ জন
	ই-ফাইলিং			৯৫ জন
	ই-ফাইলিং রিফ্রেসার্স			১৩৩ জন
	চাকরি বিধানাবলী প্রশিক্ষণ			৫০ জন
	পিপি এ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ			৬৮ জন
	শুদ্ধাচার ও কর্মপরিকল্পনা প্রশিক্ষণ			৪২ জন
	এপিএ (বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চুক্তি) প্রশিক্ষণ			৪২ জন
	অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ			৪৫জন
	গুড গভর্নেস প্রশিক্ষণ			২৫ জন
	উদ্যোক্ত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ			২৫ জন
	দূর্যোগ মোকাবেলা এবং ব্যস্থাপনা প্রশিক্ষণ			২৫ জন
	এস,ডি,জি প্রশিক্ষণ			৫০ জন
	শিষ্টাচার ও আচারণ বিধিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ			২৫ জন
	আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ			৪৬ জন
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ			০৪ জন
	Public Procurement Management প্রশিক্ষণ			০১ জন
	Leadership and Strategic Planing (11th batch প্রশিক্ষণ			০১ জন
	Capacity Building Training for the Officials of the Ministry of Commerce on the Trade policy and Regulatory Framework প্রশিক্ষণ			০১ জন
	Sampling Data Collection and Questionnaire Development including administrative data প্রশি:			০১ জন
	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং কর্মজীবী নারী যৌথভাবে জেন্ডার এন্ড উইমেন হিউম্যান রাইটস			০১ জন
	ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ			০১ জন
	Health Sector Response to Gender Based Violence (GBV)			১৬ জন
	দিপ্ত-এ ফাউন্ডেশন ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক আয়োজিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কর্মসূচি বিষয়ক ধারণা এবং কর্মকান্ড সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ			১০ জন
	নারী গৃহকর্মী সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ: আমাদের করণীয় প্রশিক্ষণ			০৪ জন
	Disaster Impact Assessment (DIA) এবং Digital Risk Information Platform (DRIP)			০১ জন
	Project Planing and Management (PPM)			০১ জন
	International Organizational for Migration (IOM) Bangladesh			০২ জন
	PPR 2008 and Public Procurement Management			০১ জন
			উপমোট=	৭৮৫ জন

প্রশিক্ষণ/ উদ্যোগী সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আসন সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীরে সংখ্যা
প্রধান কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	১। দর্জি বিজ্ঞান ২। ব্লক, বাটিক এন্ড টাইডাই ৩। এমব্রয়ডারী	৩০ ৩০ ৩০	০৩টি	২৪ জন ১২ জন ৭ জন
	১। কম্পিউটার বেসিক উইন্ডোস অপারেশন এবং অনলাইন আউটসোর্সিং টেকনিক	২০	০৩টি	২৬ জন
			উপমোট=	৬৯ জন
শহীদ শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী, জিরানী,গাজীপুর (আবাসিক)	১। বিউটিফিকেশন ২। মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ৩। কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন ৪। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং ৫। ইন্ডষ্ট্রিয়াল সুইংমেশিন অপারেটর এন্ড মেইনটেনেন্স	৩০ ১০ ৬০ ৩০ ৩০	০৪টি	৩৯ জন ৬১ জন ৭৬ জন ৪৫ জন ২৭ জন
গ্রামীণ মহিলাদের কৃষি ভিত্তিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র জিরানী,গাজীপুর (অনাবাসিক))	১। সম্বলিত কৃষি ও মৎস্য চাষ	১৫	০৪টি	৩০ জন
মহিলা কৃষি প্রশিক্ষন কেন্দ্র, জিরাবো, সাভার, ঢাকা (আবাসিক)	১। মাশরুম ও জৈব চাষাবাদ ২। পেষ্ট্রি এন্ড বেকারী প্রোডাক্ট ৩। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং ৪। বেসিক কম্পিউটার ৫। হর্টিকালচার এন্ড নার্সারী	১৫ ১৫ ১০ ১০ ১০	০৪টি	২০ জন ৩০ জন ৩০ জন ৪০ জন -
বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষন কেন্দ্র, ময়মনসিংহ (আবাসিক)	১। হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং ২। বিউটিফিকেশন ৩। আধুনিক গার্মেন্টস, (অনাবাসিক) ৪। কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন	২৫ ২৫ ৫০ ২৫	০৪টি	২৭ জন ২৭ জন ৫১ জন ৫৭ জন
মহিলা হস্তশিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর (আবাসিক)	১। আধুনিক গার্মেন্টস, ২। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং ৩। বেসিক কম্পিউটার	২০ ৩০ ১০	০৪টি	৫০ জন ৪০ জন ৩০ জন
মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট,বাগেরহাট (আবাসিক)	১। বিউটিফিকেশন ২। কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন ৩। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং	৩০ ৩০ ৩০	০৪টি	৩৯ জন ৫৯ জন ৬১ জন
মা-ফাতেমা (রা:) মহিলা প্রশিক্ষণও উন্নয়ন কমপ্লেক্স , সারিয়াকান্দি,বগুড়া (আবাসিক)	১। কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ২। মোটর সাইকেল সার্ভিস মেকানিক্স ৩। ইলেকট্রিশিয়ান	২০ ১০ ২০	০৪টি	-
মানবসম্পদ উন্নযন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী, (আবাসিক)	১। স্বেচ্ছাসেবি মহিলা নেতৃবৃন্দের স্বক্ষমতা বিকাশ প্রশিক্ষণ ২। অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ			২১৩ জন ৩৪ জন
	উপমোট=			১০৮৬ জন
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬৪ জেলাধীন ১৩৬ টি উপজেলায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,	দর্জি বিজ্ঞান ও এমব্রয়ডারী	৩০	০৪টি	৮১৬০ জন
			উপমোট=	৮১৬০ জন
			সর্বমোট=	১০,১০০ জন

- ২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৭ টি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং জেলাধীন উপজেলাসমূহের সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০২ টি সেশনে প্রশিক্ষণ কাযক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।

দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ‘‘মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম-এর মাধ্যমে দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণের অর্থ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঋণের অর্থ দিয়ে দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি যেমন-সেলাই মেশিন ক্রয়, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্য চাষ, নার্সারী ইত্যাদি কাজ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৮৯টি উপজেলায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে শুরু হতে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১,৪৫,৩৬১ জন দুঃস্থ ও অসহায় মহিলার মধ্যে ঘূর্ণায়মানাকারে ১৪৯০১.৭১ (একশত উনপঞ্চাশ কোটি এক লক্ষ একাত্তর হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং ১১৭২৪.৬৫ (একশত সতের কোটি চব্বিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা আদায় করা হয়েছে। আদায়ের হার ৭৮.৬৮%।

‘‘মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম-এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হল। (লক্ষ টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্থ বছর	মোট বরাদ্দ	মোট বিতরণ	মোট আদায়	আদায়ের হার	উপকারভোগী	মন্তব্য
‘‘মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম’’	২০২০-২০২১	৩০০.০০	১১১৭.১১	৭৩২.৩৫	৬৫.৫৫%	৭৯০০ জন	

চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য
(Employment Information Center)

কার্যক্রমের বিবরণ:

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্রে শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত, দক্ষ-অদক্ষ চাকরি প্রত্যাশী নারীদের নাম নিবন্ধনপূর্বক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদের বিপরীতে তাদের আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়। চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে চাকরি প্রত্যাশী নারীদের চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

ক্র:নং	কার্যক্রম	সময়কাল	মন্তব্য
১।	নিবন্ধিত নারীর সংখ্যা - ০৫ জন	জুলাই ২০২০- জুন ২০২১	
২।	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত নিবন্ধিত নারীর আবেদন পত্রের সংখ্যা		
৩।	যে সকল প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত মহিলাদের আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়েছে তার সংখ্যা		
৪।	চাকরি প্রাপ্তির তথ্য প্রদানকারী নারীর সংখ্যা		

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর মহামারীর কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরের বেশিরভাগ সময়ে অফিস বন্ধ থাকায় নিবন্ধনের সংখ্যা কম হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ১৯৮৬ সালে নির্যাতনের শিকার নারীদের আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১ জন আইন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৪টি পদ নিয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে সম্প্রসারিত হয়। ইউনিয়ন পর্যায়েও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি এবং প্রতিরোধ সেল কাঠামো

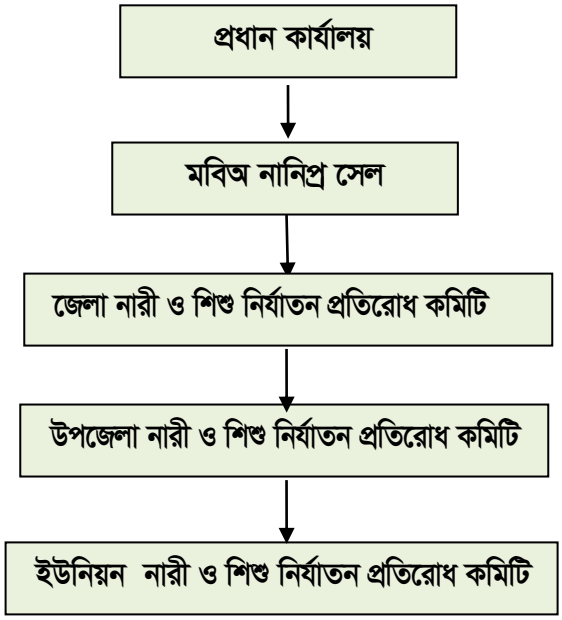

মহিলা সহায়তা কর্মসূচি

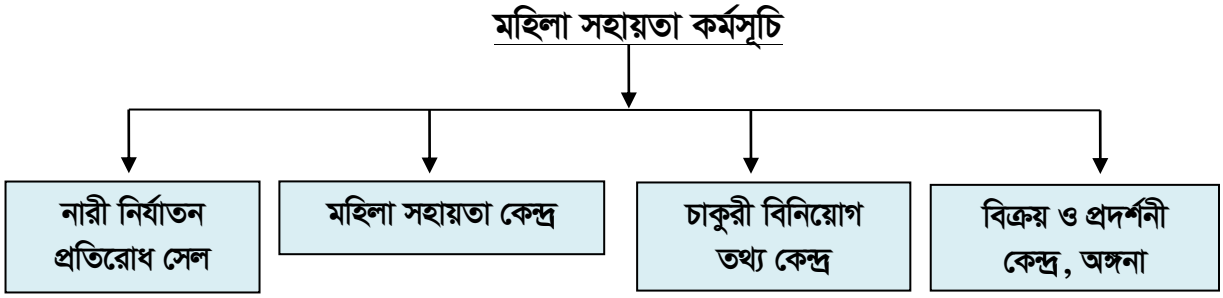

মহিলা সহায়তা কর্মসূচি

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর অধীনে মহিলা সহায়তা কর্মসূচী শীর্ষক কার্যক্রম দেশের ৬ টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচীর অধীনে বিভাগীয় পর্যায়ে ২টি কার্যক্রম রয়েছে। যথা- ক) **নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল** খ) **মহিলা সহায়তা কেন্দ্র।**

ক) **নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল** : এই সেলের মাধ্যমে দেশের দু:স্থ, অসহায় ও নির্যাতিত মহিলাদের বিনা খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীদের বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক কলহ মিমাংসা, পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, স্ত্রী ও সন্তানের ভরনপোষণ আদায়, তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের দেনমোহর ও সন্তানের ভরণপোষণ আদায়ের মাধ্যমে মহিলাদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে যে সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না, নির্যাতিত মহিলাদের পক্ষে সেলের আইনজীবির মাধ্যমে আদালতে মামলা পরিচালনা করা হয়।

খ) **মহিলা সহায়তা কেন্দ্র** : এই কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্যাতিতা ও আশ্রয়হীন মহিলাদের বিনা খরচে অভিযোগ/মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ৬(ছয়) মাস, বিশেষ প্রয়োজনে মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ৩ মাস এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে আরো ৩ (তিন) মাস মোট ১ (এক) বছর অনুর্ধ ১২ বছরের দুটি সন্তানসহ আশ্রয় প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বিনামূল্যে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান সহ সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কেন্দ্রে অবস্থানকালীন বিনা খরচে বিভিন্ন ট্রেডে (সেলাই, কাটিং, উল নিটিং ও এমব্রয়ডারি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিভাগীয় কার্যালয়, মহিলা সহায়তা কর্মসূচি
বাস্তব অগ্রগতি (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	বিভাগীয় কার্যালয়	আইনি সহায়তা (টি)	আশ্রয় প্রদান (জন)	মোট সহায়তা প্রদান (টি)
১	ঢাকা	২১৫	২৪	২৩৯
২	চট্রগ্রাম	১৯২	৮	২০০
৩	রাজশাহী	১২৪	৩০	১৫৪
৪	খুলনা	১৫৩	১২	১৬৫
৫	বরিশাল	২৩১	১৫	২৪৬
৬	সিলেট	৯৪	১৩	১০৭

বিভাগীয় কার্যালয়ের কার্যক্রমের অগ্রগতির লেখচিত্র

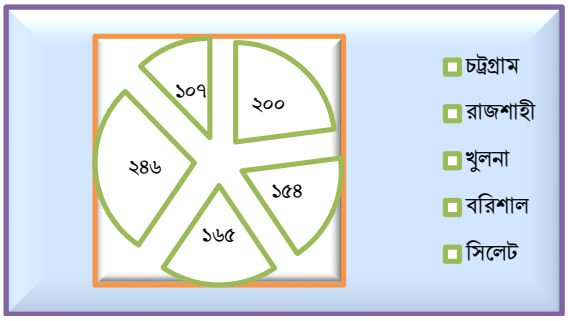

মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর

১.	কর্মসূচির নাম	:	**মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর।**
২.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
৪.	অবস্থান	:	**গাজীপুর জেলাধীন জয়দেবপুর উপজেলার মোগরখাল মৌজায় নিজস্ব ভবন।**
৫.	অবস্থানকারী হেফাজতীদের ধরণ	:	মূলত আদালত হতে প্রেরিত বিভিন্ন মামলার ভিকটিম/হেফাজতীগণ (বাড়ী হতে পালায়ন, হারানো, ধর্ষন, হত্যা মামলার স্বাক্ষী ও অন্যান্য মামলা) কেন্দ্রে হেফাজতী হিসাবে অবস্থান করেন।
৬.	কেন্দ্রের ধারন ক্ষমতা	:	আদালত হতে প্রেরিত ১০০ জন হেফাজতীর ধারন ক্ষমতা এ কেন্দ্রের রয়েছে। তিন তলা বিশিষ্ট ডরমেটরী ভবণের ২য় ও তৃতীয় তলায় সর্বমোট ২০ টি রুমে ০৫ জন করে বর্তমানে মোট ১০০ জন হেফাজতী অবস্থানের সুযোগ রয়েছে।
৭.	উদ্দেশ্য	:	➢ হেফাজতী মহিলা, শিশু ও কিশোরীদের বিচারকালীন সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। ➢ বিনা মূলে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা। ➢ নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিরাপত্তার সাথে কোর্টে হাজির করা এবং কোর্ট হতে আবাসন কেন্দ্রে ফেরত আনা। ➢ আশ্রয়কালীন সময়ে তাদের দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ➢ কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সহ সম্ভব্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা । ➢ মহিলা ও শিশুদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখা।
৮.	প্রদত্ত সেবা সমূহ	:	➢ আদালত কর্তৃক প্রেরিত হেফাজতীদের বিচার চলাকালীন সময়ে আবাসন কেন্দ্রে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ➢ নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিজস্ব যানবাহনে পর্যাপ্ত পুলিশ প্রহরা সহ নিরাপত্তার সাথে কোর্টে হাজির করা এবং কোর্ট হতে আবাসন কেন্দ্রে ফেরত আনা হয়। ➢ আবাসন কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে বিনা মূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়। ➢ বিশেষ বিশেষ দিবসে হেফাজতীদের বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়। ➢ আশ্রয়কালীন সময়ে তাদের দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ➢ হেফাজতীদের কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।
৯.	জনবল	:	প্রকল্প কালীন নিয়োগকৃত ও প্রেষনে নিযুক্ত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ০৯ জন জনবল দ্বারা আবাসন কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে।
১০.	হেফাজতীদের অবস্থান	:	প্রকল্পকালীন সময় ২০০৩ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত মোট ২০৯২ জন হেফাজতীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত ৮৭ জন নতুন হেফাজতী আগমন ঘটেছে। অত্র কেন্দ্রে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রতিমাসে গড় ৩০-৩২ জন হেফাজতীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ও সেবা প্রদান

কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল

কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য নির্মিত হোস্টেলসহ কর্মজীবী মহিলাদের আবাসন সুবিধা প্রদানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক ৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালিত হচ্ছে। কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলসমূহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা এবং যশোরে অবস্থিত। ০৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে গেস্ট সিটসহ মোট সিট সংখ্যা ২,১২৩টি। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ০৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে ১,৬৬০ জন কর্মজীবী মহিলাকে আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র:

কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের (৬ মাস থেকে ৬ বছর পর্যন্ত) দিবাযত্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে মায়েদের স্ব-স্ব কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে কাজ করার সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এই কেন্দ্রে সকাল ৮:৩০ থেকে বিকেল ৫:৩০ টা পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

সেবার ধরণ:

শিশুদের পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুদের সুষম খাবার (সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার এবং বিকেলের নাস্তা) প্রদান, প্রাক-স্কুল শিক্ষা প্রদান, ইনডোর খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি তাদের শিষ্টাচার, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান। এখানে শিশুদেরকে মাতৃস্নেহে লালন পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়া, চিত্তবিনোদনের জন্য টিভি রয়েছে।

রাজস্ব খাতে দু'ধরণের মোট ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রয়েছে।

ক) **নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র :** নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রাজস্ব খাতে পরিচালিত হচ্ছে।

খ) **মধ্যবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র :** মধ্যবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রাজস্ব খাতে পরিচালিত হচ্ছে।

ক্র: নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রের ঠিকানা	বাজেট ২০২০-২০২১		আসন সংখ্যা	সেবা প্রদানের সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
			মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়			
১)	কল্যাণপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং-৫/৩, রোড নং- ১৩, কল্যাণপুর, মিরপুর, ঢাকা।	১০,৯৭,১৭,৬০০/-		৮০	-	কোবিড-১৯ এর কারণে ২৬ মার্চ, ২০২০ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ডে-কেয়ার সেন্টারের শিশু সেবা কার্যক্রম বন্ধ আছে।
২)	মোহাম্মদপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১/৬-এ, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা।			৮০	-	
৩)	আজিমপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র (নিম্ন:)	আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা।			৮০	-	
৪)	মগবাজার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৫৫৩, নয়াটোলা রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা।			৮০	-	
৫)	রামপুরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১৬৭/এ, ওয়াপদা রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা।			৮০	-	
৬)	যাত্রাবাড়ী (খিলগাঁও) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	খিলগাঁও পুর্নবাসন এলাকা 'এ' জোন (১১নং সরকারি স্টাফ কোয়াটার দক্ষিণ পাশে) খিলগাঁও, ঢাকা।			৮০	-	
৭)	ফরিদাবাদ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১৯, লালমোহন পোদ্দার লেন, আইজি গেট, ঢাকা।			৮০	-	

ক্র: নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রের ঠিকানা	বাজেট ২০২০-২০২১		আসন সংখ্যা	সেবা প্রদানের সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
৮)	কামরাঙ্গীরচর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৪৯, বড়গ্রাম, আলীনগর, চেয়ারম্যান বাড়ী, চৌরাস্তা, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।			৮০	-	
৯)	টঙ্গী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	অভিযান-১০, ৩নং চেরাগআলী মাতবর রোড দক্ষিন আউচপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর।			৮০	-	
১০)	নারায়ণগঞ্জ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১২৬/১১, উত্তর চাষাড়া , চানমারী, নারায়ণগঞ্জ।			৮০	-	
১১)	ফেনী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং ২১৩, এস, এস, কে রোড, ফেনী।			৮০	-	
১২)	ময়মনসিংহ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	চৌধুরী ম্যানসন, ৬৯, আকুয়া, ময়মনসিংহ।			৮০	-	
১৩)	বি-বাড়িয়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং-৫০১, মাদারল্যান্ড হাউজ, মধ্যপাড়া, বি-বাড়িয়া।			৮০	-	
১৪)	ফরিদপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৮৫, ভাটি লক্ষীপুর, ইয়াছিন সড়ক, কোতয়ালী, ফরিদপুর।			৮০	-	
১৫)	যশোর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	জে/১২, সেক্টর-৭, নতুন উপশহর, যশোর।			৮০	-	
১৬)	কুষ্টিয়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	ঝিনাইদহ রোড, পূর্ব মজমপুর, সাদ্দাম বাজার (দারুস সেফা), কুষ্টিয়া।			৮০	-	
১৭)	পাবনা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	রোমেনা কটেজ, হোল্ডিং-১৪৮, সারা রোড, পৈলানপুর, পাবনা।			৮০	-	
১৮)	বগুড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ী নং-১৮৫৮, সাং-ফুলবাড়ী দ: পাড়া, বকুলতলা, বগুড়া।			৮০	-	
১৯)	কুমিল্লা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	এ্যাডভোকেট কাশেম এর বাড়ী, পুরাতন মৌলভীপাড়া, চকবাজার, কুমিল্লা।			৮০	-	
২০)	দিনাজপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং-১২১/১৯৬৯, লালবাগ, দিনাজপুর।			৮০	-	
২১)	শ্রীমঙ্গল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১৭/বি, শ্যামলী আবাসিক এলাকা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার।			৮০	-	
২২)	চট্রগ্রাম শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ী নং-৬১, রোড নং-০১, মোমেনবাগ আবাসিক এরাকা, হামজারবাগ, পাঁচলাইশ, চট্রগ্রাম।			৬০	-	
২৩)	রাজশাহী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং-৯২, নতুন ষ্টেডিয়াম রোড, রাজশাহী।			৬০	-	
২৪)	খুলনা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৫ নং শেরে বাংলা রোড, খুলনা।			৬০	-	
২৫)	বরিশাল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বি এম, কলেজ রো, বরিশাল।			৬০	-	
২৬)	সিলেট শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং-১৩৪৯-০৫, আজিজ কটেজ, সেবক-২৩, রায়নগর, সিলেট।			৬০	-	
২৭)	মিরপুর-১০ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং-১১৯৬, পূর্ব মনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা।			৫০	-	
২৮)	সাভার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	মেহেদী প্যালেস, ৭/১ ব্লক-এ, ওয়ার্ড নং-৯, নামা গেন্ডা, সাভার, ঢাকা।			৫০	-	
২৯)	জিগাতলা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং-০৫, রোড নং-০৪, ঝাউচর বাজার, হাজারীবাগ, জিগাতলা, ঢাকা।			৫০	-	
৩০)	ডেমরা শিশু দিবাযত্ন	খাজা টাওয়ার, হোর্ডিং নং-২০০, হাজী			৫০	-	

ক্র: নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রের ঠিকানা	বাজেট ২০২০-২০২১		আসন সংখ্যা	সেবা প্রদানের সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
	কেন্দ্র	নাসির উদ্দিন, ১নং গেইট, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ভাঙ্গা প্রেস, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।					
৩১)	আদাবর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং- ৫৩/৫৪, রোড নং-১৬, সুনিবিড় হাউজিং, আদাবর, ঢাকা।			৫০	-	
৩২)	বাড্ডা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১১০৫, খিলবাড়িরটেক, বাড্ডা, ঢাকা।			৫০	-	
৩৩)	গাবতলী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	এ/৫৫, তৃতীয় কলোনী লালকুঠি, মিরপুর মাজার রোড, গাবতলী, ঢাকা।			৫০	-	
৩৪)	নাখালপাড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংলগ্ন (সংসদ সদস্যদের বাসভবন কক্ষ নং-২১ ও ২২), নাখালপাড়া, ঢাকা।			৫০	-	
৩৫)	প্লানিং কমিশন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	প্লানিং কমিশন চত্বর, আগারগাঁও, ঢাকা।			৫০	-	
৩৬)	রাজারবাগ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা।			৫০	-	
৩৭)	উত্তরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং-৬/এ, রোড নং-২/বি, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।			৫০	-	
৩৮)	সচিবালয় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	ভবন নং-১০, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।			৫০	-	
৩৯)	আজিমপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র (মধ্যবিত্ত)	আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, ঢাকা।			৫০	-	
৪০)	এজিবি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	গ্যারেজ বিল্ডিং, ৩য় তলা, এজিবি, ঢাকা।			৫০	-	
৪১)	খিলগাঁও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	খিলগাঁও পুর্নবাসন এলাকা ‘এ’ জোন (১১নং সরকারি স্টাফ কোয়াটার দক্ষিণ পাশে) খিলগাঁও, ঢাকা।			৫০	-	
৪২)	মিরপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	টোলারবাগ, মিরপুর-১, ঢাকা (ডেল্টা মেডিক্যাল কলেজের পাশে)।			৫০	-	
৪৩)	মবিঅ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৭ম তলা, ৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, মবিঅ, ঢাকা।			৫০	-	
			১০,৯৭,১৭,৬০০/-	-	**২৮৩০**	**-**	

- রাজস্ব খাতে পরিচালিত মধ্যবিত্ত ১০ টি দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাসিক চাঁদা ৫০০/- টাকা, ভর্তি ফি ৫০০/- টাকা।
- রাজস্ব খাতে পরিচালিত ৩৩ টি নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাসিক চাঁদা ১০০/- টাকা, ভর্তি ফি ১০০/- টাকা।

উন্নয়ন প্রকল্প সহ অন্যান্য কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ

১। **প্রকল্পের নামঃ "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প"**

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ

- ৪৩১টি উপজেলা পর্যায়ে (প্রতিটি উপজেলায় ২ (দুই) টি করে ট্রেড)।
- ৬৪ টি জেলা পর্যায়ে (প্রতিটি জেলায় ০১ (এক) টি করে ট্রেড)।
- ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে (০১ (এক) টি ট্রেড **মটর ড্রাইভিং**)।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

মূল উদ্দেশ্যঃ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত (১৬-৪৫ বছর) মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীল জনশক্তিতে রূপান্তর করে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা। প্রকল্প মেয়াদে ৩,৮১,২৫০ জন মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

- ৩,৮১,২৫০ জন দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত (১৬-৪৫ বছর) মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রামের সাথে সংযোগ স্থাপন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কাজের ক্ষেত্র ও উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিপনণের সুযোগ তৈরী।
- দরিদ্র-সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ।

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ"উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প" এর মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত (১৬-৪৫ বছর) মহিলাদের ০৩ (তিন) মাস ব্যাপী প্রতি উপজেলায় ০২ (দুই) টি ট্রেডে ২৫+২৫=৫০ জন এবং জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন মহিলাদের নিম্নোক্ত ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক উপস্থিতির ভিত্তিতে (প্রতিদিন ২০০ টাকা করে) ৬০ কর্মদিবসে সর্বমোট ১২,০০০ টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

আইজিএ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ট্রেডের তালিকাঃ

ক্রঃ নং	ট্রেডের নাম	মন্তব্য
১।	ফ্যাশন ডিজাইন	উপজেলা পর্যায়ে (প্রতি উপজেলায় ০২টি করে ট্রেড)
২।	বিউটিফিকেশন	
৩।	ভার্মি কম্পোস্ট , মাশরুম ও মৌচাষ	
৪।	শতরঞ্জি ও হস্তশিল্প	
৫।	ক্রিস্টাল শো পিছ ও ডেকোরেটেড কেন্ডেল মেকিং (মোমবাতি)	
৬।	ফুড প্রসেসিং	
৭।	বেবি কেয়ার ও হাউজ কিপিং	
৮।	কম্পিউটার সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ও মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং	জেলা শহরে (০১টি করে ট্রেড)
৯।	কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম	
১০।	মোটর ড্রাইভিং	বিভাগীয় শহরে (০১টি করে ট্রেড)

প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি-২০১৭ থেকে ডিসেম্বর-২০২২।

প্রকল্পের ২য় সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৯১০৩.২৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ

- প্রকল্পের শুরু থেকে (এপ্রিল-২০১৮ হতে মার্চ-২০২১ পর্যন্ত) ৪২৬ টি উপজেলায় সর্বমোট ১,৯০,৫৪০ জন মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- প্রকল্পের শুরু থেকে (মার্চ-২০১৮ হতে ডিসেম্বর-২০২০ পর্যন্ত) ৮ টি বিভাগীয় শহরে মটর ড্রাইভিং ট্রেডে ১৪৪০ জন এবং ৬৪ টি জেলা পর্যায়ে কম্পিউটার সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ও মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ট্রেডে ১১,৫২০ জন মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের শুরু হতে মার্চ-২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ২,০৩,৫০০ জন মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৫৩%।
- এপ্রিল-২০২১ হতে জুন-২০২১ সেশনে ৪২৬ টি উপজেলায় ১১তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ০২ শিফটে (সকালে-১৩ জন ও বিকালে-১২ জন) করে চলমান রয়েছে। জুলাই-২০২১ হতে ৪৩১ টি উপজেলায় ১২তম ব্যাচ এবং ৮ টি বিভাগ ও ৬৪ টি জেলা পর্যায়ে ৭ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পুন:নির্ধারিত আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৯৫৩৯.০০ লক্ষ টাকা। জুন-২০২১ পর্যন্ত সম্ভাব্য ব্যয় হয়েছে ৮৬৮৭.৮৭ লক্ষ টাকা যা ৯৫৩৯.০০ লক্ষ টাকার প্রায় ৯১.০৮%।
- প্রকল্পের শুরু থেকে জুন-২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৭৩৬৬.৮০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয় ৫৯১০৩.২৮ লক্ষ টাকার প্রায় ৪৬%।

আইজিএ প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় ক্রিস্টাল শো পিছ ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

আইজিএ প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলার শার্শা উপজেলায় ব্লক বাটিক ট্রেডের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

আইজিএ প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় কম্পিউটার সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

২। প্রকল্পের নাম: কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম শক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যারা আজকের এই কিশোর কিশোরী। অফুরন্ত সম্ভাবনায় ভরপুর কিশোর কিশোরীদের মহান মুক্তি যুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম, নৈতিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হওয়ার দীক্ষা প্রদান করলে ক্রমঃঅগ্রসরমান অদম্য বাংলাদেশ হবে আগামী বিশ্বের বিস্ময়।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় তরুণ প্রজন্মকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক কিশোর কিশোরীদের বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধ করা এবং Sexual & reproductive Health and Rights (SRHR) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করা। সেই সাথে ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কিশোর কিশোরীদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা।

কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহঃ

১। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধকরা।
২। Sexual & reproductive Health and Rights (SRHR)এবং Gender Based Violence (GBV) বিষয়ক ঝুঁকি হ্রাস করা।
৩। ১০-১৯ বছর বয়সী এডোলোসেন্ট ইয়ংদের মধ্য SRHR / GBV প্রতিহত করার লক্ষ্যে অনুকূল ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৪। ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের মনো-সামাজিক আচরণ, একে-অপরের প্রতিশ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক, সমমনোভাবাপন্ন, SRHR প্রতিহত করণে দক্ষতা উন্নীতকরণ এবং GBV প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫। ক্লাবের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন সৃজনশীল, গঠনমূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। এছাড়া ক্যারাটে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৬। ক্লাব ভিত্তিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীরা সন্ত্রাসবাদ, মাদকাসক্তি, সমাজ বিরোধী কর্মকান্ড থেকে নিজেদের মুক্ত রাখাসহ অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

৭। প্রকল্পের আওতায় ৪৮৮৩টি ক্লাব স্থাপন করা হবে এবং ক্লাবের মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে ৪৩৯৪৭০ জন কিশোর কিশোরীকে সুবিধা প্রদান করা হবে।

৮। প্রকল্পের আওতায় ২৯৪৬জন নারী উদ্যোক্তা তৈরী করা হবে।

<u>কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রমঃ</u>

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন ও প্রতিটি পৌরসভায় একটি করে সর্বমোট ৪৮৮৩ টি (৪৫৫৩ টি ইউনিয়ন ও ৩৩০ টি পৌরসভা) কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ক্লাবে ৩০ জন সদস্য থাকবে। এরমধ্যে ২০জন কিশোরী ও ১০ জন কিশোর রয়েছে। ক্লাব সদস্যদের বয়স ১০-১৯ বছর। বর্তমানে কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪৬৪৯০ জন কিশোর কিশোরী সুবিধা ভোগ করতেছে। এর মধ্যে ৪৮৮৩০ জন কিশোর এবং ৯৭৬৬০ জন কিশোরী। ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি জেলায় ২ জন করে ১২৮ জন ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১০৯৫ জন জেন্ডার প্রোমোটার, ৪৮৮৩ জন আবৃত্তি শিক্ষক ও ৪৮৮৩ জন সংগীত শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ ক্লাবের মাধ্যমে ক্লাব সদস্যদেরকে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, জন্ম নিবন্ধন, বিবাহ নিবন্ধন, যৌতুক, ইভটিজিং, শিশু অধিকার, নারী অধিকার, জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য, যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা, মাদকাসক্তি, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, আইনি সহায়তা প্রদান, এইচ আইভি/এইডস প্রতিরোধ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। সেই সাথে ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রকল্প কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলী:

১। কোভিড-১৯ পরবর্তী ১ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রি: হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্বাস্থ্য বিধি মেনে পুনরায় ক্লাব কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মহামারী আকার ধারন করায় মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক ঘোষিত সাধারন ছুটি থাকায় ক্লাব কার্যক্রম বন্ধ ছিল। তবে ২৭/০৫/২০২১ খ্রি: তারিখে এডিপি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৮/০৫/২০২১ তারিখ হতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্লাব কার্যক্রম চালু হয়েছে।

২। কিশোর কিশোরীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য ক্লাব পর্যায়ে ফেব্রুয়ারী/২০২১ হতেজুন/২০২১পর্যন্ত ক্লাবের নাস্তার বরাদ্দ উপপরিচালক/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

৪। সিএমসি কমিটির সভা ব্যয় ও ক্লাব স্টেশনারীর বরাদ্দ উপপরিচালক/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বরাবর প্রদান করা হয়েছে।

৫। ক্লাবের ক্রীড়া সামগ্রী ও সাংস্কৃতিক উপকরণের বরাদ্দউপপরিচালক/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বরাবর প্রদান করা হয়েছে।

৬। মাঠ পর্যায়ে ক্লাব কো-অর্ডিনেটরদের সম্মানীর বরাদ্দকৃত অর্থ উপপরিচালক/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বরাবর প্রদান করা হয়েছে।

৭। জেন্ডার প্রোমোটার, সংগীত শিক্ষক ও আবৃত্তি শিক্ষকগণের ফেব্রুয়ারী/২০২১ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত দৈনিক ভাতার বরাদ্দকৃত অর্থ উপপরিচালক/ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বরাবর প্রদান করা হয়েছে।

৮। কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের আউটসোসিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ, মুদ্রণ ও বাঁধাই, অডিও ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, বাইসাইকেল ক্রয়ের টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৯। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।

১০। কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে।

২০২০-২০২১অর্থবছরের অগ্রগতি (আর্থিক) **লক্ষ টাকায়**

	বরাদ্দ	অবমুক্তি (১৫% সংরক্ষণ	মোট ব্যয়	অবমুক্তকৃত টাকার%	বরাদ্দকৃত টাকার %	জুলাই/২০২০ থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তকৃত টাকার ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি
মোট	৬২৪৫.০০	৫৩০৮.০০	৫২৯৯.২৯	৯৯.৮৪	৮৪.৮৬	৯৯.৮৪%
জিওবি	৬২৪৫.০০	৫৩০৮.০০	৫২৯৯.২৯	৯৯.৮৪	৮৪.৮৬	৯৯.৮৪ %

কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিসমূহ নিম্নরূপঃ জুন-২০২১ পর্যন্ত

- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৫১৫৬.২৭ (লক্ষ টাকা) সম্পূর্ণ জিওবি।
- ব্যায়িত অর্থঃ ৮০১৬.৭৪ (লক্ষ টাকা)
- ব্যয়যোগ্য অর্থঃ ৪৭১৩৯.৫৩ (লক্ষ টাকা)
- প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ ১৪.৫৩%
- প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ ৪৫.০০% (প্রায়)

কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের সিএমসি সভা, দূর্গাপুর, নেত্রকোণা।

কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের সিএমসি সভা, পাইকগাছা, খুলনা।

কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পে ক্লাব সদস্যদের নাস্তা প্রদান।

কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পে স্বাস্থ্য বিধি মেনে ক্লাব কার্যক্রম চলমান

৩। প্রকল্পের নামঃ ‘‘সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার, মঠবাড়ীয়া উপজেলায় ট্রেনিং সেন্টার ও হোস্টেল নির্মাণ’’

প্রকল্প এলাকাঃ জেলা-নোয়াখালী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পিরোজপুর। উপজেলা- সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার, মঠবাড়ীয়া

প্রকল্প পরিচালকের নাম, ফোন ও ই-মেইল নম্বরঃ
নামঃ মোঃ আবুল কাশেম, ফোনঃ ০২-৪৮৩১৩৫৮২, ০১৭১১৫৮৬০৬২ (মোবাইল), ই-মেইলঃ abulkashem812@gmail.com

বাস্তবায়ন কালঃ ক) শুরুঃ জুলাই’ ২০১৪ খ) সমাপ্তঃ জুন’ ২০২৩।
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
প্রকল্পের অর্থায়নঃ

মোট(লক্ষ টাকায়)	জিওবি (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিবিত অগ্রগতি (শুরু থেকে জুন’২০২১ পর্যন্ত)			আর্থিক অগ্রগতি (জুলাই’২০২০- জুন’২০২১)			দাতা সংস্থার নাম
			মোট	আর্থিক	বাস্তব	মোট	আর্থিক	বাস্তব	
৫২৪৯.৭০	৫২৪৯.৭০	০	৪২৬২.১৯	৪২৬২.১৯	৮১.১৯%	৩২২.০৫	৩২২.০৫	৬.১৩%	

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্যঃ

০১। বৃত্তিমূলক মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে অনগ্রসর নারীদের জীবনমান উন্নয়ন;
০২। নারীদের কর্মমূখী কাজে নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ;
০৩। কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরীতে প্রবেশের যোগ্য করে তোলা;
০৪। তৃণমূল নারীদের বিনামূল্যে বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
০৫। স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

খ) স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্যঃ

০১। প্রথম ৩য় বছরে প্রশিক্ষণ কাম-হোস্টেল ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা;
০২। বার্ষিক ৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থী নারীদের নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
০৩। অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
০৪। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মকর্মসংস্থান ও চাকুরী লাভে সহায়তা করা;

প্রকল্পের অধীন কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি (জুলাই'২০২০-জুন'২০২১):

ক্র: নং	কেন্দ্রের নাম	অগ্রগতি
০১।	শহীদ ময়েজউদ্দিন বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	এপ্রিল'২০১৮ খ্রি. থেকে ৩ (তিন) মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। মার্চ'২০২০ পর্যন্ত ২টি ট্রেডে ৪৯৪ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
০২।	আড়াইহাজার বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ বন্ধ করা হয়েছে।
০৩।	সোনাইমুড়ী বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	
০৪।	মঠবাড়ীয়া বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	

উপকারভোগীর সংখ্যাঃ

ক) ০৪ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বছরে ৩ মাস মেয়াদী ৪ টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হবে; যার মাধ্যমে বার্ষিক (৫০ জন ০৪কেন্দ্র)=৮০০ জন হিসেবে ০৩ বছরে ২,৪০০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে।

(খ) উপকারভোগীর সামাজিক/পারিবারিক/আর্থিক পরিবর্তন (প্রকল্প সমাপনান্তে):

- ✓ জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে;
- ✓ নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন হবে;
- ✓ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে;
- ✓ অনগ্রসর নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল শ্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য তৃণমূল নারীদের বিনামূল্যে বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে। ফলে চাকুরীর বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবে।
- ✓ নারীদের কর্মমূখী কাজে নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। ট্রেড-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্য হিসেবে গড়ে উঠবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা চ্যালেঞ্জ সমূহ:

- ✓ কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারনে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা পূরন চ্যালেঞ্জ।

সমস্যা মোকাবেলায় পদক্ষেপসমূহঃ

- ✓ স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- ✓ কেন্দ্র ভিত্তিক প্রতি কোর্সে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ছবিঃ

সুই মেশিন ল্যাব

নির্মিত মঠবাড়ীয়া আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আড়াইহাজার বৃত্তিমূলক মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৪। প্রকল্পের **নামঃ ২০ টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।**

২	প্রকল্প ব্যয়	৫৯৮৮.৪৯৮ টাকা।
৩	অর্থের উৎস	বাংলাদেশ সরকার।
৪	প্রকল্পের অবস্থান	মোট ২০ টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র। ঢাকা মহানগরীতে ১০ টি: ধানমন্ডি, মতিঝিল, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, রায়েরবাজার, কারওয়ান বাজার, মুগদা, পল্লবী, সায়েদাবাদ, মহাখালী, আশুলিয়া। ঢাকার বাহিরে ১০ টি: রংপুর, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, কক্সবাজার, নওগাঁ, গাইবান্ধা, ভোলা, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী, চাঁদপুর।
৫	বাস্তবায়নকাল	মার্চ ২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত।
৬	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষমাত্রা	**লক্ষ্য:** কর্মজীবী নারীদের শিশুদের (৬মাস থেকে ৬ বছর) নিরাপদ দিবাকালীন সেবা প্রদান। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ: ● কর্মজীবী নারীদের স্ব-স্ব কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে কাজ করার সুযোগ দানের লক্ষ্যে তাদের ৬মাস থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদান। ● দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশুদের যথাযথ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য সুষম খাবার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানসহ ইনডোর খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগদান।
৭	উপকারভোগী	মোট ১২০০ জন শিশু এবং সমসংখ্যক মা। তবে কোভিড-১৯ এর বর্তমান পরিস্থিতির কারণে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বন্ধ থাকায় কোন শিশুকে দিবাকালীন সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
৮	২০২০ - ২০২১ অর্থ বছরের অগ্রগতি	● ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে ১০৫৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। তন্মধ্যে ৭৩৫.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

কক্সবাজার ডে-কেয়ার সেন্টার

মুগদা ডে-কেয়ার সেন্টার

গাজীপুর ডে-কেয়ার সেন্টার

কক্সবাজার ডে-কেয়ার সেন্টার

৫। প্রকল্পের নামঃ "মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম হোস্টেল নির্মাণ" প্রকল্প

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
প্রকল্প এলাকা	:	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা।
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই/২০২০ – জুন/২০২২
প্রকল্পের মোট ব্যয়	:	১৮৫৭.৩৮ লক্ষ টাকা।
২০২০-২১ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ	:	৮৫.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	● মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় অনগ্রসর স্বল্প শিক্ষিত নারীদের আবাসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা। ● কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ হোস্টেল সুবিধা প্রদান করা। ● শিশুদের ডে-কেয়ার সেন্টার সুবিধা প্রদান করা।
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	০৬ তলা ভিতের উপর ০৬ তলা আধুনিক আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ হোস্টেল ভবণ এবং ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মাণ।
উপকারভোগীর সংখ্যা (নির্মাণ শেষে)	:	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: ২৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী। হোস্টেল: ৫৪ জন নারী। ডে-কেয়ার সেন্টার: ২৫ জন শিশু।
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	**আর্থিকঃ** ● ১৯.২৪ লক্ষ টাকা (২২.৬৪%) **বাস্তবঃ** ● প্রকল্প এলাকায় soil test সম্পন্ন হয়েছে। ● প্রকল্পের জমিতে বিদ্যমান গাছপালা অপসারণ করা হয়েছে। ● ভবন নির্মাণ দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। প্রকল্পের শিরোনাম: নীলক্ষেত কর্মজীবী নতুন মহিলা হোস্টেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সমূহের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: মহিলা ও শিশু বিষায়ক মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: মহিলা বিষায়ক অধিদপ্তর।
প্রকল্পরে উদ্দেশ্য	: অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অধিকহারে নিয়োজিত রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য দানের জন্য স্বল্প খরচে নারীদের নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা।
প্রকল্পের প্রাক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	: মূল ডিপিপিতে ব্যয় প্রক্কালন ৩৫৯৭.৪৮ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত ডিপিপিতে ব্যয় প্রাক্কলন-৩৬৬৯.৯৪ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদ	: জুলাই,২০১৭- জুন'২০২০ ডিপিপি সংশোধিনের পর সমাপ্তির মেয়াদ জুন ২০২২ সাল।

উপকারভোগী : নীলক্ষেত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কম্পাউন্ডে ১০ তলা নতুন হোস্টেল ভবণ নির্মাণ করা হলে ২৪৫ জন কর্মজীবী নারী আবাসন সুবিধা পাবে এ ছাড়া রাজশাহী, চট্রগ্রাম, খুলনা এবং যশোরে বিদ্যমান হোস্টেলের অবকাঠামোগত সংস্কারের ফলে হোস্টেলে অবস্থানরত নারীদের আবাসনের মানগত উন্নয়ন হবে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অগ্রগতি : ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রকল্পরে অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হয় ১২৯১.০০ লক্ষ টাকা এবং তন্মধ্যে ব্যয় হয় ১২৮৬.৩৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রমের অগ্রগতি :

(ক) নীলক্ষেতে নতুন দশতলা ভবণ নির্মাণ কাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) চট্রগ্রাম, খুলনা, যশোর, রাজশাহী জেলায় বিদ্যমান কর্মজীবী হোস্টেল সমূহের অবকাঠামোগত সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(গ) প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় আদেশ প্রদান করা হয়েছে

(ঙ) জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।

(চ) বিদ্যমান ০৪ টি হোস্টেল এবং নির্মাণাধীন হোস্টেলের জন্য ব্যবহার্য দ্রব্যদি ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৭। প্রকল্পের নামঃ মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রকল্প এলাকা	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থ বছরের তথ্য			মন্তব্য
				বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ	
মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই'২০১৬ হতে জুন'২০২১ পর্যন্ত। (১ম সংশোধিত জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত)। (পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধি জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)।	মিরপুর ও খিলগাঁও	৪৪৬৯.৫৫ লক্ষ	১৪৮১.০০ লক্ষ	১৩৪৬.০৭ লক্ষ	১৩৪.৯৩ লক্ষ	**খিলগাঁও ঃ** ১। সাবষ্টেশনের কাজ চলমান। ২। নীচের চার ফ্লোরের স্যানিটারী পাইপ লাইনের রিনোভেশনের কাজ সম্পন্ন। **মিরপুরঃ** ১। রং এর কাজ চলমান। ২। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯৯%। নির্মাণশেষে ৫৫৮ জন কর্মজীবী নারী স্বল্পমূল্যে আবাসন সুবিধা পাবে।

৮। নার্সিং বিষয়ে মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রকল্প এলাকা	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ জিওবি (প্রত্যাশি সংস্থা)	২০২০-২১ অর্থ বছরের তথ্য			মন্তব্য
				বরাদ্দ জিওবি (প্রত্যাশি সংস্থা)	ব্যয়িত অর্থ জিওবি (প্রত্যাশি সংস্থা)	অব্যয়িত অর্থ জিওবি (প্রত্যাশি সংস্থা)	
নার্সিং বিষয়ে মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন	জুলাই'২০১৭ হতে জুন '২০২২ পর্যন্ত।	মগবাজার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	মোট- ২২১২.২৬ লক্ষ। জিওবি- ১২৫০.২৬ লক্ষ। (সংস্থা- ৯৬২.০০ লক্ষ)	৬১৫.০০ লক্ষ (--)	০.০০ (--)	৬১৫.০০ লক্ষ (--)	১। বিগত ১০/১২/২০২০ এবং ২৪/০৫/২০২১ তারিখ ০২টি পিআইসি কমিটির সভা সম্পন্ন হয়েছে। ২। বিগত ২৫/০১/২০২১ তারিখ পিএসসি কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি পুন: প্রস্তুত পুর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। ৪। বিগত ২০.০৬.২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় আইএমইডি কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন কারা হয়েছে।

৯। প্রকল্পের নামঃ Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh' প্রকল্প।

উদ্দেশ্য	:	কিশোরী বিবাহিত-অবিবাহিত মেয়েদের জন্য বিনিয়োগ ও সমর্থন বৃদ্ধি এবং এই সমর্থনের উপকারিতা দৃশ্যমান করে বাল্য বিবাহের মোকাবেলায় কর্মের গতি বাড়ানো।
বাস্তবায়ন কাল	:	নভেম্বর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত (সংশোধিত)।
প্রকল্প এলাকা	:	বগুড়া ও জামালপুর জেলা।
মোট উপকারভোগী	:	৪,৩২০ জন কিশোরী।
প্রকল্পের প্রাক্কলন ব্যয়	:	৫৪৩.২০ লক্ষ টাকা।

বাস্তব অগ্রগতি:

১. প্রকল্প এলাকায় বগুড়া ও জামালপুর জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭২ টি কিশোরী রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

২.কিশোরী রিসোর্স সেন্টার পরিচালনার জন্য ৩৬ জন জেন্ডার প্রমোটার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সফলভাবে তারা কিশোরী রিসোর্স সেন্টারগুলো পরিচালনা করছে।

৩. জীবন দক্ষতা এবং কম্পিউটার পরিচালনার উপর জেন্ডার প্রমোটারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ৭২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন/সক্রিয় এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫. প্রতিটি কিশোরী রিসোর্স সেন্টারে সংশ্লিষ্ট স্কুলের নামে সাইন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

৬. প্রতিটি কিশোরী রিসোর্স সেন্টারে পরামর্শ/ অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

৭. উদ্বাবনী যোগাযোগ মাধ্যমে এ্যাডভোকেসী সভা করা হচ্ছে।

৮. COVID-19 চলাকালীন সময়ে সরকারী স্বাস্থ্য বিধি অনুসরন করে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে স্কুলের মাঠে, স্কুলের বারান্দায়, কখনো কখনো গাছ তলায় সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে।

৯. COVID-19 সময়ে কিশোরী রিসোর্স সেন্টার স্থাপিত এলাকায় বাল্য বিবাহ এবং নারী নির্যাতন বা নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটলে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের টোল ফ্রি হটলাইন নম্বর ১০৯ এ ফোন করার জন্য জেন্ডার প্রমোটাদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে।

আর্থিক অগ্রগতি :

(ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ ১৫৩.০০ লক্ষ টাকা।
ব্যয় হয়েছে ১৪০.২৪ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৯১.৬৬%।

(খ) সেপ্টেম্বর'২০১৮ থেকে জুন'২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৬৩.৯৬লক্ষ টাকা।
আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.৪১%।

১০।প্রকল্পের নামঃ Advancement of Women's Rights প্রকল্প (কারিগরি)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়ণের মাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ করা।
প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবি, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর		কামরুন নাহার উপপরিচালক, প্রশাসন (প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব),মোবাই: 01711161619
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	ক) জিওবি: খ) বৈদেশিক/সংস্থা: ৬৬৭.২২ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	:	নভেম্বর'২০১৭ হতে ডিসেম্বর'২০২১ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা	:	• জামালপুর, কক্সবাজার, বগুড়া ও পটুয়াখালী জেলা এবং জেলাধীন উপজেলাসমূহ। • দূর্যোগ প্রবণ ২২ টি জেলা (চাহিদা অনুযায়ী)
কার্যক্রম	:	• ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে NNPC মিটিং • নিয়মিত ক্লাস্টার ও সাব-ক্লাস্টার মিটিংকরা। • "নারীর প্রতিসহিংসতা প্রতিরোধ" বিষয়ে ঝুকিপূর্ণ ২২ টি জেলার ব্যবস্থাপনা কমিটির সংশ্লিস্ট এনজিওদের UNFPA-এর Umbrella NGO'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান। • দুর্যোগকালীণ সময়ে জরুরী ভিত্তিতে নারীদের Dignity kit সরবরাহ করা। • নারীদের প্রতি Social Behavior পরির্বতনে কাজ করা। • নারী নির্যাতন প্রতিরোধে রেফারেল সিস্টেম চালু করা। • নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচার প্রচারণা, ইত্যাদি।
অগ্রগতি	:	• ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায় NNPC টি সভা (Virtual সহ)360 এর অধিক সভা করা হয়েছে। • জাতীয় পর্যায় ১ টি জেলা পর্যায়ে কর্মশালা ৭ টি NNPC কর্মশালার মধ্যে খসড়া গাইডলাইন তৈরী। • "দুর্যোগে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ" বিষয়ে ঝুকিপূর্ণ ২২ টি জেলার ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিস্ট এনজিওদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। • দুর্যোগকালীণ Dignity Kit সরবরাহ করা হয়েছে। • নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ Social Behavioral Change Communication এর জন্য একটি Strategy plan খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।। • রেফারেল সিস্টেমের গাইডলাইনের খসড়া তৈরী হয়েছে।

National UPR Workshop

১১। প্রকল্পের নামঃ আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্পের তথ্য

পটভূমি : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " ইনভেষ্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) ২য় পর্যায়" প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে গ্রহন করা হয়েছে। প্রকল্পটির অন্যতম কম্পোনেন্ট হচ্ছে; প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এককালীন নগদ সহায়তা প্রদান, যার মাধ্যমে অতি দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র মুক্তি ঘটবে। প্রকল্পটি চলমান ভিজিডি কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ দূরিকরণে সহায়তা করবে। জানুয়ারী ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত আইসিভিজিডি'র পাইলটিং প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সফলতার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে আইসিভিজিডি প্রকল্পটির প্রণীত কার্যক্রম বিস্তৃত আকারে বাস্তবায়নে সাহায্য করবে। এই বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় ১০ লক্ষ ৪০ হাজার অতি দরিদ্র ভিজিডি মহিলার মধ্য হতে ১ লক্ষ ভিজিডি মহিলাকে উপকারভোগী হিসাবে বাছাই করা হচ্ছে।

প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে বিবিএস,বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির জরিপ এবং উপকারভোগী নির্বাচনে বিবিএস এর ২০১৫ সালের এইচ আই ই এস (HIES) ২০১৫ এর সার্ভে অনুসরন করা হয়েছে। নির্বাচিত উপজেলা সমূহ নির্বাচনে নদীভাংগন এলাকা, চর এলাকা, যানবাহন স্বল্পতা এবং অকার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা, অধিক বেকারত্ব এবং বন্যা,খরা,সাইক্লোন এবং টর্নেডোপ্রবন এলাকাকে বিবেচনা করা হয়েছে। চলমান আইসিভিজিডি প্রকল্পে আয়বর্ধক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি এ প্রোগ্রামের আওতায় এক লক্ষ অতি দরিদ্র মহিলার দারিদ্র মুক্তি ঘটবে।

প্রকল্পের নাম : ইনভেষ্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) ২য় পর্যায় প্রকল্প ।

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৩১৭২৭.২৬ লক্ষ টাকা; (জিওবি: ৩০০৫৩.৩৮ লক্ষ টাকা, পিএ: ১৬৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা)।

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৯ ইং থেকে জুন ২০২২ ইং

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১। অতি দরিদ্র মহিলাদের এবং তাদের পরিবারকে স্থায়ীভাবে অতি দারিদ্রতা থেকে উত্তরনে সহায়তা করা।

স্বল্প মেয়াদী:

২। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে ১০০০০০ অতি দরিদ্র ভিজিডি মহিলা ও তাদের পরিবারকে ভিজিডি চক্রের আওতায় খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে টেকসই জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩। ১০০০০০ অতি দরিদ্র ভিজিডি মহিলা ও তাদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সম্পদ তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি করা ও উদ্যোক্তা হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ প্রহনের সুযোগ তৈরী করে দেয়া।

৪। ১০০০০০ ভিজিডি উপকারভোগী মহিলা ও তাদের পরিবারকে পুষ্টিকর খাবার গ্রহনের অভ্যাস তৈরী করা।

৫। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কার্যকারিতার উন্নয়ন সাধন করে অতি দরিদ্র মহিলা ও তাদের পরিবারকে টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে রুপান্তর করা।

উদ্যোগী মন্ত্রনালয়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা : বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।

কর্ম এলাকা: ৬৪ জেলার ৬৪ উপজেলা।

উপকারভোগীদের প্রাপ্য উপকরণ/সুবিধা (ইনপুটস):-

- ১,০০,০০০/-মহিলা জনপ্রতি প্রতিমাসে সিলযুক্তব্যাগে ৩০.৩০ কেজি পুষ্টি চাল ।
- নিবিড় প্রশিক্ষণ (জীবন দক্ষতা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আয়বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণ) নির্বাচিত এনজিওর মাধ্যমে।
- প্রশিক্ষণ শেষে সুবিধাভোগী একলক্ষ মহিলা প্রত্যেকে এককালীন ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান পাবে, যা তাদের বনিজ ব্যাংক হিসাবে ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার হবে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ:২২১৮.৬৫ লক্ষ; জিওবি: ২০০০.৯০ লক্ষ টাকা; পিএ: ২১৭.৭৫ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের ব্যয়:১৮৫.৩৩ লক্ষ টাকা; জিওবি: ০০.০০ লক্ষ টাকা; পিএ: ১৮৫.৩৩ লক্ষ টাকা।

২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ: ৫২৬৭.০০ লক্ষ; জিওবি: ৪৭০০.০০ লক্ষ টাকা; পিএ: ৫৬৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত আরএডিপি বরাদ্দ:১৯৫৯.০০ লক্ষ টাকা; জিওবি: ১৩৯২.০০ লক্ষ টাকা; পিএ: ৫৬৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের পুন: নির্ধারিত সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ:১০৬১.০০ লক্ষ; জিওবি: ৪৯৪.০০ লক্ষ টাকা; পিএ: ৫৬৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০২০-২১ অর্থ বৎসরের জুলাই থেকে জুন /২১ পর্যন্ত ব্যয় : ৫৩৫.৪৩৩ লক্ষ; জিওবি: ১২.৪০৩ লক্ষ টাকা; পিএ: ৫২৩.০৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প শুরু থেকে জুন/২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় : ৭২০.৭৬৩ লক্ষ টাকা ; জিওবি: ১২.৪০৩ লক্ষ টাকা; পিএ: ৭০৮.৩৬ লক্ষ টাকা।

১২। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রকল্প এলাকা	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ জিওবি (পিএ)	২০২০-২১ অর্থ বছরের তথ্য			মন্তব্য
				বরাদ্দ জিওবি (পিএ)	ব্যয়িত অর্থ জিওবি (পিএ)	অব্যয়িত অর্থ জিওবি (পিএ)	
উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারী'২০১৯ হতে ডিসেম্বর '২০২৪ পর্যন্ত।	খুলনা (দাকোপ,কয়রা, পাইকগাছা উপজেলা) এবং সাতক্ষীরা জেলা (আশাশুনি ও শ্যাম নগর উপজেলা)	মোট- ২৭৬৮৬.৭১ লক্ষ। জিওবি- ৬৭১৬.০০ লক্ষ। (পিএ- ২০৯৭০.৭১ লক্ষ)	৩০১.০০ লক্ষ (৪৪৬৯.০০ লক্ষ)	২৫৮.০৭লক্ষ (২৮৫৩.৪১ লক্ষ)	৪২.৯৩ লক্ষ (১৩১৫.৫৯ লক্ষ)	১। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ৮০পিস মাস্ক ০০০, বিতরণ করা হয়েছে। ২। জনশুমারি(Census)এর মাধ্যমে ৬৬,৫৮৯ টি পরিবারের তথ্য বিশ্লেষন করে প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগী নির্বাচনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩। ১৩,৩০৮ টি সুপেয় পানির ট্যাংক (২০০০ লিটার ধারন ক্ষশতা সম্পন্ন) ক্রয় করা হয়েছে। ৪। পরীক্ষামূলক খানা ভিত্তিকRWHSএর গুনমান সমীক্ষা ও উপকারভোগীর অভিজ্ঞতা জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। ৫। প্রকল্প এলাকার সকল সমাজ ভিত্তিক খাওয়ার পানির উৎস(১০৯৪টি জরিপ করা হয়েছে ও (টি স্থাপনা নির্বাচন বাস্তবায়ন যোগ্য সম্ভাব্য ৪৯৩ করা হয়েছে। ৬। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্তি পরিকল্পনা (Indigenous People's plan)এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ৭। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দলের (Team building workshop) সম্পন্ন হয়েছে। ৮। পিএসসি সুপারিশ অনুযায়ী জনশুমারী থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষন করে পানি ও জীবিকা অংশের জন্য সুবিধাভোগীর তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ৯। ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য একটি রিপোর্টিং ফরম্যাট (গাইডলাইনসহ) তৈরি করা হয়েছে। ১০। প্রকল্পের দুইটি Gender-Climate Nexus: Towards Equitable and Inclusive Transformation ট্রেনিং করা হয়েছে।

১৩। কর্মসূচির নামঃ "গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপনী কেন্দ্র (জয়িতা-কালীগঞ্জ)" কর্মসূচি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কর্মসূচি এলাকা	:	গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা।
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই'২০১৭-জুন'২০২২ জুন ২০২২ পর্যন্ত ১ (এক) বছর No Cost Extention করা হয়েছে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মহিলা বিষয়ক আধিদপ্তর।
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭৮২ ০০.লক্ষ টাকা ।
উদ্দেশ্য	:	● বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য সমিতিভিত্তিক দোকান বরাদ্দ দানের জন্য সমিতি ফরমেশন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রদান। ● মহিলা বিপনী কেন্দ্রে সমিতি ভিত্তিক দোকান বরাদ্দ প্রদান। ● দলীয় সংগঠনে সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাবের মধ্য দিয়ে ব্যবসায় পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগ মনোভাব সৃষ্টি করা।

- স্থানীয় চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বাণিজ্যিক প্রসার ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

কর্মসূচি এলাকা : গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা।

মোট উপকারভোগী : ৫০০ জন।

কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৩৫৫.৫১ লক্ষ টাকা এবং মোট অবমুক্ত ২০৪.৯১ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ২০৪.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে (৫৭.৬২%)।

কর্মসূচির বাস্তব অগ্রগতি :

- ভবনের অভ্যন্তরীণ সাটারিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ওভারহেড পানির ট্যাংক স্থাপন ও ভিতরের গ্লাসের পার্টিশনের কাজ চলমান।
- নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে ৫০ টি সমিতি নির্বাচন করা হয়েছে।
- ২৫০ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্রঃ নির্মাণাধীন ভবন

১৪। কর্মসূচির নামঃ মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপনীকেন্দ্র (জয়িতা মুন্সিগঞ্জ) কর্মসূচি

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
কর্মসূচি পরিচালকঃ	মো: মজিবুর রহমান সহকারী পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মোবাইল নং ০১৭১২০২০৪৬৭।
কর্মসূচির মেয়াদঃ	মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২১।
কর্মসূচির মেয়াদ (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে)ঃ	জুন/২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
কর্মসূচির মোট বরাদ্দঃ	৮৫৪.০০ লক্ষ টাকা।
২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্মসূচির মোট ছাড়কৃত অর্থঃ	১০৬.৫০ লক্ষ টাকা (এক কোটি ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)।
২০২০-২০২১অর্থ বছরে কর্মসূচির মোট ব্যয়	২৯.০১ (উনত্রিশ লক্ষ এক হাজার) লক্ষ টাকা।
২০২০-২০২১অর্থ বছরে ব্যয়ের অর্জিত হারঃ	২৭.২৩%।
কর্মসূচির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ঃ (শুরু হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত)	৩০.৪৫ (ত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) লক্ষ টাকা।
কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনভূক্ত সমিতি সমূহের উদ্যোক্তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ও বিপনণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
২০২০-২১ অর্থ বছরে অগ্রগতিঃ	জয়িতা মুন্সিগঞ্জ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জয়িতা মুন্সিগঞ্জ ভবন নিমার্ণের জন্য প্রস্তাবিত খাস জমির উপর মামলা হওয়ায় কর্মসূচির কার্যক্রম করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমান বিকল্প হিসাবে খাস জমির প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক মুন্সিগঞ্জ বরাবর ১৫/০৯/২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্য ১৬/০৯/২০২০ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাডভাইজারী কমিটির সভা বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্মসূচির আওতায় ২৫০ জন নারী উদ্যোক্তাদের ৩ মাস মেয়াদী (এপ্রিল/২০২১-জুন/২০২১) ৪ টি ট্রেডে ক) ফ্যাশন ডিজাইন: (ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন ধরনের পোশাক তৈরি, ব্লক বাটিক, হ্যান্ড

প্রিন্ট ইত্যাদি) খ) কারুপণ্য: পাটজাত দ্রব্য তৈরি (যেমন-ব্যাগ, ফাইল, ফোল্ডার, সিকা, টেবিল ম্যাট, ব্যানার, ওয়াল ম্যাট, কার্পেট, নামাজের বিছানা, বসার আসন ইত্যাদি) গ) নকশীকাঁথা: (বিভিন্ন নকশী করা ছোট ও বড় কাঁথা হাতের কাজ, ব্লক ও এপ্লিকের বেডশীট, বেডকভার, কুশন, সোফাম্যাট ইত্যাদি) ঘ) ক্যাটারিং ও বাজার ব্যবস্থাপনা: (খাবার তৈরি ও বিপনণ ব্যবস্থা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জয়িতা ভবণ নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমির বরাদ্দের জন্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গত ২২/০৫/২০২১ তারিখ জয়িতা ভবণ নির্মাণের জমির জন্য পরিচালক মহোদয়ের সমন্বয়ে গঠিত টিম মুন্সিগঞ্জ সদরে কয়েক খন্ড জমি পরিদর্শন করেন।

১৫। কর্মসূচির নামঃ_"নতুন নারী উদ্যোক্তা সৃজন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বহুমূখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন " শীর্ষক কর্মসূচি

মেয়াদ	:	জুলাই'২০১৯-জুন'২০২২।
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৩২.৭০ লক্ষ টাকা।
উদ্দেশ্য	:	বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে নতুন প্রজন্মের নারী উদ্যোক্তাদের কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
কর্মসূচি এলাকা	:	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর ও ফরিদপুর জেলা সদরে কর্মসূচি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
উপকারভোগী	:	মোট ৪৯৫০ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে) ।
কর্মসূচির বাস্তব অগ্রগতি	:	কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর ও ফরিদপুর জেলা সদরে কর্মসূচির আওতায় মে/২০২১ এর মধ্যে ৫৫ ব্যাচে ১৬৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	:	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ১৪৩.৯০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ব্যয় ১৪২.৮২ লক্ষ টাকা (৯৯.২৫%)।

চিত্রে কর্মসূচির আওতায় ট্রেনিং কার্যক্রম:

==========

১৬। ''কিশোরী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টিতে স্যানেটারী টাওয়েল প্রস্তুতকরণ ও বিতরণ ''

১।	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩।	কর্মসূচির নাম	:	কিশোরী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টিতে স্যানেটারী টাওয়েল প্রস্তুতকরণ ও বিতরণ কর্মসূচি।
৪।	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই'২০১৮-জুন'২০২১ (সংশোধিত)

৫।	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট ৪৯৪.৩৬ লক্ষ টাকা।
৬।	লক্ষ্য		কর্মসুচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের ৩২ জেলার ১২৮ টি স্কুলের ২৫,৬০০ জন কিশোরীকে বিনামূল্যে স্যানেটারী ন্যাপকিন সরবরাহ করার মাধ্যমে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যাক্তিগত পরিচ্ছন্নতা উন্নয়ন করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২৫৬ জন নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা ।
৭।	উদ্দেশ্য		তৃণমূল পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের কিশোরী ও মহিলাদেরকে স্যানেটারী ন্যাপকিন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ যা তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যাক্তিগত পরিচ্ছন্নতা (Personel hygiene) উন্নয়নে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখবে।
৮।	উপকারভোগীর সংখ্যা		২৫৬০০ জন কিশোরী
৯।	কর্মসুচির এলাকা	:	৩২ টি জেলা
১০।	মূল কার্যক্রম	:	নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২ টি জেলার (সদরে ২টি স্কুল এবং সুবিধাবঞ্চিত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১ টি উপজেলার ২ টি স্কুলের) ১২৮টি স্কুলের ২৫৬০০ জন কিশোরীকে বিনামূল্যে ৬,১৪,৪০০ (ছয় লক্ষ চৌদ্দ হাজার চারশত) স্যানেটারী ন্যাপকিন এর প্যাকেট সরবরাহ করা।
১১।	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	:	৭৮.৩০ লক্ষ টাকা ।
১২।	বাস্তব অগ্রগতি	:	১। কর্মসূচিটি ০৮ টি বিভাগের ৩২ (বত্রিশ) টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে । ২। ১২৮টি স্কুলের প্রতি স্কুলে ২০০ (দুইশত) জন ছাত্রীর মধ্যে প্রতিমাসে ২০০ প্যাকেট স্যানেটারী ন্যাপকিন বিতরন করা হচ্ছে। প্রতি জেলার ৪ টি স্কুলে ৮০০ প্যাকেট বিতরণ করা হয়। ৩। কর্মসূচির আওতায় ৩২ জেলায় ২৪ মাসের স্যানেটারী ন্যাপকিন বিতরনের কথা থাকলেও বাজেট সংকুলান না হওয়ায় গত ১১/০২/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এ্যাডভাইজারী কমিটির সভায় ২২ মাসের স্যানেটারী ন্যাপকিন বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে অবশিষ্ট বিতরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪। প্রতি মাসে উপকারভোগীর সংখ্যা ২৫,৬০০ জন। ৫। প্রতি জেলায় ০৮ জন করে মোট ২৫৬ জন নারীর উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে স্যানেটারী ন্যাপকিন তৈরী ও প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রাথমিকস্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৬। প্রতি মাসে ২৫,৬০০ জন স্কুলগামী কিশোরীর মধ্যে ন্যাপকিন বিতরন সম্পন্ন করা হয়েছে। ৭। ১২৮ জন স্কুল শিক্ষককে প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮। সচেতনতামূলক হিসাবে কর্মসূচি মেয়াদে সকল সভা সম্পন্ন করা হয়েছে। ৯। কর্মসূচিটি বাকি ৩২ টি জেলার পরিচালনার নিমিত্ত কর্মসূচির প্রস্তাব প্রনয়ন কাজ সম্পন করে PPNB প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ১০। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জুন'২০২১ এ কর্মসূচির মেয়াদ শেষ হয়েছে। কর্মসূচি মেয়াদে কর্মসূচির সকল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
১৩।	আর্থিক অগ্রগতি		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ ৭৮.৩০ লক্ষ টাকা। অবমুক্ত করা হয়েছে ৩৯.২২ লক্ষ টাকা। জুলাই হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৫,৮১,৭৯৫ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত রয়েছে ২,৪৪,২০৫ টাকা। এ পর্যন্ত মোট কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ৯৯%।

১৭। ‘‘কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ’’ কর্মসূচি।

কর্মসূচির বাস্তবায়নকালঃ	জানুয়ারী’২০১৬ হতে জুন’২০২১ পর্যন্ত (কর্মসূচির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আগামী জুন’২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।
২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দঃ	৫০০.৫০ (পাঁচ কোটি পঞ্চাশ হাজার) টাকা।
২০২০-২১ অর্থ বছরের ব্যয়:	১০৯.২৫৯ (এক কোটি নয় লক্ষ পচিঁশ হাজার নয়শত) লক্ষ টাকা।
মোট বরাদ্দ ও অর্থের উৎসঃ	৯৩০.৫০ (নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, বাংলাদেশ সরকার
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	**লক্ষ্যসমূহঃ** ১) বিএফএ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড অরফানেজ-এর মেয়েদের আশ্রয়ের জন্য আবাসন সুযোগ বৃদ্ধি। ২) উক্ত প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের জীবন মানোন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ৩) সীমানা প্রাচীর তৈরীসহ ভূমি উন্নয়ন এবং ৫ (পাঁচ) তলা ভিত বিশিষ্ট ৫(পাঁচ) তলা ভবন নির্মাণ। ৪) প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, যন্ত্রাংশ, সেলাই মেশিন সরবরাহ। ৫) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ। **উদ্দেশ্যঃ** সুনামগঞ্জ জেলার এতিম ও অসহায় কিশোরীদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা।
কার্যক্রমঃ	বাংলাদেশের গরীব, গৃহহীন, এতিম এবং বিভিন্নভাবে অসহায় পরিবারের মেয়ে শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিএফএ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড অরফানেজ-এর মেয়েদের আশ্রয়ের জন্য আবাসন সুযোগ বৃদ্ধি করে তাদেরকে কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার জন্য পৃথক দুটি ভবন নির্মাণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । উক্ত ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে সেখানে উল্লেখ সংখ্যক মেয়ের আবাসিক এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
২০২০-২১ অর্থ বছরের অগ্রগতিঃ	**উক্ত** কর্মসূচীর আওতায় একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে **চুড়ান্ত নক্শা অনুযায়ী নির্মাণ কাজের জন্য টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে।** ভবন ২ (দুই) টি নির্মাণের জন্য ই জিপি টেন্ডারের-মূল্য বাবদ বিগত ০৪/০৫/২০১৭ তারিখ ৭,৯৬,৮৭,৮০০/-(সাত কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার আট শত) টাকায় KINGDOM Builders Limited, House

no.470,Road no.31, DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206 কে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে কার্যাদেশ এবং স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী উক্ত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
বিগত ১০/১১/২০১৭ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি, উক্ত কর্মসূচির আওতায় ভবন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অবমুক্তি করা হলে উক্ত অর্থ প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি),আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এর বরাবরে ন্যস্ত করা হয়। বর্তমানে উক্ত কর্মসূচির আওতায় ভবন নির্মাণের কাজ পুরাদমে চলছে। বিগত ১১-১৩ এপ্রিল/১৯ তারিখে একটি ভবনের ১ম তলার ছাদ, ১৬-১৭ জুলাই/১৯ তারিখে ২য় তলার ছাদ, ১১-১২ সেপ্টেম্বর/১৯ তারিখে ৩য় তলার ছাদ এবং ১০-১১ নভেম্বর/১৯ তারিখে ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়। বিগত ২-৩ অক্টোবর/১৯ তারিখে অপর ভবনের ১ম তলার ছাদ, ৩০-৩১ ডিসেম্বর/১৯ তারিখে ২য় তলার ছাদ, ৮-৯ মার্চ/২০২০ তারিখে ৩য় তলার ছাদ ঢালাই এবং ৫-৬ আগস্ট/২০২০ তারিখে চতুর্থ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়। বর্তমানে প্লাস্টার, স্যানেটারী ফিটিং, দরজা-জানালা তৈরী, টাইল্স ফিটিংস এবং ইলেকট্রিক এর কাজ চলমান রয়েছে। এলজিইডি এবং কর্মসূচী এলাকায় টেলিফোনে প্রতিদিনই মনিটরিং করা হচ্ছে। ভবন ০২টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে সেখানে ১২৫-১৫০ জন মেয়ের একাডেমিকভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও আবাসিক সুবিধা পাবে।

১৮। প্রকল্পের নাম : **NATIONAL RESILIENCE PROGRAMME (DWA Part)**

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

কারিগরি সহায়তায় : UN Women

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারী ২০১৮ –ডিসেম্বর ২০২১

প্রকল্পের লক্ষ্য : জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি অবহিতিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও রিজিলিয়েন্স বৃদ্ধিকরণ ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রিজিলিয়েন্স বৃদ্ধিকরণ

প্রকল্পের মোট ব্যয় (কোটি টাকায়) মোট : ২৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা
জিওবি : ২৫৮.৯৮ লক্ষ টাকা
প্রকল্প সাহায্য: ২৬০৩.৪২ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা:

	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
ঘূর্নিঝড় প্রবণ এলাকা	খুলনা	কয়রা	দক্ষিণ বেদকাশী; মহেশ্বরীপুর
		দাকোপ	সুতারখালী; কামারখোলা
	কক্সবাজার	চকোরিয়া	সুরাজপুর; কাকাড়া
		টেকনাফ	সাবরাং; টেকনাফ সদর
	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	মুন্সিগঞ্জ; পদ্মপুকুর
		কালিগঞ্জ	কৃষ্ণনগর; চম্পাফুল
বন্যা এলাকা	জামালপুর	ইসলামপুর	বেলগাছা; চিনাডুলি
		দেওয়ানগঞ্জ	চিকাজানী; চরআমখাওয়া
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রামসদর	যাত্রাপুর; পাঁচগাছী
		চিলমারী	অষ্টমীরচর; রানীগঞ্জ
মোট	**জেলা - ৫**	**উপজেলা - ১০**	**ইউনিয়ন - ২০**

প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অগ্রগতি:

নীতিমালা, কৌশলপত্র, কর্মপন্থা প্রণয়ন

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'Gender Responsive Guideline for Design and Review of Development Projects 2009' পর্যালোচনার নিমিত্তে Policy advocacy brief তৈরী।
- LGED এর প্রকল্পসমূহ জেন্ডার সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে জেন্ডার মার্কার তৈরী।
- Sex, age disability disaggregated data বিষয়ক Protocol Guideline প্রণয়ন করা হয়েছে।
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ (National Plan for Disaster Management) জেন্ডার সংবেদনশীল করা হয়েছে।

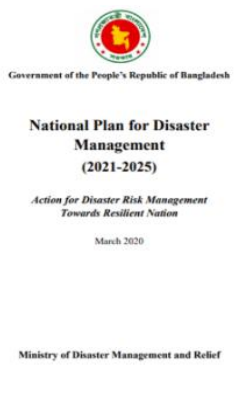

সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

- সাতক্ষীরা ও কক্সবাজার জেলার ২৭০০ জন বিপদাপন্ননারীকে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, Public Health in Emergency,নারী নেতৃত্ব, ০৫টি আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২৭০০ জন বিপদাপন্ননারীকে ১৫,০০০/- টাকার প্রোডাকটিভ এ্যাসেট এর অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

- ৫৬টি স্থানীয় পর্যায়ের নারী সংগঠন নির্বাচন করে ২৩৮ জনকে দুর্যোগ প্রস্তুতি, দুযোর্গ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ৯টি মডিউলের উপরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী সংগঠন গুলো ঘূর্ণিঝড় “Amphan এবং Yaas” এর সময় বিভিন্নভাবে সক্রিয় থেকে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে থেকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করেছে।
- ১২৮৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ৩৩১ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী **(সিপিপি)** স্বেচ্ছাসেবক ও ২৩৯ বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচী **(এফপিপি)** স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ বাবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং public health emergency বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- ১২৮৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ৩৩১ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবক ও ২৩৯ বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচী (এফপিপি) স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ বাবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং public health emergency বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১২৮৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ৩৩১ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবক ও ২৩৯বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচী (এফপিপি) স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ বাবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং public health emergency বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- LGED নির্মিত অবকাঠামো জেন্ডার সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে জেন্ডার মার্কার –এর উপর ২৫ জন LGED কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে৭ ৬ জন সাংবাদিক Media Sensitization on Gender Responsive Resilience বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- মাঠ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে COVID 19 এর প্রস্তুতিমূলক এবং Gender Impact on COVID বিষয়ক ৬টি audio visual এবং সাইক্লোন পূর্বভাস সম্পর্কিত ১২ টি audio visual প্রস্তুত করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকার ১৪৫৫০ মানুষের মাঝে ৭ টি কমিউনিটি রেডিও, ৬টি স্থানীয় পর্যায়ের নারী সংগঠন, ২৯টি এনজিও মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।
- আর্ন্তজাতিক গবেষণা কনফারেন্স ২টি বিশেষ সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। ১টি Disaggregated Data for Resilience Building এবং ২টি Untold Tales of Women Champions of Climate Change.

রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচী সমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

প্রতিবেদনাধীন মাসের নামঃ জুন/২০২১ **(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)**

ক্রঃ নং	ক) কর্মসূচির নাম খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং	বাস্তবায়ন কারী সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থ বছরের জুন '২১ পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	২০২০-২১ অর্থ বছরের জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২০-২১ অর্থ বছরের জুন ২০২১ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি(বরাদ্দের%)	শুরু থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	ক) ''কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ'' কর্মসূচি। খ) মোঃ জিলাল উদ্দিন কর্মসূচি পরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোন নং-, ০১৭৫৭৩০২৮২৬	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/ ২০২১ পর্যন্ত (কর্মসুচির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আগামী জুন/২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।)	**৯৩০.৫০**	৫০০.৫০ (পাঁচ কোটি পঞ্চাশ হাজার) টাকা।	২৫০.০৬ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছয় হাজার) টাকা ৪৯.৯৬%	১০৯.২৫৯ (এক কোটি নয় লক্ষ পচিশ হাজার নয়শত) টাকা ৪৩.৬৯%	৬২.০০ **%** **(**নির্মাণ কাজের**)**	৪০.০০ ২.৪৯ ১৩১.২২ ৬৯.৫০ ১৩৯.১৬ ১০৯.২৫৯ ৪৯১.৬২৯ (চার কোটি একানব্বই লক্ষ বাষট্টি হাজার নয়শত) টাকা (৫২.৮৩৫%)	বিগত ৩০/০৬২০২/১ তারিখে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের অব্যয়িত অর্থ ৩৯১.২৪১ লক্ষ মন্ত্রণালয়ে সমর্পন করা হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ **উক্ত** কর্মসূচীর আওতায় একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে **চুড়ান্ত নক্শা অনুযায়ী নির্মাণ কাজের জন্য টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে।** ভবন ২ (দুই) টি নির্মাণের জন্য ই জিপি টেন্ডারের-মূল্য বাবদ বিগত ০৪/০৫/২০১৭ তারিখ ৭,৯৬,৮৭,৮০০/-(সাত কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার আট শত) টাকায় KINGDOM Builders Limited, House no.470,Road no.31, DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206 কে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে কার্যাদেশ এবং স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী উক্ত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

বিগত ১০/১১/২০১৭ আফরোজ চুমকি তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের এমপি, উক্ত কর্মসূচির আওতায় ভবন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অবমুক্তি করা হলে উক্ত অর্থ প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি),আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এর বরাবরে ন্যস্ত করা হয়। বর্তমানে উক্ত কর্মসূচির আওতায় ভবন নির্মাণের কাজ পুরাদমে চলছে। বিগত ১১-১৩ এপ্রিল/১৯ তারিখে একটি ভবনের ১ম তলার ছাদ, ১৬-১৭ জুলাই/১৯ তারিখে ২য় তলার ছাদ, ১১-১২ সেপ্টেম্বর/১৯ তারিখে ৩য় তলার ছাদ এবং ১০-১১ নভেম্বর/১৯ তারিখে ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়। বিগত ২-৩ অক্টোবর/১৯ তারিখে অপর ভবনের ১ম তলার ছাদ, ৩০-৩১ ডিসেম্বর/১৯ তারিখে ২য় তলার ছাদ, ৮-৯ মার্চ/২০২০ তারিখে ৩য় তলার ছাদ ঢালাই এবং ৫-৬ আগস্ট/২০২০ তারিখে চতুর্থ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়। বর্তমানে প্লাস্টার, স্যানেটারী ফিটিং, দরজা-জানালা তৈরী, টাইল্স ফিটিংস এবং ইলেকট্রিক এর কাজ চলমান রয়েছে। এলজিইডি এবং কর্মসূচী এলাকায় টেলিফোনে প্রতিদিনই মনিটরিং করা হচ্ছে। ভবন ০২টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে সেখানে ১২৫-১৫০ জন মেয়ের একাডেমিকভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও আবাসিক সুবিধা পাবে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	বাজেট বরাদ্দ ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ২০২০-২০২১	ব্যয় ২০২০-২০২১	অব্যয়িত অর্থ
০১।	প্রধান কার্যালয়	৩০,৩১,৬৭	২৬,২৮,০৬	২০,৫৭,২১	৫,৭০,৮৫
০২।	জেলা কার্যালয় সমূহ	৪৬,০০,৯৬	৪১,৪৬,৯৮	৩৫,০৬,৩৭	৬,৪০,৬১
০৩।	উপজেলা কার্যালয় সমূহ	১০২,৯৯,৮৩	৯৭,৭৫,৯০	৯০,১২,৬৮	৭,৬৩,২২
০৪।	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহ	১৩,২৮,০৬	১১,৬৭,৯৭	৮,৫৩,৮৭	৩,১৪,১০
০৫।	মহিলা সহায়তা কেন্দ্র সমূহ	৬,০৩,৪৮	৫,৮৮,৯৮	৪,৭৬,৩২	১,১২,৬৬
০৬।	কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সমূহ	৩,৬০,৮৬	৩,৪৯,৩৬	৩,২১,৩৩	২৮,০৩
০৭।	দিবাযত্ন কেন্দ্র সমূহ	২০,২৭,৬৬	১৬,৩৫,০৬	১৩,৯৬,৯১	২,৩৮,১৫
০৮।	মহিলা, শিশু ও কিশোরী নিরাপদ হেফাজতী কেন্দ্র, গাজীপুর	৮৯,৯২	৮৯,০৬	৮১,০৭	৭,৯৯
	মোট =	**২২৩,৪২,৪৪**	**২০৩,৮১,৩৭**	**১৭৭,০৫,৭৬**	**২৬,৭৫,৬১**

পেনশন

মাসের নাম	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	সর্বমোট	মন্তব্য
জুলাই/২০২০	০০	০০	০০	০০	০০	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নিষ্পন্ন পেনশন কেসের বিবরণ
আগস্ট/২০২০	০০	০০	০০	০০	০০	
সেপ্টেম্বর/২০২০	০২	০০	০১	০০	০৩	
অক্টোবর/২০২০	০০	০০	০০	০২	০২	
নভেম্বর/২০২০	০০	০০	০০	০১	০১	
ডিসেম্বর/২০২০	০০	০০	০১	০০	০১	
জানুয়ারী/২০২১	০০	০০	০০	০০	০০	
ফেব্রুয়ারী/২০২১	০৫	০০	০২	০০	০৭	
মার্চ/২০২১	০০	০২	০০	০০	০২	
এপ্রিল/২০২১	০০	০০	০০	০০	০০	
মে/২০২১	০১	০০	০১	০১	০৩	
জুন/২০২১	০২	০০	০১	০০	০৩	
সর্বমোট	১০	০২	০৬	০৪	২২	

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত স্মারণী

২.১অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০জুন ২০২১ পর্যন্ত)

(লক্ষটাকায়)

মন্ত্রণালয়/সংস্থারনাম	ক্রমপুঞ্জিত অডিট আপত্তি		আগত অডিট আপত্তি		সর্বমোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	সর্বমোট টাকার পরিমান (লক্ষ টাকায়)	ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		মন্তব্য
	সংখ্যা	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকায়)				সংখ্যা	টাকার পরিমান (লক্ষটাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (লক্ষটাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
মহিলাবিষয়কঅধিদপ্তর												
রাজস্ব	১৬টি	৫৪৯৮.৮৬	৫৩টি	৫৩৪৪.০৫	৬৯টি	১০৮৪২.৯১	৫৭টি	৯টি	৩৫০৬.৭১	৬০টি	৭৩৩৬.২০	➢ প্রতিবেদনে ২০১৭-২০১৮অর্থ বছরের ২৫টি অডিট আপত্তি এবং জড়িত ২৮০৫.৩৭ (আঠাশ কোটি পাঁচ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার) লক্ষ টাকা এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ২৮টি অডিট আপত্তি এবং জড়িত ২৫৩৮.৬৮ (পঁচিশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার) লক্ষ টাকা অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। ➢ অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে ৬টি আপত্তির (অগ্রিম প্যারা) পুন: ব্রডশীট জবাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের লক্ষ্যে স্মারক নং ৩২.০১.০০০০.০০৪.০১.০১৮.০৯(অংশ-১)-২৭৩, তারিখ ১৭/০৬/২০২১ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ১টি ব্রডশীট জবাব অনুচ্ছেদ-১১ স্মারক নং ৩২.০১.০০০০.০০৪.০১.০১৮.০৯(অংশ-১)-২৭৯, তারিখ ২৮/০৬/২০২১ এর মাধ্যমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ব্রডশীট জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্রুতই প্রেরণ করা হবে। ➢ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হালনাগাদ প্রমানকসহ ব্রডশীট জবাব প্রেরণ পূর্বক দ্রুতই দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ➢ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উত্থাপিত অডিট আপত্তির অগ্রিম ও সাধারণ অনুচ্ছেদ এর ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতপূর্বক সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ➢ Entity Wide MTBF অডিটের আওতায় ২০১৪-১৭ সালের অনিষ্পন্ন ৬টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের

												আলোকে প্রস্তুতপূর্বক মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের প্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি/২০২১ তারিখে ১টি অডিট আপত্তি অনুচ্ছেদ-২.৩.২ নিষ্পত্তি হয়েছে। বাকীগুলো নিষ্পত্তির জন্য অডিট অফিসের মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতপূর্বক সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে।
উন্নয়ন	১৮৬ টি	২২৮৯০.১৮	১৯ টি	১২৫৩.৫৯	২০০টি	২৪১৪৩.৭৭	৪৩টি	১৫৭ টি	১৯৫৩৪.৪৭	৪৮টি	৪৬০৯.৩০	➢ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষায় উত্থাপিত ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ৬টি সম্পূর্ণ ও ৬টি আংশিক আপত্তি, নালিতাবাড়ী উপজেলা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্পের ২টি সম্পূর্ণ ও ৩টি আংশিক আপত্তি, কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের ৩টি সম্পূর্ণ ও ২টি আংশিক আপত্তি এবং উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রকল্পের ৩টি সম্পূর্ণ ও ৪টি আংশিক আপত্তিসহ মোট ১৪টি সম্পূর্ণ ও ১৫টি আংশিক আপত্তি এবং মোট জড়িত ১২০৩.৯৯ (বারো কোটি তিন লক্ষ নিরানব্বই হাজার) লক্ষ টাকা উন্নয়ন খাতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। ➢ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উন্নয়ন খাতের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব হালনাগাদ প্রমানকসহ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ পূর্বক দ্রুতই দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ➢ উন্নয়ন খাতের অনিষ্পন্ন অডিটআপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০২/০৯/২০২০ তারিখে অডিট পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্রুতব্রডশীটজবাবপ্রমানকসহসরবরাহকরারজন্যনির্দেশদেয়া হয়। রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের অন্যান্য প্রকল্পের অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব সংগ্রহের লক্ষ্যে ৩২.০১.০০০০.০০৪.০৬.০৪১.১১ (অংশ-১)-২২৮ স্মারক ও তারিখ ১০/০৮/২০২০ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখা ও প্রকল্প পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে তাগিদ পত্র দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রইদ্বি-পক্ষীয়ওত্রি-পক্ষীয়সভারমাধ্যমেনিষ্পত্তিরব্যবস্থানেওয়াহবে।

২.২অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থআত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেস সমূহের তালিকা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষার সন	অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জড়িত টাকার পরিমান	বর্তমানঅবস্থা
১.	২০১২-২০১৩	০১ (অগ্রিম)	সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৪,৫৫,১৫১.৯০টাকা আর্থিক ক্ষতি।	৪,৫৫,১৫১.৯০	২০/১১/২০১৯ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত/ সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০৭/০৬/২০২১ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মন্তব্যের আলোকে হালনাগাদ যথাযথ প্রমাণকসহ পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্রডশীটজবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ পূর্বক দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২.	২০১২-১৩	০২ (অগ্রিম)	সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ১,৬৩,৪০২.০০ রাজস্ব ক্ষতি ।	১,৬৩,৪০২.০০	২০/১১/২০১৯ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত/সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০৭/০৬/২০২১ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মন্তব্যের আলোকে হালনাগাদ যথাযথ প্রমাণকসহ পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্রডশীটজবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ পূর্বক দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩.	২০১২-১৩	০৫ (অগ্রিম)	সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ না দিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতাকে কার্যাদেশ দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৩৮,০৩,৫১৮.০০	২০/১১/২০১৯ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত/সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০৭/০৬/২০২১ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মন্তব্যের আলোকে হালনাগাদ যথাযথ প্রমাণকসহ পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্রডশীট জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ পূর্বক দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৪.	২০১৫-১৬	১১ (অগ্রিম)	খেলাপি ঋণের অর্থ আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ১৯,৪৮,৫৯,০০০.০০টাকা।	১৯,৪৮,৫৯,০০০.০০	২০/১১/২০১৯ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত/সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০৭/০৬/২০২১ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মন্তব্যের আলোকে হালনাগাদ যথাযথ প্রমাণকসহ পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা বরাবর পত্র প্রেরণ পূর্বক ব্রডশীট জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২৮/০৬/২০২১ তারিখ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বিভাগীয় মামলা গঠনঃ

ক্রঃ নং	মামলা নম্বর	অভিযুক্তের নাম, পদবী ও কর্মস্থল	অভিযোগ গঠনের তারিখ	মন্তব্য
০১.	২০২	জনাব মো: একরামুল হায়দার উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।	০১/০৬/২০২১	–
০২.	২০৩	জনাব মো: মিজানুর রহমান ভূইয়া গাড়ী চালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সদর কার্যালয়, ঢাকা।	০১/০৬/২০২১	-

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বিভাগীয় মামলা নিস্পন্নঃ

ক্রঃনং	অভিযুক্তের নাম, পদবী ও কর্মস্থল	অভিযোগের বিষয়	প্রাপ্ত দন্ডাদেশ	দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ
০১.	বেগম হোসনে আরা মিনা অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, গোপালপুর, টাংগাইল।	কর্মকর্তাদের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অশোভনীয় আচারণ এবং অনিয়মিতভাবে কর্মস্থলে আগমন ও প্রস্থান।	০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করা হয়।	১৩/০৬/২০২১

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় সম্প্রসারণ

১৯৮৪ সালে দেশের বৃহত্তর ২২টি জেলা এবং ১৩৬ টি থানা নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯০ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে ৪২টি জেলা ও ১০০টি উপজেলা এবং তৎপরবর্তী সময়ে আরো (৮০+৮০+৩৪)=১৯৪ টি উপজেলায় অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া যায়। বর্তমানে ৬৪ টি জেলা ও ৪৩০ টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। তাছাড়া আরো ২টি নতুন উপজেলার অনুমোদন হয়েছে। যার সেটআপ প্রক্রিয়াধীন।

সম্প্রসারিত জনবল

মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠনকালে জনবল ছিল ৯৭৭ জন। পরবর্তীতে নতুন ৪২টি জেলা এবং ২৯৪ টি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া যায়। এছাড়া অধিদপ্তরাধীন ২৩টি উন্নয়ন প্রকল্প রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রেক্ষিতে বর্তমানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৩৬০০ টি।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা বিষয়ক

তথ্য ও যোগাযোগ

তথ্য ও যোগাযোগ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ওয়েব সাইট ঃ www.dwa.gov.bd
ই-মেইল ঃ dwadhaka@gmail.com

তথ্য প্রদান ইউনিট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সামাজিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বহুল মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে মূল্যবোধ সঞ্চারের ক্ষেত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছ , দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ত্রিশ বৎসরের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে উন্নীত করণের জাতীয় লক্ষ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালনের রূপকল্প বিবেচনায় বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছেন।

সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে আরো বেগবান ও গতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে কম্পিউটার সরবরাহ করা হচ্ছে। সদর কার্যালয়ে আইসিটি সেল স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং এর গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবাসমূহ উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক ও অন্যান্য মাধ্যমের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য একটি ওয়েব সাইট ও ই-মেইল খোলা হয়েছে। এতে একদিকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং এর গুরুত্বপূর্ন নাগরিক সেবা সম্পর্কে আপামর জনসাধারণ, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক ও বিভিন্ন মাধ্যম অবহিত হতে সক্ষম হবে। অপরদিকে মাঠ পর্যায়ের সাথে সদর কার্যালয় এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ সহজ ও ত্বরান্বিত হবে।

জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানের নিমিত্ত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ০১টি ৬৪ টি জেলা কার্যালয়ে ৬৪ টি এবং জেলাধীন উপজেলাগুলোতে তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করা হয়েছে। তথ্য প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

উপজেলা পর্যায়ে ঃ

- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - আপীল অথরিটি

জেলা পর্যায়ে ঃ

- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
- মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ঢাকা - আপীল অথরিটি

সদর কার্যালয়ে ঃ

- উপপরিচালক রেজিঃ ও জনসংযোগ) - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
- কম্পিউটার প্রশিক্ষক - বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
- সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - আপীল অথরিটি
  বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তথ্য কমিশন ঃ

- জনাব মরতুজা আহমদ - প্রধান তথ্য কমিশনার
  তথ্য কমিশন
  প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
  এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা,শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
  ইমেইল: cic@infocom.gov.bd, ফোন : ৯১১৩৯০০, ৮১৮১২১৮,৮১৮১২১৯, ফ্যাক্স : ৯১১০৬৩৮
  www.infocom.gov.bd

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের **তথ্য প্রদান ইউনিট** এ নিম্নোক্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে। যথা ঃ

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তথ্য প্রবাহ জনগণের কাছে সহজলভ্য ও তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং চাহিত তথ্যাদি অনুযায়ী তা সরবরাহ করাই তথ্য প্রদান ইউনিটের মূল উদ্দেশ্য।

২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ।

৩। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণের বাস্তবায়ন অগ্রগতির লক্ষ্যে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদকরণ ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

৪। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কিত তথ্যাদি বিভিন্ন সময় প্রেরণ করা।

৪। জেলা/উপজেলা থেকে প্রাপ্ত ত্রৈমাসিক রিপোর্ট এর ভিত্তিতে বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরী করা ও তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা।

৫। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা।

তথ্য প্রদান ইউনিটে যোগাযোগ -

মাহমুদা বেগম দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপপরিচালক (রেজিঃ ও জনসংযোগ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা। মোবাইল ঃ ০১৮১৭৬৪৫৭০০ ই-মেইল ঃ mahmudadwaad@gmail.com	খালেদা খাতুন (মুক্তি) বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কম্পিউটার প্রশিক্ষক তথ্য প্রদান ইউনিট মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা। মোবাইল ঃ ০১৫৫২৪৩১৮২৫ ই-মেইল ঃ khaledamukti7@gmail.com

* সদর কার্যালয় ও জেলা/উপজেলা কর্মকর্তাদের নাম, টেলিফোন নম্বর বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েব সাইট www.dwa.gov.bd এ পাওয়া যাবে।

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

বরাবর

.....

..... (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১. আবেদনকারীর নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

বর্তমান ঠিকানা ঃ

স্থায়ী ঠিকানা ঃ

টেলিফোন /মোবাইল নম্বর ঃ

পেশা ঃ

২. কি ধরনের তথ্য পেতে আগ্রহী ঃ
(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)

৩. কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী ঃ
(ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি)

৪. তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

আবেদনের তারিখ ঃ ----------

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'খ'

(বিধি ৫ দ্রষ্টব্য)

তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

আবেদন পত্রের সূত্র নম্বর ঃ তারিখ ঃ

প্রতি

আবেদনকারীর নাম ঃ.....

ঠিকানা ঃ.....

বিষয় ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .....তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা ঃ-

১।
.....
.....।

২।
.....
.....।

৩।
.....
.....।

(.....)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ঃ

পদবী ঃ

দাপ্তরিক সীল

ফরম 'গ'

(বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

আপীল আবেদন

বরাবর

.....

..... (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ

.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ

২। আপীলের তারিখ ঃ

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) ঃ

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন। ঃ

আপীলকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ঘ'

(বিধি ৮ দ্রষ্টব্য)

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা ঃ-

টেবিল

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ ৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদুর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোন আইন বা সরকারী বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে।
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।

তথ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য চালান কোড নং ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭

ফরম-'ক'

(প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য)

অভিযোগ দায়েরের ফরম

অভিযোগ নং.....।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ----------

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ----------

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ----------

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ----------

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেই ক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ----------

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ----------

৭। অভিযোগে উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয়ঃ----------
কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

<u>সত্যপাঠ</u>

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ফরম-'খ'

(প্রবিধান -৫(১) দ্রষ্টব্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরবকার

তথ্য কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সমন

প্রতি তারিখঃ----------

যেহেতু অভিযোগকারী ---------- (নাম ও ঠিকানা)----------

----------আপনার/আপনাদের বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ এর অধীন ----------নং অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন এবং তথ্য কমিশন অভিযোগের বিষয়টি নিস্পত্তি করণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছে, সেহেতু এতদ্বারা আপনাকে/আপনাদেরকে আগামী ---------- তারিখ ---------- ঘটিকায় তথ্য কমিশন অফিসে হাজির হইয়া ব্যক্তিগতভাবে অথবা মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে আনীত অভিযোগের (অভিযোগের কপি সংযুক্ত) জবাব দাখিল এবং শুনানীতে অংশগ্রহণ করিবার জন্য সমন জারী করা হইল।

আরও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, উল্লিখিত তারিখে আপনি/আপনারা অনুপস্থিত থাকিলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই অভিযোগ শুনানী করিয়া নিস্পত্তি করা হইবে।

তথ্য কমিশনের আদেশক্রমে,

কমিশনের সীলমোহর (কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
তথ্য প্রদান ইউনিট
৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
ওয়েব সাইট ঃ www.dwa.gov.bd
ই-মেইল ঃ dwadhaka@gmail.com

স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা,২০২১

পটভূমি ঃ জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সুষম উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্ব শর্ত। এ উপলব্ধি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করেন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ নারী সমাজের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সনে জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। যা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আজ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধে মহীয়ান। এই অধিদপ্তর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করছে।

লক্ষ্য ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি বা বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য প্রণীত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশে অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং নাগরিকদের তথ্যে প্রবেশাধিকার বিষয়ে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে।

উদ্দেশ্য ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ৬৪ টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা।

যৌক্তিকতা ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম, সেবা প্রদান পদ্ধতি, সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ যাবতীয় তথ্যাবলী সর্ম্পকে প্রত্যেক নাগরিকের জানার অধিকার রয়েছে এবং এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তথ্য প্রবাহ জনগণের কাছে সহজলভ্য করা এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করণার্থে তথ্য প্রদান ইউনিট গঠনসহ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৬(১) ধারার বিধান মতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত তথ্য প্রকাশ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

১। নির্দেশিকার ভিত্তি ঃ

শিরোনাম ঃ এ নির্দেশিকা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা,২০২১ নামে অভিহিত হবে।

প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ ঃ মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ঃ মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুমোদনের তারিখ ঃ **২২/০৩/২০২১**

২। সংজ্ঞাসমূহ ঃ

'তথ্য' অর্থ -	তথ্য অধিকার আইনে প্রদত্ত তথ্যের সংজ্ঞা অনুসারে **এ** দপ্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়সমূহ;
তথ্য প্রদান ইউনিট' অর্থ -	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও অধীনস্ত সকল দপ্তরসমূহ (উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত) কর্তৃক তথ্য প্রকাশের লক্ষ্যে গঠিত তথ্য প্রদানকারী ইউনিট;
অন্য পক্ষ -	তথ্য প্রকাশকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত প্রকাশিত তথ্যের সাথে জড়িত অন্য কোন পক্ষ;
'কমিশন' অর্থ -	তথ্য কমিশন
'মন্ত্রণালয়' অর্থ -	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
'কর্তৃপক্ষ' অর্থ -	প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিট এর অফিস প্রধান কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হবেন;
'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' ও 'বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ -	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও এর অন্তর্ভূক্ত হবেন;
তঅআ, ২০০৯ -	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯
তঅবি, ২০০৯ -	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯
স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ -	তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত সংস্থা ও অফিস সমূহের তথ্য এই নির্দেশিকায় নির্দেশিত মানদন্ড ও পদ্ধতি অনুসারে স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ ও প্রচার;
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল -	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল।

৩) তথ্যের শ্রেণীবিভাগ ঃ

ক) স্বেচ্ছায় প্রকাশযোগ্য তথ্য ঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের গঠন ও পটভূমি, সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল, সংস্থার কার্যপরিধি, সেবা প্রদানের নিয়মাবলী, আর্থিক বরাদ্দ ও আয়-ব্যয়ের তথ্য, বিধি-বিধান, নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, নিয়োগ, ক্রয় ও চুক্তি সংক্রান্ত তথ্য, প্রকাশনা ও তথ্য লাভের অধিকার সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি স্বেচ্ছায় প্রকাশযোগ্য তথ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ) প্রকাশযোগ্য নয় এরূপ তথ্য ঃ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এসিআর/এফডিআর, ব্যাংক হিসাব, আদালতে বিচারাধীন ও নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিষয়, তদন্তাধীন বিষয় এবং ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা হবে না। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারার বিধানাবলী অনুসরণীয় হবে।

গ) আংশিক প্রকাশযোগ্য তথ্য: এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৯) উপধারার বিধানাবলী অনুসরণীয় হবে।

ঘ) এছাড়াও তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা অনুযায়ী এ অধিদপ্তর ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে সংরক্ষিত সকল নথি ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে।

৪) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা ঃ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকাশযোগ্য সকল তথ্যের অনুলিপি তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে নিয়মিত প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন, এতদসংক্রান্ত বিধি বিধান ও এ নির্দেশিকার আলোকে প্রদত্ত দায়িত্ব নিয়মিত সরকারি দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হবে।

৫) তথ্য হালনাগাদ করণের সময়সীমা ঃ ওয়েবসাইটের তথ্য প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা করতে হবে এবং কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হলে হালনাগাদ করতে হবে। সিটিজেন চার্টার প্রতি ছয় মাস পর পর পরীক্ষা করে পরিবর্তন থাকলে হালনাগাদ করতে হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতি বছর জুলাই মাসে প্রকাশ করতে হবে। এ লক্ষ্যে এপ্রিল মাস হতে কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

৬) তথ্য প্রকাশের মাধ্যম ঃ ওয়েবসাইট, বার্ষিক প্রতিবেদন, নিউজলেটার, নোটিশ বোর্ড, সিটিজেন চার্টার, লিফলেট/বুকলেট, প্রেস ও মিডিয়া রিলিজ/কনফারেন্স, সংবাদপত্র, এসএমএস মেসেজ, হার্ড কপি বাইন্ডার পদ্ধতিতে তথ্য প্রকাশ করা যাবে। কোন তথ্য কোন মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে তা তথ্য প্রদানকারী ইউনিট নির্ধারণ করতে পারবে।

৭) তথ্য প্রকাশের ভাষা/মাধ্যম ঃ যতদূর সম্ভব বাংলায় তথ্য প্রকাশ ও সরবরাহ করতে হবে। ওয়েবসাইট এবং নিউজলেটারের ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশ ও প্রচার করা যাবে। ওয়েবসাইট প্রমিত সফটওয়্যারে প্রকাশ করতে হবে যাতে নিয়মিত হালনাগাদ করা যায় এবং সহজে প্রবেশ করা যায়।

৮) তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ঃ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য বিনামূল্যে ডাউনলোডযোগ্য হবে। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রকাশনা বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে। তবে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত তথ্যের জন্য প্রকৃত মূল্য আদায় করতে হবে। তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ফরম 'ঘ' এ নির্ধারিত হারে তথ্যের মূল্য আদায় করতে হবে। আদায়কৃত অর্থ দ্রুততার সাথে ট্রেজারী চালান কোড নং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা দিতে হবে এবং তথ্য কমিশনে বছর শেষে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

৯) অনুরোধের প্রেক্ষিতে তথ্যাদি সরবরাহ ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রাপ্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে ৯ ধারার বিধানাবলী অনুসরণক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করবেন অথবা অপারগতার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে যথাযথ নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করবেন। তথ্য প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি ওয়েব সাইটে আপলোড করতে হবে।

১০) আপীল প্রক্রিয়া ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৪ ধারা অনুযায়ী উক্ত দপ্তরের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন অফিসের প্রশাসনিক প্রধানের নিকট আপীল দায়ের করা যাবে। আপীল কর্মকর্তার আদেশ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করবেন। অন্যদিকে আপীল কর্তৃপক্ষের আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তর সমূহের কর্মকান্ডে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অধিদপ্তর নিম্নোক্ত তথ্যাদি স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশ করবে ঃ

১। প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য ঃ

- আইনগত ভিত্তি
- অভ্যন্তরীণ প্রবিধানমালা
- কার্যাবলী এবং ক্ষমতা

২। অধিদপ্তর সম্পর্কিত তথ্য ঃ

- সাংগঠনিক কাঠামো
- জনবল
- দায়িত্বাবলী
- সিটিজেন চার্টার

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য
- বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য
- অবসর সংক্রান্ত তথ্য
- কর্মকর্তাদের নাম, টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল

৩। পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

- পরিকল্পনাসমূহ
- আইন/বিধিমালা/প্রবিধিমালা/ নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্র ইত্যাদি
- কার্যক্রমসমূহ ও কার্যপ্রণালী
- প্রতিবেদন ও বিবরণী
- মনিটরিং এবং মূল্যায়ন
- দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত দলিলপত্র ও উপাত্তসমূহ

৪। সিদ্ধান্ত ও আইন সমূহ ঃ

- জনগণকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত ও কার্যসমূহ : দলিলপত্রের যে সব তথ্য ও দলিলপত্রের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত সমূহ ও কার্যসমূহ গৃহীত হয়েছে সে সব উল্লেখসহ জনগণকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম;

৫। প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

- প্রকাশিত প্রকাশনা সমূহের তথ্য ও বিনামূল্যে সর্বসাধারনের জন্য পরিদর্শনযোগ্য প্রকাশনা
- সিটিজেন চার্টার
- নারী উন্নয়ন নীতি
- বার্ষিক প্রতিবেদন
- পুস্তিকা/প্রচারপত্র,লিফলেট, ব্রশিউর, পোষ্টার,বিভিন্ন ফরম
- লাইব্রেরির বইয়ের তালিকা
- তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাবলী

৬। আর্থিক তথ্যঃ

- প্রস্তাবিত বাজেট
- প্রকৃত আয় এবং ব্যয় সংক্রান্ত (বেতন ও ভাতা সহকারে) তথ্য
- অন্যান্য অর্থ সর্ম্পকীয় তথ্যাবলী
- নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও নিরীক্ষার জবাব

৭। উন্মুক্ত সভা সংক্রান্ত তথ্যঃ

- সভা সংক্রান্ত তথ্য (কর্মশালা, সেমিনার)
- উন্মুক্ত সভা এবং সভায় অংশগ্রহণ পদ্ধতি এবং প্রত্যাশিত ফলাফল

৮। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অংশগ্রহণ ঃ

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগনের পরামর্শ গ্রহণ ও জনগনের অংশগ্রহণ পদ্ধতি এবং প্রত্যাশিত ফলাফল

৯। ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যঃ

- সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ, বৈশিষ্ট্য এবং দরপত্রসমূহের সিদ্ধান্তের ফলাফল
- উন্নয়ন প্রকল্প এর ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি
- চুক্তির অনুলিপি ও চুক্তি সম্পাদন প্রতিবেদন

১০। সংরক্ষিত তথ্যাবলীঃ

- ডাটাবেইজের তালিকা এবং ডাটাবেইজে সংরক্ষিত তথ্যসমূহের বর্ণনা
- ই- সার্ভিস
- অনলাইন, ওয়েব সাইট পরিদর্শন ইত্যাদি

- সংরক্ষিত নথিসমূহের সূচি অথবা রেজিষ্টার

১১। জনগণের জন্য প্রদেয় আবাসন সেবা সমূহ ঃ

- কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র
- কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল
- মহিলা সহায়তা কেন্দ্র
- মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর

১২। আবাসিক/অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহ ঃ

- শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী
- বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ
- মহিলা হস্ত শিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর
- মহিলা হস্ত শিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী
- মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র , জিরাবো, সাভার
- মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বাগেরহাট
- মা 'ফাতেমা (রাঃ) মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কমপ্লেক্স, সারিয়াকান্দি
- জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী

১৩। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ

- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল/কমিটি
- সেলের মাধ্যমে প্রদত্ত আইনগত সেবা প্রদান
- নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা
- সুবিধা ভোগীদের তালিকা

১৪। সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

- খাদ্য নিরাপত্তা (ভিজিডি)
- দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা
- কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল
- উপজেলা পর্যায়ে মহিলা আয়বর্ধক কর্মসূচি (আইজিএ)
- কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প

১৫। দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান ঃ

* ক্ষুদ্রঋণ বরাদ্দ, বিতরণ পদ্ধতি ও আদায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা
* চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র
* বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র 'অঙ্গনা'
* সেলাই মেশিন বিতরন সংক্রান্ত তথ্য

১৬। সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতামূলক তথ্য ঃ

* উঠান বৈঠক, কর্মশালা/সেমিনার
* বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ উদযাপন
* নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ ও জেন্ডার সমতা আনয়ন

১৭। মহিলা সমিতি নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ ঃ

* নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতির তালিকা/তথ্য
* বার্ষিক অনুদান বিতরণ, বার্ষিক অনুদান বিতরণ নীতিমালা ও পদ্ধতি

১৮। উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য ঃ

* উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা, মেয়াদ, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১৯। তথ্য সংরক্ষণ সম্পকিত তথ্য ঃ

- যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স
- তথ্য উপাত্তে সংরক্ষিত তথ্যের বিবরণ (নোটশীট ব্যতীত)

২০। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্য ঃ

- তথ্য জানার জন্য আবেদন পদ্ধতি (আবেদন, আপিল এবং অভিযোগ ফরম)
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য
- তথ্যের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও আবেদনের তারিখসহ বিষয় বস্তুর বর্ণনা
- আবেদনের বর্তমান অবস্থা

২১। আপীল সংক্রান্ত তথ্য ঃ

- আপীলের ফলাফল
- তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ
- তথ্য কমিশনের চুড়ান্ত আদেশ

২২। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য ঃ

- জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যে কোন তথ্য

২৩। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদত্ত ডাউনলোড/প্রিন্টযোগ্য তথ্যের তালিকা ঃ

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ই-মেইল ঃ dwadhaka@gmail.com ওয়েব সাইট ঃ www.dwa.gov.bd

২৪। যে সকল তথ্যাদি প্রকাশ করা যাবে না ঃ

- নোটশীটের ফটোকপি
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এসিআর/এফডিআর, ব্যাংক হিসাব
- আদালতে বিচারাধীন ও নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিষয়, তদন্তাধীন বিষয়
- ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত
- নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতি হুমকি
- বিদেশী সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য ইত্যাদি প্রকাশ করা যাবে না।

এছাড়াও তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারার বিধানাবলী অনুসরণীয় হবে।

২৫। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হতে অন্য কোন তথ্য প্রাপ্তির জন্য করণীয় বিষয়সমূহ ঃ

২৫.১ তথ্যের জন্য আবেদন ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর যে কোন তথ্য প্রাপ্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করতে হবে;

১) নির্ধারিত ফরমে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা,২০০৯) এর বিধি ৩ মতে ফরম 'ক' তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে;

২) লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদন করতে হবে;

৩) নির্ধারিত ফরম পাওয়া না গেলে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে সাদা কাগজে বা ইলেট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলে আবেদন করা যাবে-

- আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ফ্যাক্স নং, ই-মেইল ঠিকানা;
- যে তথ্যের জন্য আবেদন করা হয়েছে উহার নির্ভূল ও স্পষ্ট বর্ণনা।
- কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করে, অনুলিপি নেয়া, নোট বা অন্য যে কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।

২৫.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি ঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদান কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইনের ৮(১) ধারার অধীনে অনুরোধ প্রাপ্তির পর ৯ ধারার বিধানমতে ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।

- একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন।

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে তিনি সে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে নির্ধারিত ফরমে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০০৯)এর বিধি ৫ মতে ফরম 'খ'(তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ) ১০ কর্মদিবসের মধ্যে অনুরোধকারীকে অবগত করবেন।
- তথ্যের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিকে তথ্যের জন্য নির্ধারিত ফিস/মূল্য (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০০৯) এর বিধি ৮ মতে ফরম 'ঘ' (তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করবে) পরিশোধ করতে হবে। আদায়কৃত অর্থ দ্রুততার সাথে ট্রেজারী চালান কোড নং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা দিতে হবে এবং তথ্য কমিশনে বছর শেষে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

২৫.৩ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার দায়িত্ব পালন করবেন এবং তথ্য অধিকার আইনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে সহায়তা করবেন।

২৬. আপীল দায়ের ঃ

কোন ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইনের ৯ ধারার উপধারা (১), (২) বা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদান কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে;

- সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে (ফরম 'গ' আপীল আবেদন (তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৬ মোতাবেক) আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করা যাবে।
- আপীল কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গত কারণে এ সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবেন।
- আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবেন অথবা আপীল আবেদনটি গ্রহণযোগ্য না হলে খারিজ করে দিবেন।
- তথ্য প্রদানের জন্য আপীল কর্তপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ৯ ধারার বিধান মতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।

২৭. অভিযোগ দায়ের ঃ

কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে নির্ধারিত ফরমে তথ্য কমিশনে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবরে অভিযোগ করতে পারবেন; ফরম 'ক' অভিযোগ দায়ের ফরম তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান ৩(১)।

- ধারা ১৩ এর উপধারা (১) উল্লেখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হলে;
- ধারা ২৪ এর অধীন আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে;
- ধারা ২৪ এ উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্ত না হলে;
- তথ্য কমিশন যুক্তিসংগত কারণে অভিযোগ দায়েরের সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবেন;
- কমিশনে অভিযোগ করা হলে তথ্য কমিশন ধারা ২৫ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- দায়েরকৃত অভিযোগ প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন ধারা ২৭ এ বিধানমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

২৮। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের বিবরণ ঃ

আপীল কর্তৃপক্ষ

মোঃ সায়েদুল ইসলাম
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৫৪৫০১২
ফ্যাক্স ঃ ৯৫৪০৮৯২
www.mowca.gov.bd

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

মাহমুদা বেগম
উপপরিচালক রেজি: ও জনসংযোগ)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৮১৭৬৪৫৭০০
ই-মেইল- mahmudadwaad@gmail.com
www.dwa.gov.bd

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

খালেদা খাতুন
কম্পিউটার প্রশিক্ষক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৫৫২৪৩১৮২৫
ই-মেইল- khaledamukti7@gmail.com
www.dwa.gov.bd

এ নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ অধীনস্থ সকল দপ্তর কর্তৃক অনুসৃত হবে।

রাম চন্দ্র দাস
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,ঢাকা
ফোন নং-৪৮৩১৯১৪৯

ই-সার্ভিস

ok রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় ই-সার্ভিস শাখা হতে ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণ ও সোস্যাল মিডিয়া (Facebook)পরিচালনাসহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন, ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ওয়েব সাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট

সোস্যাল মিডিয়া হিসাবে DwaDhaka নামে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ফেসবুক এবং ফেসবুক এর আওতায় ফেসবুক পেজ চালু রয়েছে। DWA Officer's Group নামে WhatsApp গ্রুপ রয়েছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ফেসবুক

অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরও প্রতিবছর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হচ্ছে ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে কার্যসম্পাদিত হচ্ছে। ১৭জুন/২০২১ মাঠ পর্যায়ের উপপরিচালকদের সাথে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে মহা পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

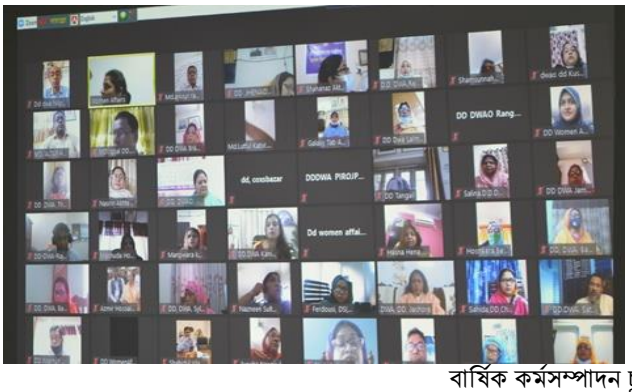
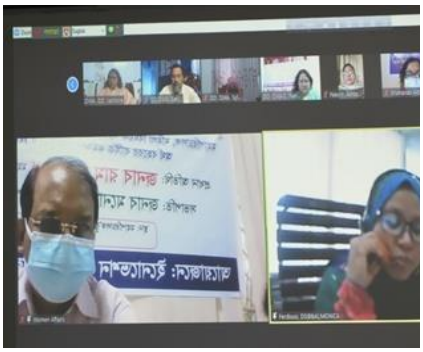

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগন ২ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত ৩ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বর্তমানে সমগ্র দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে।গত ১১/০৫/২০২১ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠিত হয়।

ইনোভেশন প্রশিক্ষণ

বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ ৬৪ টি জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এবং ৩৩৬ টি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ই-ফাইলিং কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

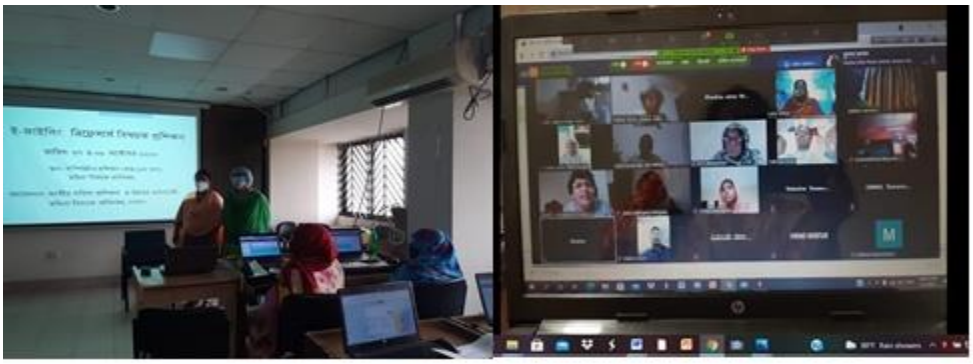

ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ

সেবা ও তথ্যের জন্য যোগাযোগ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর

(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ক্র: নং	নাম	পদবী	ফোন	বাসা	মোবাইল ও ই-মেইল
১.	ফরিদা পারভীন	মহাপরিচালক	৪৮৩১৯১৪৯		dwadhaka@gmail.com
২.	মনোয়ারা ইশরাত	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	৫৮৩১০৬২৯		০১৭৫৯৯৭৬৫৯৯ dwadhaka.directori@gmail.com
৩.	ড. শেখ মুসলিমা মুন	অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব)	৪৮৩২০৩৭৪		০১৭৭৮৬৮৫৫২১ skmuslimamoon@gmail.com
৪.	ফরিদা খানম	উপপরিচালক (ম্যাজিস্ট্রেট)	৪৮৩১৬৪৯২		০১৭২৬০৭৭০৫৫ faridazafrin7@gmail.com
৫.	সৈয়দা রোকেয়া জেসমিন	উপপরিচালক (অর্থ)	৫৫১৩৮০৩৫		০১৭১৫১১৬১১৩ srjesmin66@gmail.com
৬.	মোঃ আবুল কাশেম	উপপরিচালক (প্রশাসন)	৫৮৩১০৭৭০		০১৭১১৫৮৬০৬২
৭.	বেনুয়ারা খাতুন	উপপরিচালক (দিবাযত্ন)	০২২২২২২১১৯৬		০১৭১৮-৭৮৪২১৫ daycare.dwa@gmail.com
৮.	মাহমুদা বেগম	উপপরিচালক (রেজিঃ ও জনঃ)	৮৩৫০২৯৮		০১৮১৭৬৪৫৭০০ mahmudadwaad@gmail.com
৯.	আয়শা সিদ্দিকী	উপপরিচালক (পরিঃ ও মূল্যাঃ)	৫৮৩১০২৯৮		০১৭১৫-৮১৬৫৮৯ ayeshanargis04@gmail.com
১০.	শারমিন শাহীন	উপপরিচালক (ভিজিডি)	৯৩৩১২৭৭		০১৭৩১৫১৯০৫৫ adsharmin1@gmail.com
১১.	মোসাঃ নিলুফার রহমান	উপপরিচালক (সচেতনতা)	৪৮৩১৩৫৮২		০১৭১২৫৫৫১৪৭ nilufardd.dwa93@gmail.com
১২.	রেজিনা আরজু লাভলী	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)	২২২২২২৭০৮		০১৭১১৯০০১৮৮ dwa.ddtr@yahoo.com
১৩.	হাসিনা আখতার খানম	সহকারী পরিচালক (অর্থ)	২২২২২২৭৩১		০১৭১৫১১২২০৬ aktherhasina7@gmail.com
১৪.	ফাতেমা ফেরদোসী	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৪৮৩১৪৬৯১		০১৫৫৬৩১৬৮৬২ fatemaferdousy16@gmail.com
১৫.	শারীফা আখতার জাহান	সহকারী পরিচালক (প্রশা:২)			০১৭১৫৬৩৬৫৫০ akhter_sharifa@yahoo.com
১৬.	রুবিনা গনি	কর্মসূচি পরিচালক (মাতৃত্বকাল ভাতা)	৮৩১১৭৭৯		০১৭১২৫৮০৪৯৬ rubinaghani88@gmail.com
১৭.	নাহীদ সুলতানা	সহকারী পরিচালক (অঙ্গনা)			০১৭১৬৩৭৩৯৬২ nahid.dwa.dhaka@gmail.com
১৮.	মোসাম্মাৎ শাহনাজ খানম	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৫৮৩১২৩৫০		০১৭১৬৩৩৯১১২ mkshahnaj@gmail.com
১৯.	পারভীন আক্তার	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)			০১৭৭১৮৯৯৯১১ pervin771@gmail.com
২০.	শারমিন আরা	সহকারী পরিচালক (ডোসিয়ার)			০১৭৮৫৮১৭০৮৭ Sharminara1972@gmail.com
২১.	লাখসানা লাকী	সহকারী পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ)	৯৩৪৪২৪৫		০১৭২৭৯৩৩৪৩৩ llakhsana@yahoo.com
২২.	ফারহানা আখতার	গবেষনা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা)			০১৯১১২৮৫৫০০ farhanaakhtar_09@yahoo.com
২৩.	জান্নাতুল ফেরদৌস	গবেষনা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা)			০১৯১৬৮১৯২৮২ ferdousjannat2019@gmail.com

ক্র: নং	নাম	পদবী	ফোন	বাসা	মোবাইল ও ই-মেইল
২৪.	সৈয়দা কুদসিয়া নাহরিন	সহকারী পরিচালক (ভিজিডি)	৯৩৩১২৭৭		০১৭১৬৪৮৮১৩৩ sayedaqudsianahrin@gmail.com
২৫.	শেহেলী আহম্মদ	সহকারী পরিচালক (ভিজিডি)	৯৩৩১২৭৭		০১৫৫২-৪৭২৯৪১ shehely.a@gmail.com
২৬.	নার্গিস সুলতানা (জেবা)	সহকারী পরিচালক (পরি:, সমন্বয় ও সচেতনতা)			০১৭১৬৬০৮৬৮৪ zebanuha@gmail.com
২৭.	ড. শামীমা আক্তার	গবেষণা ও মনিটরিং কর্মকর্তা			০১৮৬৪৯৭৭৪৫০ Shameema964@gmail.com
২৮.	ডা: মাসুদা হোসেন খান	মেডিকেল অফিসার			০১৫৫২৪৬০০৬০ dr.masudakhan@yahoo.com
২৯.	মোঃ সাকাওয়াৎ হোসেন তালুকদার	সহকারী পরিচালক (সংসদ)			০১৭১৬৪১৭৯৯৭
৩০.	মোঃ মঞ্জুর আলম	সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)			০১৭১১৩৬১৩৪০ alam_monzur@yahoo.com
৩১.	মোঃ মজিবর রহমান	সহকারী পরিচালক (অডিট)			০১৭১২০২০৪৬৭ mojibdwa@gmail.com
৩২.	মোহাম্মদ কামাল হোসেন	সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)			০১৯২০৯৫০১৫২ kamalmkh@gmail.com
৩৩.	মোঃ জামাল উদ্দিন ভূইয়া	সহকারী পরিচালক (ল্যাকটেটিং)	৫৮৩১১৩৮৪		০১৬৮২১৬২২২৫ bmjamal301063@gmail.com
৩৪.	মোঃ জিলাল উদ্দিন	সহকারী পরিচালক			০১৭৫৭৩০২৮২৬ jilalmis@yahoo.com
৩৫.	ফাহমিদা আজিজ	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)			০১৭৩১৩০৬৩৬৬ fahmida25may@yahoo.com
৩৬.	মোঃ আল আমিন ভূঞা	সহকারী পরিচালক (ডে-কেয়ার)	৯৩৫৯৬৮১		০১৮১৮২১১৭৬৩ aminbhuiyan716@gmail.com
৩৭.	সাবিনা নাসরীন	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)			০১৯১৭৪২৮২২৭ sabina71.dwa@gmail.com
৩৮.	নাসরীন সুলতানা	সহকারী পরিচালক (দিবাযত্ন)			০১৮১৪৪৫৬৪৭১ nasrindwa@gmail.com
৩৯.	কামরুন নাহার	সহকারী পরিচালক (কে:ডে:)			০১৯১১০৩৬৩৮১ kamrun.nahar71@yahoo.com
৪০.	আশা রায়	সহকারী পরিচালক (মার্কেটিং)			০১৭৬৮০১৭৬৩৭ asharoy661@gmail.com
৪১.	আনিছা আফরোজ	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)	৫৮৩১১১১৫		০১৭১২১৭৫৬৭৮ anisatoufiq@gmail.com
৪২.	বিবি তহরা	সহকারী পরিচালক (রেজিষ্ট্রেশন)			০১৭১৬-৩৯১৬৫৭ bibitahura@gmail.com
৪৩.	মোঃ সাইদুর রহমান	গবেষনা কর্মকর্তা (পুষ্টি), প্রশিক্ষণ			০১৭১৪৬৩৪৩৩৯ Saidurrahmandwa2017@gmail.com
৪৪.	আফিফা খুরশীদ জাহান	প্রোগ্রাম অফিসার (প্রশিক্ষণ)			০১৭১৫০০৬২৯৬ afifa.dwa@gmail.com
৪৫.	মর্জিনা ইয়াসমিন	প্রোগ্রাম অফিসার			০১৭১২৫৫০১৪৩

ক্র: নং	নাম	পদবী	ফোন	বাসা	মোবাইল ও ই-মেইল
		(ই-ফাইলিং)			marzina95@gmail.com
৪৬.	শাহানা পারভীন	প্রোগ্রাম অফিসার (রেজিষ্ট্রেশন)			০১৭২১৬৪৬৮৮৪ shahanapervin097@gmail.com
৪৭.	নার্গিস আক্তার	প্রোগ্রাম অফিসার (অডিট)			০১৮১৫২২৭৮৮৯ a.nargis977@gmail.com
৪৮.	হোসনে লায়লা	প্রোগ্রাম অফিসার (ডে-কেয়ার)			০১৯১৪-৯৫০৯৩৩ liala01114@gmail.com
৪৯.	মুক্তা পারভীন	প্রোগ্রাম অফিসার (ক্ষুদ্রঋণ)			০১৭৯৭০৯৩৩৩০ muktaparvine157@gmail.com
৫০.	আয়েশা আক্তার	প্রোগ্রাম অফিসার (ভিজিডি)	৯৩৩১২৭৭		০১৭৯৭২৬১৬৯৭ ayshaakter190@gmail.com
৫১.	নুরুন্নেছা রেবা	প্রোগ্রাম অফিসার (মাতৃত্বকাল ভাতা)			০১৫২১৩২৭৪৬৩ rabaaminul@gmail.com
৫২.	মোর্শেদা খানম	প্রোগ্রাম অফিসার (দিবাযত্ন)			০১৭১১২৩৫৩৪৩ morshedawahed@gmail.com
৫৩.	নাহিদ সুলতানা	প্রোগ্রাম অফিসার (প্রশিক্ষণ)			০১৬৭৪৯৮২৬৩৩
৫৪.	মাহমুদা আক্তার	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)			০১৭১২২৬৭২৮৫ mahmuda.mita007@gmail.com
৫৫.	খালেকুন্নাহার	সহকারী পরিচালক (পরীঃ সমন্বয় ও সচেতনতা)			০১৭১৮৫৫৮৬৩৩ khalaqunnaher@yahoo.com
৫৬.	রায়হানা আজহার স্বর্ণা	প্রোগ্রাম অফিসার (প্রশাসন)			০১৭১৫৮১৫৮৫৩ jefry.du@yahoo.com
৫৭.	নাজনীন ফেরদৌস মজুমদার	প্রোগ্রাম অফিসার (ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি)			০১৫৩৬১৫৩৫০১
৫৮.	মোছা: নাসিমা খাতুন	প্রোগ্রাম অফিসার (মাতৃত্বকাল ভাতা)			০১৫৫৩-৪৭৩৬১৯ nasimakhatun0667@gmail.com
৫৯.	খালেদা খাতুন (মুক্তি)	বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা তথ্য প্রদান ইউনিট			০১৫৫২৪৩১৮২৫ khaledamukti7@gmail.com
৬০.	সৈয়দা নাসরীনা পারভীন	প্রোগ্রাম অফিসার (পরিকল্পনা শাখা)			০১৭১১৩৮৪৬৯৫ syedanasrina.parvin@gmail.com
৬১.	শামীমা আখতার খানম	সহকারী পরিচালক (মূল্যা:)			০১৫৫২৪৬৩৪৫৪ shamimaakhtershapna@yahoo.com
৬২.	ডালিয়া মৌসুমী খান	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), জীবিকায়ণ প্রকল্প			০১৮১৬৭৬৫৭২৯ Daliafaridpur০১@gmail.com
৬৩.	মোছা: জান্নাতুন ফেরদৌস	প্রোগ্রাম অফিসার (পরিকল্পনা)			০১৭৪০-৯০২৫৮৬ jannatunferdoush2000@gmail.com
৬৪.	শান্তা চ্যাটার্জী	প্রোগ্রাম অফিসার(এপিএ)			০১৭১৫৬৫৬৪৪৪ shantachaterjee17@gmail.com
৬৫.	রোকেয়া বেগম	পুলিশ ইন্সপেক্টর			০১৯১৫২২৫১৭৯ rokeya.dwa@gmail.com
৬৬.	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	সহকারী প্রোগ্রামার			০১৭১২০৩১৮৫৯ kaddus2010@gmail.com
৬৭.	মো: আব্দুল অদুদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯৩৫৫৮০৮		০১৮১৮৪০৭০৮৮ kaziwadud29@gmail.com

ক্র: নং	নাম	পদবী	ফোন	বাসা	মোবাইল ও ই-মেইল
৬৮.	গীতা দে	প্রশাসনিক কর্মকর্তা		৪৮৩২১৮৪৩	০১৭২০০৫২৩২৯ gitadey1964@gmail.com
৬৯.	মানিক কুমার সাহা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী			০১৬৭২৩২৩০৩১ shaonbluze@gmail.com
৭০.	ফারহানা আফরোজ	লাইব্রেরীয়ান			০১৯১১২৬৯৬০০ farhanaafroze21@gmail.com
৭১.	মোঃ শামীম আহসান	প্রশাঃ কাম-হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা			০১৮১৮৩৫১১২৯ shameemahasan646@gmail.com
৭২.	রমজান হোসেন খান	প্রশাঃ কাম-হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা			০১৭৩২৭১৩০৭৫ ramjan.hossain13@gmail.com
৭৩.	মোঃ আব্দুস শুকুর হাওলাদার	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা			০১৭১২৫২৮৮১৫ sukur.dwa@gmail.com
৭৪.	নাহিদ সুলতানা (ইভা)	সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা			০১৭০৪৮৮৮০৪০ eva.dwa@gmail.com
৭৫.	মোমেনা রহমান	সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা			০১৮১৭৪৪২২৬২ momena.dwa@gmail.com
৭৬.	তুহিনা খাতুন	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড)			০১৭৭৪০০১০৯৮ Tuhinakhatun1974@gmail.com
৭৭.	শাহানাজ পারভীন	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড)			০১৭১৬৬৫৩৬৮৩ shanajparvin1968@gmail.com
৭৮.	বিলকিছ ফাতেমা	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড)			০১৭১৫৮১১৩২৫ fatamabilkish@gmail.com
৭৯.	মুছা: মাজেদা খাতুন	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড)			০১৭৭৬০৯৬৬৫১ mazedadwa@gmail.com
৮০.	শাহীন সুলতানা	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড)			০১৭১১৪৫১০৭৫ Shahinsultana17@yahoo.com
৮১.	খাদিজা খাতুন	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড)			০১৭২০১০০৩৫২ Kahdizakhatun349@gmail.com

আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী এবং ফোন নম্বর

১.	শহীদ শেখ ফজিলাতুন-নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী, জিরানী, গাজীপুর	সুরাইয়া খাতুন	০১৭৭৯১৭০৫৪৬
২.	বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন উপপরিচালক	০৯১৬৩৬২৬/ ০১৫৫২৩৯৫০৭৩
৩.	মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরাবো, সাভার, ঢাকা	মিনু পারভীন (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	০১৭১২১৯৫৬৫৯
৪.	মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী	আজগর আলী (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	০৭২১-৭৬১৯৩৯/ ০১৫৫২৩৮২০৬৯
৫.	মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাগেরহাট	মো:মোখলেছুর রহমান (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	০১৭১১০৫৯৮০৭
৬.	মহিলা হস্তশিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর	মোঃমোরশেদ আলী খান উপপরিচালক, দিনাজপুর	০৫৩১৬৫০৪৩/ ০১৭৭৬৮৬৬৭১৬
৭.	মা ফাতেমা (রা:) মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কমপ্লেক্স, সারিয়াকান্দি, বগুড়া	লাইলা পারভীন নাহার	০১৭৮২০৪৬২৬৯

অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তার নাম, পদবী এবং ফোন নম্বর

১.	গ্রামীন মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরানী, গাজীপুর	জেবুন নাহার নার্গিস (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	০১৭১১১৮৭৫১৩

কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সমূহের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল

ক্রঃ নং	**হোস্টেলের নাম, ঠিকানা**	**হোস্টেল সুপারের নাম, পদবী**	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল আইডি
১	**২**	**৩**	**৪**
১	নাম: নীলক্ষেত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ঠিকানা: ২ নং বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা।	সাবেকুন নাহার হোস্টেল সুপার, মূলপদ: উপপরিচালক	০১৭৫৭৪০৭৩৩২/৫৮৬১৫৮৫২ hostelnilkhet@gmail.com
২	নাম: নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, ঠিকানা: টোলারবাগ, ২নং গেইট, মিরপুর-১, ঢাকা।	ছামিনা হাফিজ হোস্টেল সুপারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মূলপদ-উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১৭১৫১২৬০০১/৮০৫১১৭১ mkmhostel@gmail.com
৩	নাম: বেগম রোকেয়া কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ঠিকানা: ব: #এ, প: নং-৭, খিলগাঁও, ঢাকা।	রাহেনুর বেগম, হোস্টেল সুপার, মূলপদ: সহকারী পরিচালক	০১৭১২০৬০৪৬৫/৪৭২১৯৮৯৫ brkm.hostel@yahoo.com
৪	নাম: কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, চট্টগ্রাম। ঠিকানা: চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।	রোকেয়া বেগম, হোস্টেল সুপার মূলপদ: সহকারী পরিচালক	০১৭১১৮২৫১৬৪/০৩১-৬৭২৪৫৫ dwactghostel@gmail.com
৫	নাম: কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, খুলনা। ঠিকানা: বয়রা, খুলনা।	নবনীতা দত্ত	**মোবাইল-০১৭১৬২৪৫৩৮৮** dwaokhulna@gmail.com
৬	নাম: কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, রাজশাহী। ঠিকানা: বিলসিমলা, রাজশাহী।	ফেরদৌস রাবিয়া হোস্টেল সুপার পদের বিপরীতে কর্মরত মূলপদ-উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১৭৫৮৫০৭৭০৭/০৭২১-৬৭০৩৩১ kmh.dwa.rajshahi@gmail.com
৭	নাম: কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, যশোর। ঠিকানা: ভোলা ট্যাংক রোড, যশোর।	নাসরিন আখতার হোস্টেল সুপার (অ:দা:) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	**মোবাইল-০১৭২৭২৯৬১৬৬** dwaojessore@gmail.com
৮	নাম: গার্মেন্টস কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ঠিকানা: খেজুরবাগান, বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।	শাহিদা আক্তার হোস্টেল সুপারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মূলপদ-উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১৬৭-৪০২৭৭৪৫ ashuliahostel@gmail.com

৮টি বিভাগের উপ-পরিচালকগণের টেলিফোন/মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল এ্যাড্রেস

ক্রঃ নং	বর্তমান কর্মস্থল	নাম ও পদবী	মোবাইল, ফোন ও ই-মেইল এ্যাড্রেস
১	২	৩	৪
		ঢাকা বিভাগ	
১.	ঢাকা	ফাতেমা জহুরা উপ-পরিচালক	৯১১৭০৮৩/০১৭১৬-০১৪৪৪৯ dhakadwa@gmail.com
২.	নারায়নগঞ্জ	কামিজা ইয়াছমিন উপ-পরিচালক	৭৬৩১৬০০/**01819-190221** dwanarayanganj54@gmail.com
৩.	গাজীপুর	শাহনাজ আক্তার, উমবিক, কালীগঞ্জ উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১৮১৯-৯৫২৯১৯/৯২৫২১৯৫ dwaogazipur18@gmail.com
৪.	মুন্সিগঞ্জ	আলেয়া ফেরদৌসী, প্রোগ্রাম অফিসার(মুলপদ: উমবিক) উপ-পরিচালক (অতি: দা:)	০৬৯১-৬২৮১০/01919-518448 alayaferdousy@gmail.com
৫.	নরসিংদী	সেলিনা আক্তার উপ-পরিচালক (চ: দা:)	৯৪৬৩১১৫/০১৭১১৯৭১৮৩৮ dwaonarnindi@gmail.com
৬.	কিশোরগঞ্জ	মোঃ মামুন-অর রশিদ উপ-পরিচালক (চ: দা:) গ্রামীন প্রকল্প	০৯৪১-৬১৮৮৬/০১৭১০-২৮২৫৪৬ dwakishoreganj@gmail.com
৭.	মানিকগঞ্জ	নাসরীন সুলতানা উপ-পরিচালক	৭৭১০৮৯৯/**০১৭১৭-২১০৫৭৪** momanikganj@gmail.com
৮.	টাঙ্গাইল	মেহেরুন্নেছা মনি উমবিক, সখিপুর উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১৭২৮০৬৭৪৮৯/০৯২১-৬৩৫৯২ tangaildwa@gmail.com
৯.	ফরিদপুর	মাশউদা হোসেন উপ-পরিচালক (চঃ দাঃ)	০৬৩১-৬৩৫০৩/**01715140230** faridpurdwa@gmail.com
১০.	রাজবাড়ী	মোঃ আজমীর হোসেন উপ-পরিচালক (চ: দা:) গ্রামীণ প্রকল্প	০১৭১৫-২৫১০৯১/০৬৪১-৬৬০৬৫ uwaorajbari@gmail.com
১১.	শরীয়তপুর	রাফিয়া ইকবাল উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০৬০১-৫৫৯৫৪/০১৬২৪-৩৬৮৭৭২ dwaoshariatpur59@gmail.com
১২.	গোপালগঞ্জ	মোঃ আলতাফ হোসেন উপ-পরিচালক (চ: দা:) (M.I.S)	৬৬৮৫০৭৫/০১৫৫২-৪১৯৭৪৮ dwaogpj@gmail.com
১৩.	মাদারীপুর	সাবেকুন নাহার উপ-পরিচালক(সংযুক্ত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, নীলক্ষেত, ঢাকা (অতি: দায়িত্ব মাহমুদা আক্তার,উমবিক, রাজৈর)	০১৭১৬৬৩৩০৯২/০৬৬১-৬১৮০৭ mahmudaakter975@yahoo.com
		ময়মনসিংহ বিভাগ	
১৪.	ময়মনসিংহ	ফেরদৌসী বেগম উপ-পরিচালক	০৯১-৬৭৮২৩/০১৯৮২৯১৯৬৬৩ ferdoushi.begum121@gmail.com
১৫.	জামালপুর	কামরুন্নাহার, উমবিক,ইসলামপুর উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০৯৮১-৬৩৪১৪/০১৮৪৩৯৩৬৬১৯ dddwajamalpur@gmail.com
১৬.	নেত্রোকোণা	নাজনীন সুলতানা উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০৯৫১-৬১৬৩০/০১৭১৫-৬০৯১৭৬ nazneensultanadwa@gmail.com
১৭.	শেরপুর	মোঃ লুৎফুল কবীর উপ-পরিচালক (চ: দা:) গ্রামীণ প্রকল্প	০১৯১১-০৬৪৫০৬/০৯৩১-৬১০৮২ kabirdwa68@gmail.com

ক্রঃ নং	বর্তমান কর্মস্থল	নাম ও পদবী	মোবাইল, ফোন ও ই-মেইল এ্যাড্রেস
১	২	৩	৪
		চট্টগ্রাম বিভাগ	
১৮.	চট্রগ্রাম	মাধবী বড়ুয়া উপ-পরিচালক	০১৮১৮-২২৮২৩৩/০৩৩১-৬২০০১ dwaochittagong@gmail.com
১৯.	কক্সবাজার	সুব্রত বিশ্বাস উপ-পরিচালক (চ: দা:) **গ্রামীণ প্রকল্প**	০৩৪১-৬৩২১৮/০১৭১৮-৪২৬৮৯২ cox123dwa@yahoo.com
২০.	খাগড়াছড়ি	মোঃ মহিউদ্দীন আহমেদ উপ-পরিচালক	০১৭৪১১৭৪৩৭৮/০৩৭১-৬১৭৭২ moheuddin1971@gmail.com
২১.	বান্দরবান	আতিয়া চৌধুরী উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০১৭১৫-৭০৩২৩৬/০৩৬১-৬২৩৮৪ chowbhuryatia937@gmail.com
২২.	রাঙ্গামাটি	হোসনে আরা বেগম উপ-পরিচালক	০৩৫১-৬২৩৯৮/০১৭১৬-০২১৪৬৪ dwaoranga@gmail.com
২৩.	নোয়াখালী	কামরুন নাহার, উমবিক, সোনাইমুড়ি উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০৩২১-৬১৬৯০/০১৮১৫-৪৭৬৭৯৯ uwaosonaimuri@gmail.com
২৪.	লক্ষীপুর	সুলতানা জোবেদা খানম, উমবিক, রামগতি উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০৩৮১-৬২৩৬৩/০১৭১২৫১৭৫৫১ jmk.laxmipur@gmail.com
২৫.	ফেনী	নাছরিন আক্তার, উমবিক, দাগনভূঁইয়া, ফেনী। উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১৯১৪৬১৫২৬৬ nasrin071@gmail.com
২৬.	কুমিল্লা	কানিজ তাজিয়া, প্রোগ্রাম অফিসার, মূলপদ উমবিক, উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১৯১৬২৬৬৫৩৩/০৮১-৭৬০৫৭ comilladwao@gmail.com
২৭.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ভিকারুন নেছা উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০৮৬১-৫৩৭৮৩/০১৭১৫৪২০১৫৯ b.bariadwa@gmail.com
২৮.	চাঁদপুর	আমেনা বেগম, উমবিক, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর, উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১৭১৪২৩৭৮১৮/০৮৪১-৬৩৩০৩ ddchandpur2007@gmail.com
		সিলেট বিভাগ	
২৯.	সিলেট	মোছাঃ শাহিনা আক্তার উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০৮২১-৭১৩৫০২/০১৭২৬-৫৩৫০২০ shahinauwao@ gmail.com
৩০.	মৌলভীবাজার	শাহেদা আক্তার , উমবিক, শ্রীমঙ্গল উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১৯১১৭৪৮৯৭০ dwao.moulvibazar@gmail.com
৩১.	সুনামগঞ্জ	এ.জে.এম রেজাউল আলম বিন আনছার উপ-পরিচালক (চ: দা:) (সি বি ও)	০১৯১৬৬৬৫৬৬৭/০৮৭১-৬২৬৫২ dwa.sunamgonj@gmail.com
৩২.	হবিগঞ্জ	মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম উপ-পরিচালক (চ: দা:) MIS	০১৭১২-০৬৯৫২৫/০৮৩১-৫৩১৯০ dwahabiganj@gmail.com
		খুলনা বিভাগ	
৩৩.	খুলনা	হাসনা হেনা উপ-পরিচালক	০৪১-৭২০৪৫৩/০১৭১১-৪৪৮৯১১ nargisfatema@hotmail.com
৩৪.	বাগেরহাট	মনোয়ারা খানম , প্রোগ্রাম অফিসার, মূলপদ উমবিক,উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১৭১৮-০০৩২৪৩/০৪৬৮-৬৩৪৩৯ dwao.bager@gmail.com
৩৫.	সাতক্ষীরা	এ কে এম শফিউল আযম উপ-পরিচালক (চ: দা:) (M.I.S)	০৪৭১-৬৩৯৪৫/০১৭১১-৪৪৮৮৬০ dwaosatkhira@yahoo.com
৩৬.	যশোর	নাসরিন আখতার সুলতানা উমবিক,	০১৭২৭-২৯৬১৬৬/০৪২১-৬৫৪০৯

ক্রঃ নং	বর্তমান কর্মস্থল	নাম ও পদবী	মোবাইল, ফোন ও ই-মেইল এ্যাড্রেস
১	২	৩	৪
		ঝিকরগাছা,উপ-পরিচালক এর অতি: দায়িত্ব	dwaojessore@gmail.com
৩৭.	ঝিনাইদহ	বেগম নিলুফার রহমান উপ-পরিচালক	০৪৫১-৬২৪৫০/০১৭১২-৫৫৫১৪৭ dwaojhenaidah@gmail.com
৩৮.	কুষ্টিয়া	নূরে সফুরা ফেরদৌস উপ-পরিচালক(চ: দা:)	০১৭৭৬১৫৮৩৩৬ /০৭১-৬২৫২৩ dwaokushtia@gmail.com
৩৯.	নড়াইল	মোঃ আনিছুর রহমান উপ-পরিচালক (চঃ দাঃ) **গ্রামীন প্রকল্প**	০৪৮১-৬৩২৭০/০১৯১১-১৫০৭৭৮ dwao.narail@gmail.com
৪০.	চুয়াডাঙ্গা	মাকসুরা জান্নাত উমবিক, আলমডাংগা, উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০৭৬১-৬৩৫০০/০১৭১২৯৮৪২৩২ dwaochua@yahoo.com
৪১.	মেহেরপুর	নাসিমা খাতুন উমবিক, গাংনী, উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০৭৬১-৬৩৫০০/০১৭১৯৬৬২৫৭১ uwaogangni@gmail.com
৪২.	মাগুরা	আব্দুল আওয়াল উপ-পরিচালক (চ: দা:)**গ্রামীন প্রকল্প**	০৪৮৮-৬২৮৪৯/০১৭১১-০৪২৪৪৬ dwao.magura@gmail.com
		বরিশাল বিভাগ	
৪৩.	বরিশাল	দিলারা খানম উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০৪৩১-৬৪৬৭৫/০১৭১৪-৪৯২৬৩১ dwaobaris@ yahoo.com
৪৪.	বরগুনা	মেহেরুন নাহার মুন্নি উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০৪৪৮-৬২৯২৯/০১৮১৮-৪১৩০২৫ dwabarguna.gov@gmail.com
৪৫.	পিরোজপুর	মোঃ জাকির হোসেন উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০১৭১২-৩০২৭৪৪/০৪৬১-৬৩০৮৫ dwapirojpur.govbd@yahoo.com
৪৬.	ঝালকাঠি	মোসা: উম্মে আয়শা সিদ্দীকা, মবিক,রাজাপুর, উপ-পরিচালক এর অতি:দা:	০১৭১৬২৬৪৮৭৬/০৪৯৮-৬২৯৩৫ jhalokathidwa@gmail.com
৪৭.	ভোলা	মো: ইকবাল হোসেন, উমবিক,দৌলতখান উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১৭১৪৩৪০৭১১/০৪৯১-৬২২০৬ dwabhola@gmail.com
৪৮.	পটুয়াখালী	শাহিদা বেগম প্রোগ্রাম অফিসার(মূলপদ: উমবিক,দুমকি উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০৪৪১-৬২৩৮৫/০১৭১২৮৬৭৫৪১ bsahida74@gmail.com
		রাজশাহী বিভাগ	
৪৯.	রাজশাহী	শবনম শিরিন উপ-পরিচালক	০৭২১-৭৬১৭৩৬/০১৭১৪-২২৯৬৬৬ rajshahi.dwao@gmail.com
৫০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মোছাঃ সাহিদা আখতার উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০১৭১৬-৩১১৫৬৫/০৭৮১-৫৫৬৪৮ dwao.cnj@gmail.com
৫১.	নাটোর	ফরিদা ইয়াসমিন উপ-পরিচালক	০১৭১৫-২৭২৫৮৭/০৭৭১-৬৬৬৪৬ dwaonatore@gmail.com
৫২.	পাবনা	শারমিন শাহীন উপ-পরিচালক (সংযুক্ত সদর কার্যালয়) কানিজ আইরিন জাহান,প্রোগ্রাম অফিসার উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১৭১১৬৬৯৮৩৮(পি ও)/০৭৩১-৬৫৮৮৪ pabnadwa@gmail.com
৫৩.	সিরাজগঞ্জ	কানিজ ফাতেমা উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০৭৫১-৬২৩০৩/০১৭৪৫-৪৬৬৫৯৩ kanizfatimamuktii@gmail.com

ক্রঃ নং	বর্তমান কর্মস্থল	নাম ও পদবী	মোবাইল, ফোন ও ই-মেইল এ্যাড্রেস
১	২	৩	৪
৫৪.	বগুড়া	মোঃ শহিদুল ইসলাম উপ-পরিচালক (চ: দা:) গ্রামীণ	০৫১-৬৬২৩৬/০১৭১১-৭৮১৮৪০ bogra.dwao@gmail.com
৫৫.	নওগাঁ	ইসরাত জাহান উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০৭৪১-৬২৪৯৩/০১৭১২৫১২৪৩৫ dwanawgaon@gmail.com
৫৬.	জয়পুরহাট	বেগম সাবিনা ইয়াসমিন উপ-পরিচালক	০৫৭১-৬৩৪৬৫/০১৯১১-৬৪৫০৯১ dwaojaypurhat@gmail.com
		রংপুর বিভাগ	
৫৭.	রংপুর	বেগম কাওসার পারভীন উপ-পরিচালক	০৫২১-৬২৪০৪/০১৭১৬-০৭০৪০২ dwarangpru@gmail.com
৫৮.	গাইবান্ধা	বেগম নার্গিস জাহান উপ-পরিচালক (চ: দা:)	০১৭২২-০৯৩৬৫৬/০৫৪১-৬১৭৩৪ gaibandhadwao@gmail.com
৫৯.	কুড়িগ্রাম	শাহানা আক্তার, উমবিক, উলিপুর উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১৭১৬-২৭৪৯৭১/০৫৮১-৬১৯০৪ dwakurigram@gmail.com
৬০.	নীলফামারী	মোঃ আনিসুর রহমান উপ-পরিচালক (চ: দা:)গ্রামীণ	০১৭১৮-৪৬৩৪৮৩/০৫৫১-৬১৬০৪ nilphamaridwa@gmail.com
৬১.	লালমনিরহাট	বেগম সালমা জাহান উপ-পরিচালক	০৫৯১-৬১৭৩৪/০১৭১১-২৮৩৭৭৩ dwaolalmonirhat@gmail.com
৬২.	দিনাজপুর	মোঃ মোর্শেদ আলী খান উপ-পরিচালক (চ: দা:) (সহায়তা)	০১৭৭৬৮৬৬৭১৬/০৫৩১-৬৫০৪৩ dwaodnj@gmail.com
৬৩.	ঠাকুরগাঁও	মিসেস রোকসানা বানু হাবিব উপ-পরিচালক	০১৭২৪-৫১০৩৬৭/০৫৬১-৫৩৪৬৪ wao.thakurgaon@gmail.com
৬৪.	পঞ্চগড়	এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান, উমবিক, বোদা উপ-পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১৭১২৮৫৮৭৫১/০৫৬৮-৬১২৬৪ dwao.pan@gmail.com

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদত্ত ও ডাউনলোড/প্রিন্টযোগ্য তথ্যের তালিকা

ওয়েব সাইট ঃ www.dwa.gov.bd

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর বাণী

ম্যেনুবার	বিস্তারিত
১	প্রথম পাতা
২	আমাদের সম্পর্কে • ইতিহাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য • সাংগঠনিক কাঠামো • একনজরে কার্যক্রম • জনবল • জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ • জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়ন কল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা • কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব • সিদ্বান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, তদারকি, জবাবদিহিতার মাধ্যম
৩	কার্যক্রম সমূহ • ছয়টি গুচ্ছ ✓ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান ✓ দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ✓ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা ✓ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ✓ প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান ✓ সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতা মূলক কার্যক্রম • ইনোভেশন টীম • রিপোর্ট
৪	ফটোগ্যালারী
৫	সিটিজেন চার্টার • নাগরিক • প্রাতিষ্ঠানিক • অভ্যন্তরীন
৬	চুক্তি
৭	অনাপত্তি / বহিঃছুটি

নোটিশ বোর্ড

- সমসাময়িক বিভিন্ন কর্মকান্ডের নোটিশ পাওয়া যাবে।

খবর

- সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন খবর পাওয়া যাবে।

সেবা সমূহ

- আমাদের বিষয়ে
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা
- কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা
- বিজ্ঞপ্তি/আদেশ/পরিপত্র

অন্যান্য

- অভ্যন্তরীণ ই-সেবা
- হট লাইন
- কেন্দ্রীয় ই-সেবা
- গুরুত্বপূর্ণ লিংক

- ফরম ও প্রতিবেদন
- বাজেট ও প্রকল্প
- প্রশিক্ষণ
- তথ্য অধিকার
- নীতিমালা ও প্রকাশনা
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
- মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ
- বিবিধ
- ভিডিও গ্যালারি
- ভিডিও চিত্র
- ম্যাপ
- জরুরি হট লাইন
- জাতীয় সংগীত

ওয়েব সাইটঃ www:dwa.gov.bd

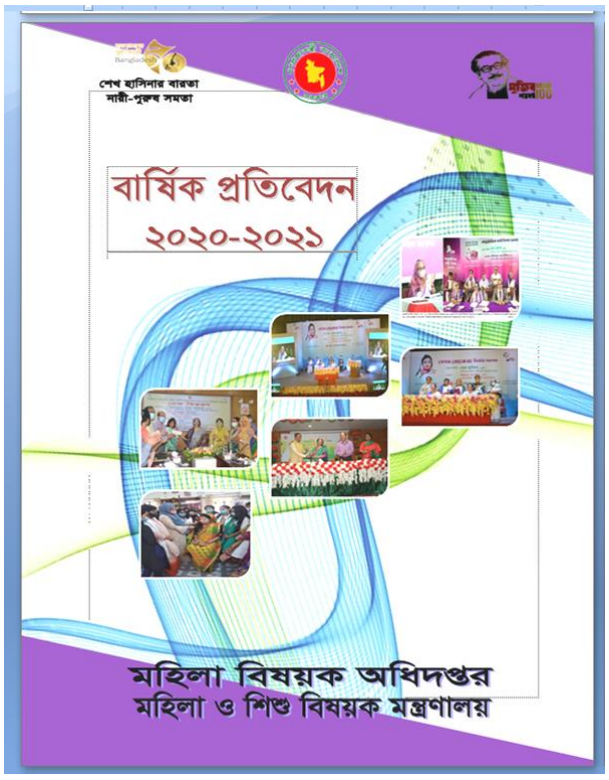

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
www.dwa.gov.bd